ইসলামী সমাজ গঠনের রূপরেখা

মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

Pdf by Syed Abul Kwayes

A

প্রকাশনায় ঃ- রাযা এক্যাডেমী বাঙ্গাল,
পোঃ কালিয়াচক, জেলা- মালদা, (পঃ বঃ)

প্রথম প্রকাশ ঃ- রমযান, ১৪৩৬ (২০১৫)

সর্বস্বত্ব ঃ- লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

মুদ্রণে ঃ- রাযা অফসেট, কোলকাতা।

মূল্য ঃ- ১২০ টাকা মাত্র

সৌজন্যে ঃ- এদারা-এ-শারীয়া কালিয়াচক, কালিয়াচক, মালদহ।

–ঃ উৎসর্গ ঃ–

এই গ্রন্থখানি
সউদী আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশেষজ্ঞ
শাইখুল ইসলাম, ডাঃ আস সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইবনে
আলাভী আল মালিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(জন্ম ১৯৪৪ - ওয়াফাত ২০০৪)
এর নামে উৎসর্গ করলাম।

Pdf by Syed Abul Kwayes

কেন এই গ্রন্থরচনা ?

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক মানবতার কান্ডারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর।

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !!

* আপনি কি চান, ইসলামের সোনালী গৌরব ফিরে আসুক ?

* আপনি কি চান, মুসলিম উম্মাহ পুনরায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিক ?

* আপনি কি চান, সমস্যা জর্জরিত সমাজ সমস্যার জটিল জালিকা থেকে মুক্ত হউক আর গড়ে উঠুক ধরীত্রির বুকে শান্তির নীড় ?

* আপনি কি চান, আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন হয়ে উঠুক সফল, আনন্দঘন এবং মঙ্গলময় ?

যদি আপনার উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে এগিয়ে আসুন। বাড়িয়ে দিন আপনার সাহায্যের হাত। অবরুদ্ধ মানসিকতা ঝেড়ে ফেলুন। স্নায়বিক দৌর্বল্য মুছে ফেলুন। কৃত্রিম সভ্যতা আর বিশ্বায়নের গরিমায় বুঁদ হয়ে থাকবেন না। মানবিকতা লুপ্ত হতে চলেছে। জীবনবোধ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে সংকীর্ণ কুপমন্ডুকতার মধ্যে। আপনি শান্তি ও সভ্যতার পথপ্রদর্শক মহানবীর উম্মত। মনের রুদ্ধ অর্গলকে মুক্ত করুন এবং ইসলামের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে জগৎকে প্রদীপ্ত করে তুলুন।

কিভাবে এগোবেন ? কিভাবে বাড়াবেন সাহায্যের হাত আমাদের দিকে ?

* নিজের মূল্য বুঝুন। নিজের যত্ন নিন। আপনাকে আল্লাহ পাক মিছামিছি মূল্যহীনভাবে সৃষ্টি করেন নি। নিজেকে জানুন। নিজের গুনাবলীকে বিকশিত করুন। নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলুন।

* নিজের সন্তান-সন্ততির যত্ন নিন। ইসলামের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাদেরকে মানুষ করুন। তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে যত্নশীল হন।

* নিজেকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন। সন্তান-সন্ততিকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিরল উৎকর্ষ পথের পথিক করে তুলুন। স্মরণ রাখবেন, সেকুলার শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা উভয় প্রকার শিক্ষাই অপরিহার্য। এ বিষয়ে খু-উ-ব খু-উ-ব সর্তক হন।

* সময়কে হত্যা করবেন না। সময়কে কাজে লাগান। সময়কে মূল্য দিন। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত করে কর্মসূচী তৈরী করুন এবং এগিয়ে যান।

* আলস্য ত্যাগ করুন। কর্মঠ হন। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-শিল্প চোখ মেলে অবলোকন করুন। বসুন্ধরার বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে, রূপের লালিত্যে, নিশীথ চাঁদের জ্যোৎস্নায়, দক্ষিণা বাতাসের বিবশ পরশে, নদীর কলনাদে, পাখির কুজনে, উষার সৌন্দর্যে, প্রকৃতির ঝঙ্কারে সকল কিছুর অন্তরালে তারই অনন্য নিপুনতা কাজ করছে। সব কিছুতেই আমাদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। এই নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং নিজেকে নিয়োজিত করুন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সাধনায়।

* ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। নিজের জীবনকে সম্পূর্ন ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এবং তাঁর মাহবূব মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সংবিধানুসারে পরিচালিত করুন। কেবল ইবাদত বা উপাসনার ক্ষেত্রেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সকল দিকই পরিচালনা করুন শরীয়তের নির্দেশানুসারে।

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! এ বিষয়ে আপনাকে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে আমাদের এই গ্রন্থখানি।

(ক) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে আপনার ব্যক্তিত্ব গঠনে।

(খ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে আপনার সন্তান-সন্ততির ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তাদেরকে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

(গ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে।

(ঘ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে আলস্য বিসর্জন দিতে এবং পরিশ্রমী হতে।

(ঙ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে ইসলামকে উপলব্ধি করতে এবং ঈমানের সুস্বাদ উপভোগ করতে।

(চ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে আত্মচেতনা জাগ্রত করতে, জীবনকে গড়ে তুলতে, পৃথিবীকে জয় করতে এবং জান্নাত প্রাপ্তির রাস্তায় অগ্রসর হতে।

Pdf by Syed Abul Kwayes

(ছ) আমাদের এই গ্রন্থখানি আপনাকে সহায়তা করবে সুখী হতে, ভালো থাকতে এবং সবার প্রিয় হতে।

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! আপনার রোলমডেল হলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং তাঁর ইশক ও আদর্শে উৎসর্গিত মহাত্মা মনিষীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, বুযুর্গানে দ্বীন এবং আল্লাহর ওলীগণ। আল্লাহ পাক স্বয়ং আমাদেরকে নামাযের প্রতি রাকআতে দুআ করতে শিখিয়েছেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সোজা রাস্তায় চালাও। ঐ রাস্তায়, যে রাস্তায় তুমি নিয়ামত দান করেছ।" (সূরাহ ফাতেহা) আল্লাহ পাক নিজেই সরল পথে পরিচালিত ও নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাগণের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা হলেন ঃ

"নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেক বান্দাহ বা আল্লাহর ওলীগণ"। (সূরাহ নিসাহ- আয়াত নং ৬৯)

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! এই অনুপম মনিষীগণের অনুসরণে আপনি হয়ে উঠুন ইসলামী সমাজ গঠনের কারিগর। গড়ে উঠুক বিবাদ-দ্বন্দ বর্জিত প্রগতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ।

আসুক আত্মশুদ্ধি।
আসুক পারিবারশুদ্ধি।
আসুক সমাজশুদ্ধি।
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর নিয়ন্ত্রণ আসুক মুসলিম উম্মাহর হাতে।

দুআ প্রার্থী–
মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

*** প্রথম অধ্যায় ঃ সময়ই জীবন– সময়কে হত্যা করবেন না**

১. জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিন
২. কিয়ামতের দিন পা নড়াতে পারবেন না
৩. বরাদ্দকৃত সময়ের চেয়ে এক সেকেন্ডও অধিক বাঁচবেন না
৪. আল্লাহ পাক স্বয়ং সময়ের শপথ গ্রহণ করেছেন
৫. পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বেই এই পাঁচটি বিষয়কে কাজে লাগান
৬. সময় আপনাকে ডাকছে
৭. স্বাস্থ্য ও অবসর সম্পর্কে ধোকায় থাকতে হাদীসে নিষেধ
৮. সাতটি প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই নেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলুন
৯. সময়কে বিন্যস্ত করে কাজ করুন
১০. অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হন
১১. সময় জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন
১২. একটি আবেদন !

*** দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ (ক) সময়কে সঠিক ভাবে ও কার্যকর পথে কাজে লাগান**

১. সময় ব্যবস্থাপনার পন্থাসমূহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান
২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করুন
৩. কর্মতালিকা প্রস্তুত করুন
৪. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও গুরুত্বানুসারে কাজ করুন
৫. একটি দৈনিক রুটিন অনুসরণ করুন
৬. ডায়েরী মেনটেন করুন এবং দৈনিক কার্যাবলীর সমীক্ষা করুন
৭. আত্মবিশ্বাসী হন
৮. প্রতিবন্ধকতা জয় করুন
৯. আজকের কাজ আজকেই করুন

(খ) সময় অপচয়কারী উপাদানসমূহ বর্জন করুন

১. অধিক ঘুম বর্জন করুন
২. খোশ–আড্ডা অবাঞ্ছিত গল্প-গুজব ত্যাগ করুন
৩. টি.ভি.-আসক্তি পরিত্যাগ করুন

Pdf by Syed Abul Kwayes

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

৪. অবাঞ্ছিত-অশ্লীল পুস্তক–পত্রিকা পাঠ বর্জন করুন
৫. ইন্টারনেট-ফেসবুক আসক্তি বর্জন করুন
৬. কম্পিউটার গেমস আসক্তি বর্জন করুন
৭. ক্রিকেট-ফুটবল ইত্যাদিতে মেতে থাকবেন না
৮. অসম্ভব কঠিন কোন কাজের পিছনে লেগে থাকবেন না
৯. ঘুমের সময় কমিয়ে কোন কাজ করবেন না
১০. টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করুন
১১. মীলাদ-মিটিং-সেমিনার সময় মত শুরু ও শেষ করুন
১২. সিনেমা-সঙ্গীতকে পুরোপুরি বর্জন করুন
(গ) **অবসর সময় কাজে লাগানোর পন্থাসমূহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান**
*** তৃতীয় অধ্যায় ঃ নিয়ত শুদ্ধ করে নিন**
১. সহীহ বুখারীর হাদীস
২. ইমাম গাযযালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ভাষ্য
৩. কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদের শাস্তি
*** চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যক্তিত্ব গড়ুন, নেতৃত্ব দিন !**
১. ব্যক্তিত্ব অর্থ সুন্দর চেহেরা নয়, আকর্ষণ করার ভাবসত্ত্বা
২. নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অনন্য ও দীপ্ত করুন
৩. আলস্য-ভয়-সংশয় বর্জন করুন,
৪. সকলকে ভালো বাসুন, ভালোবাসা অর্জন করুন
৫. ইসলামী আদর্শের উপর অটল থাকুন
৬. হাসি-খুশি থাকুন
৭. আত্ম সম্মান বজায় রাখুন ও আবেগ নিয়ন্ত্রনে রাখুন
৮. পরিচ্ছন্ন ও পরিস্কার থাকুন
৯. শুদ্ধ ভাষায় কথা বলুন
১০. আত্মপ্রকাশ করুন, আত্মপ্রচার নয়
১১. ব্যর্থতায় ভেঙে পড়বেন না
১২. ভদ্র ও মিষ্ট আচরণ করুন
১৩. নিজের পছন্দের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

১৪. সকলকে শ্রদ্ধা করুন
১৫. পরামর্শ করে কাজ করুন
১৬. সহকর্মীদের উৎসাহ দিন, উদ্দীপ্ত করুন
১৭. মানুষের পার্শ্বে দাঁড়ান
১৮. স্বর্নিভর হন
১৯. বলিষ্ঠভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করুন
২০. জনকল্যাণ মূলক কাজে সম্পৃক্ত হন
২১. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করুন
২২. অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র হন
২৩. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না
২৪. প্রতিশোধ পরায়ন হবেন না
২৫. কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন, কৃতজ্ঞতা কামনা করবেন না
২৬. নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন
২৭. অন্যের অন্ধ অনুসরণ করবেন না
২৮. সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহপাকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন
২৯. সংঘাত এড়িয়ে চলুন
৩০. নিজের কাজের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করুন
৩১. সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হবেন না, প্রশংসায় বিগলিত হবেন না।
৩২. হীনমন্যতায় ভুগবেন না।
৩৩. অর্থকে আপনার উপর প্রভুত্ব করতে দেবেন না।
৩৪. আপনার কাজের সাহায্যকারী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন।
৩৫. সরাসরি সমালোচনা করবেন না।
৩৬. অপর ব্যক্তিকে মুখ রক্ষা করতে সাহায্য করুন।
৩৭. ধৈর্য্যশীল হন।
৩৮. শালীন সুন্দর ভাষায় কথা বলুন।
*** পঞ্চম অধ্যায় ঃ নিজে শিক্ষা অর্জন করুন, নিজের সন্তানকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করুন।**
১. বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষাঙ্গনে করুন অবস্থা।
২. শিক্ষা কী, শিক্ষার তাৎপর্য কী ?

Pdf by Syed Abul Kwayes

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
৪. ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা– উভয়ই অর্জন করুন।
৫. শিক্ষাদান করুন– শিক্ষাদান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল।
৬. শিক্ষাদানের আদব-কায়দা শিক্ষা দিন।
*** ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অর্জিত বিদ্যানুযায়ী আমল করুন, নতুবা বিদ্যার্জন নিরর্থক।**
সপ্তম অধ্যায় ঃ এই মডেল পাঠ্যসূচীভুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করুন।
১. আল কুরআন ও তফসীর
২. হাদীস ও উসূলে হাদীস।
৩. সীরাতুন্নবী।
৪. তওহীদ ও শির্ক।
৫. ইসলামিক আক্বীদা
৬. ইবাদত
৭. তাসাউফ
৮. সমাজ সংস্কার
৯. ইংরেজ জাতির ইসলাম বৈরীতা।
১০. ইসলাম ও সভ্যতা
১১. বিবিধ
*** অষ্টম অধ্যায় ঃ আল কুরআনের হক আদায় করুন**
১. সমগ্র আল কুরআনের উপর ঈমান রাখুন
২. সঠিক তাজবীদ ও মাখরাজ সহ আল-কুরআন তেলাওয়াত করুন
৩. আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করুন
৪. আল-কুরআনের নির্দেশাবলীর উপর আমল করুন
৫. আল-কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে অন্যের নিকট পৌঁছে দিন
৬. আল-কুরআনের আদব রক্ষা করুন
*** নবম অধ্যায় ঃ আল্লাহ পাকের হক আদায় করুন**
*** দশম অধ্যায় ঃ** রোলমডেল করুন রসূলুল্লাহ, সাহাবাবর্গ, আহলে বাইত ও আল্লাহর ওলীগণকে
*** একাদশ অধ্যায় ঃ** ইসলামের সোনালী অতীতকে জানুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিন

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

*** একাদশ অধ্যায় ঃ** মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও জনকল্যানমূলক কর্মে মহানবীর আদর্শ রুপায়িত করুন
*** দ্বাদশ অধ্যায় ঃ** মুমিন-সুলভ চারিত্রিক গুনাবলী সমূহ অনুশীলন করুন
*** এয়োদশ অধ্যায় ঃ** আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায় করুন
*** চতুর্দশ অধ্যায় ঃ** ক্রোধ-অহঙ্কার-গীবত-রিয়া বর্জন করুন
*** পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ** কলহ ও সহিংসতা বর্জন করুন
*** ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ** পিতা-মাতার হক আদায় করুন
*** সপ্তদশ অধ্যায় ঃ** সন্তানের হক আদায় করুন
*** অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ** পরিবারের সঙ্গে সুন্দর জীবন-যাপন করুন
১. ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার
২. প্রিয় ভাই! নিজ স্ত্রী সম্পর্কে এই ১৪টি টিপস অনুসরণ করুন
৩. প্রিয় বোন! নিজ স্বামী সম্পর্কে এই ২৫টি টিপস অনুসরণ করুন
*** উনবিংশ অধ্যায় ঃ** হালাল রুযী অর্জন করুন
*** বিংশ অধ্যায় ঃ** আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তওবা ও কান্নাকাটি করুন
*** একবিংশ অধ্যায় ঃ** বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করুন কেবল আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্য
*** দ্বাদবিংশ অধ্যায় ঃ** নামাযের হক আদায় করুন
১. নামাযের গুরুত্ব
২. নামাযের হক
৩. নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী পালন করুন
৪. নামাযের বিভিন্ন আরকানের অন্তর্নিহিত অর্থ জেনে নিন
*** এয়োবিংশ অধ্যায় ঃ** অবৈধ নারী-প্রীতি ও যৌন উন্মাদনা থেকে তরুন প্রজন্মকে রক্ষা করুন
*** চতুর্বিংশ অধ্যায় ঃ** অমুসলিম সংস্কৃতি এবং কুসংস্কার বর্জন করুন
*** পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ** পরিবারে পর্দার নির্দেশ দিন
*** ষড়বিংশ অধ্যায় ঃ** মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করুন
*** সপ্তবিংশ অধ্যায় ঃ** আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন
*** অষ্টবিংশ অধ্যায় ঃ** আহলে সুন্নাত অজামাআতকে আঁকড়িয়ে ধরুন
*** উপসংহার**

Pdf by Syed Abul Kwayes

প্রথম অধ্যায়

সময়ই জীবন, সময়কে হত্যা করবেন না

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, আল ওয়াক্তু হুয়াল হায়াত ফালা তাক্বতুলুহ' অর্থাৎ সময় সে তো জীবন, তাকে হত্যা করো না। জগৎগুরু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যার দুটি দিন সমান গেল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হল" (সুনান দায়লামী)। পাশ্চাত্য মনিষী **Jim Rohn** বলেছেন– অর্থের চেয়ে সময় অধিক মূল্যবান কারণ তুমি অধিক অর্থ উপার্জন করতে পার কিন্তু অধিক সময় সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। প্রবাদপ্রতিম চিন্তাবিদ ডেল কার্নেগী বলেন, "জ্ঞানী মানুষের কাছে প্রতিটি দিন একটি করে নতুন জীবনের বার্তা বহন করে আনে।" (প্রথম অধ্যায়, দুশ্চিন্তামুক্ত সুখী জীবন)

১. জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিন ঃ

ভাই আমার ! বোন আমার !! আজই আপনার জীবনের লক্ষ স্থির করে নিন। আপনাকে মহান স্রষ্টা মিছামিছি সৃষ্টি করেন নি। কবর এবং হাশর আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আপনি কি এই পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে রূহের জগতে আল্লাহ পাককে আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভূলে গেছেন ? আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "আলাস্তু বিরব্বিকুম" অর্থাৎ "আমি কি তোমাদের রব নই" ? আপনি উত্তর প্রদান করেছিলেন- "কালু বালা" অর্থাৎ "অবশ্যই"। এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন তো ?

* আপনি আপনার স্রষ্টার হক আদায় করছেন তো ?
* আপনি নিজের হক আদায় করছেন তো ?
* আপনি আপনার পরিবারের হক আদায় করছেন তো ?
* আপনি আপনার প্রতিবেশী ও সমাজের হক আদায় করছেন তো ?

আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা কি মনে করেছো? আমি তোমাদেরকে অকারণে সৃষ্টি করেছি, আর কখনো আমার নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে না"? (সূরাহ আল মু'মিনূন, আয়াত ১১৫)

২. কিয়ামতের দিন পা নড়াতে পারবেন না ঃ

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! আপনি কি জানেন না যে, কিয়ামতের দিন আপনি পা নড়াতে পারবেন না, যতক্ষন না আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দান

করতে সমর্থ হয়েছেন যে, আপনার যৌবনকাল আপনি কি কাজে ব্যায় করেছেন। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন কোন বনী আদমই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে এক পা সামনে বা পিছনে নড়ানোর অনুমতি পাবে না।

প্রথম প্রশ্ন ঃ তার জীবন সম্পর্কে, কোথায় সে এটি ব্যয় করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ তার যৌবন সম্পর্কে, কি কাজে সে যৌবন অতিবাহিত করেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সে সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ?

চর্তুথ প্রশ্ন ঃ উপার্জিত সম্পদ কোন কাজে এবং কোথায় ব্যয় করেছে ?

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ যে সকল বিষয়ে সে জ্ঞান অর্জন করেছিল তার কতটুকু আমল করেছে ?

(সূত্র ঃ জামে তিরমিযী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, হাদীস ২৪২৪)

৩. বরাদ্দকৃত সময়ের চেয়ে এক সেকেন্ডও অধিক বাঁচবেন না ঃ

আমার প্রিয় বোন! প্রিয় ভাই!! আপনি কি জানেন না যে, আপনি আপনার জন্য নির্ধারিত জীবন-মেয়াদের চেয়ে এক সেকেন্ডও অধিক পৃথিবীতে থাকবেন না? বিশ্বের সকল কুশলী এফ. আর. সি. এস. ডাক্তারবর্গকে আপনি আপনার শয্যার চতুর্পার্শ্বে সজ্জিত রাখতে পারেন। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডগণকে আপনি এ.কে. ৪৭ নিয়ে আপনার চতুর্পার্শ্বে পাহারায় বিন্যস্ত রাখতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশের সামনে সবই বৃথা। আল্লাহ পাক বলেন – "তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন এবং একটি নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি তাঁরই নিকট রয়েছে। কিন্তু এর পরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।" (সূত্র ঃ সূরাহ আনআম, আয়াত ২)

এগিয়ে আসুন! এক্ষুনি সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা আরম্ভ করুন। বারংবার উচ্চারণ করুন, "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।"

৪. আল্লাহ পাক স্বয়ং সময়ের শপথ গ্রহণ করেছেন ঃ

আমার প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! স্বয়ং আল্লাহ পাক যেখানে সময়ের শপথ গ্রহণ করেছেন, সেখানে সময়ের মূল্য সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি ? আল্লাহ পাক বলেন– "সময়ের শপথ! মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে (এই ক্ষতি থেকে তারাই বাঁচবে) যারা ঈমান এনেছে, নেক

Pdf by Syed Abul Kwayes

কর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্য গ্রহণের এবং ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দেয়।" (সূরাহ আল আসর)

আসুন ! সংস্কার ও সংশোধনের কাজ শুরু করে দিন! ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করুন। বারংবার বলুন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পদতলে আমার প্রাণ কুরবান!"

৫. পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বেই এই পাঁচটি সম্পদ কাজে লাগান ঃ

আমার প্রিয় বোন! প্রিয় ভাই!! এই হাদীস শরীফটি পাঠ করুন এবং মূল্যায়ন করুন যে, সময়ের ব্যবহার যথাযথভাবে করছেন তো ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– " আঁকড়ে ধরো জীবনের পাঁচটি জিনিস (তার বিপরীতের) সেই পাঁচটি আসার পূর্বেই ঃ

১ম ঃ যৌবন কালকে (কাজে লাগাও) বার্ধক্য আসার পূর্বেই।

২য় ঃ সুস্বাস্থ্যকে (কাজে লাগাও) অসুস্থতা আসার পূর্বেই।

৩য় ঃ ধনসম্পদকে (কাজে লাগাও) দারিদ্রতা আসার পূর্বেই।

৪থ ঃ অবসর সময়কে (কাজে লাগাও) কর্মব্যস্থতার পূর্বেই।

৫ম ঃ জীবনকে (কাজে লাগাও) মৃত্যু আসার পূর্বেই। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

আসুন ! সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বেই সুযোগ কাজে লাগাই! লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।

৬. সময় আপনাকে ডাকছে ঃ

আমার প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন! আপনি কি এই মহামূল্যবান হাদীস শরীফটি পাঠ করেন নি ? যদি না করে থাকেন, গভীর মনোযোগপূর্বক পাঠ করুন এবং যদি পাঠ করে থাকেন, তাহলে আর একবার পাঠ করুন এবং আত্মশুদ্ধিতে লেগে পড়ুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'দিন' এই বলে ঘোষণা করতে থাকে যে, যদি কেউ কোন ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে যেন সে তা করে নেয়। কেননা আমি কিন্তু আর ফিরে আসবো না। আমি ধনী-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সমান। আমি বড় নিষ্ঠুর। আমি কারো প্রতি সদয় ব্যবহার করতে শিখিনি। তবে আমার সঙ্গে যে সদ্ব্যাবহার করবে সে কখনও বঞ্চিত হবে না"। (সূত্র ঃ জামেউল জাওয়াম- আল্লামা সুয়ুতী)

৭. স্বাস্থ্য ও অবসর সম্পর্কে ধোকায় থাকতে হাদীসে নিষেধ ঃ

আমার মিষ্টি ভাই! মিষ্টি বোন!! সময়ের মূল্য সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন– "দুটি নিয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে। একটি হল স্বাস্থ্য ও অন্যটি হল অবসর"। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

আমার প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! আল্লাহ পাকের এই অপূর্ব নিয়ামতদ্বয় কাজে লাগান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রার্থনা করতেন যে, "হে আল্লাহ ! আমাদেরকে কঠিন বিপদে ঠেলে দিও না, আর গ্রেপ্তার করো না অসর্তক অবস্থায়, এবং আমাদেরকে অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।" হযরত উমার ফারূক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রার্থনা করতেন যে, "হে আল্লাহ! আমরা সময়ের বরকত ও কল্যানময় অংশটুকু লাভের আবেদন করছি।" আমীন! সুম্মা আমীন।

৮. সাতটি প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই নেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলুন ঃ

ভাই আমার! বোন আমার!! সময়ের যে কি মূল্য? মানবজাতির শিক্ষক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "শুভ কার্য সম্পাদনে সময় নষ্ট কোরো না। সাতটি প্রতিবন্ধকতা তোমাকে ধরার আগেই নেক কাজ সম্পন্ন করে ফেল।"

১ম ঃ অনাহার যা তোমার বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারে।

২য় ঃ স্বচ্ছলতা যা তোমাকে বিপথে চালনা করতে পারে।

৩য় ঃ অসুস্থতা যা তোমার স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করতে পারে।

৪র্থ ঃ বৃদ্ধ বয়স।

৫ম ঃ আকস্মিক মৃত্যু।

৬ষ্ট ঃ দাজ্জাল

৭ম ঃ বিচার দিবস যা সর্বাধিক কঠোর। (সূত্র ঃ জামে তিরমিযী)

হে আল্লাহ! আমরা যেন ঐ দিনটির চেয়ে অন্য কোন বস্তুর উপর অধিক অনুতপ্ত না হই, যে দিনটি আমার জীবন থেকে খসে গেল অথচ তাতে কোন নেক আমল যোগ হলো না। আমীন।

৯. সময়কে বিন্যস্ত করে কাজ করুন ঃ

Pdf by Syed Abul Kwayes

আমার প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! আমরা কিভাবে সময় সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি? ইসলাম সময়কে উপোযোগীভাবে কাজে লাগানোর জন্য সুস্পষ্ট গাইডলাইন প্রদান করেছে। "সহীহ ইবনে হিব্বান" হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল তার সময়কে ভাগ করে নেওয়া। কিছু সময় সে ব্যয় করবে তার রবের নিকট প্রার্থনায়। কিছু সময় সে ব্যয় করবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করে। কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য। আর কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।" (সূত্র ঃ ইবনে হিব্বান)

আসুন! আমরাও ইসলামের নির্দেশিকানুযায়ী সময়কে আত্মসমীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির কাজে লাগাই। আমাদের গন্তব্যস্থল হউক জান্নাত।

১০. অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হন ঃ

আমার প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করুন। এটা মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষা। মহানবী আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করতেন যে, তাঁর উম্মত যেন অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারে। (আবূ দাউদ)

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, চলমান দিনগুলো তোমাদের জন্য পুস্তিকা বা আমলনামা স্বরূপ। তাই উত্তম আমল দ্বারা তাকে স্থায়ী করে রাখো। মানবতার অগ্রদূত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন–"সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হও জীবিকা অর্জন করার জন্য এবং কর্মাবলী সম্পাদন কর। এটি তোমার জন্য আর্শীবাদ ও সাফল্য নিয়ে আসবে"। (সূত্র ঃ তিবরানী)

১১. সময় জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন ঃ

ভাই আমার ! বোন আমার !! আপনি, আমি সকলেই মরণশীল। আমাদের জীবন দীর্ঘ নয়। আমাদের জীবন হ্রস্ব। আমাদের মৃত্যু আগামী কালও হতে পারে। বিশ বৎসর পরও হতে পারে, আবার এক্ষুনি হতে পারে। তাহলে সময়ের নিদর্শন থেকে আমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করবো না? আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন– "তিনি সূর্যকে আলোক এবং চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার কক্ষপথও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা বছর ও তারিখ গণনা করতে পারো। আল্লাহ সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানীদের জন্য নিজের নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। রাত্রি

দিবসের আবর্তন এবং মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে" (সূরাহ ইউনুস, আয়াত ৫-৬)

আমরা যেন জীবনের একটি মুহূর্তও অকারণে অপচয় না করি। Thomas Eddison বলেছেন– "সময়ই মানুষের একমাত্র সম্পদ যা সে কোন মতেই হারাতে পছন্দ করবে না।" M. Scott Peck বলেছেন– আপনি যতক্ষন না নিজেকে মূল্য দিচ্ছেন, ততক্ষন আপনি সময়ের মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর যতক্ষন না আপনি সময়ের মূল্য উপলব্ধি করতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি সময়কে কাজে লাগাতে পারবেন না।"

একটি আবেদন ঃ

আমার প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন!! আপনিই আপনার সময়ের মালিক। আপনার নাফসকে আপনার সময়ের মালিক বানাবেন না। সময় বয়ে যাচ্ছে। সময়কে ধরে রাখতে পারবেন না। যেহেতু আপনিই আপনার সময়ের নিয়ন্ত্রক, তাই সময়কে যথাযথ ব্যবহার করুন। এই দায়িত্ব আপনারই। একমাত্র অলস লোকেরাই অজুহাত দেই যে, সময়ের অভাব। হেনেল কেলার, জন মিলটন, নেপোলিয়ন, লুই পাস্তুর, জর্জ বানার্ডশ ও আলবার্ড আইনস্টাইন প্রমুখগণের দিবা-রাত্রি কি সমপরিমান চব্বিশ ঘন্টাতেই হোত না? তাঁরা সময়কে যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন বলেই সাফল্যের শৃঙ্গে আরোহন করেছিলেন। আমাদের নয়নের মনি ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম শাফেঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শাইখ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শাইখ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শাইখ আকবার ইবনে আরাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুজাদ্দিদ আলফিসানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আলা হাযরাত শাইখ ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শাইখ আব্দুল আলিম সিদ্দিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), প্রোফেসার ডঃ মাসউদ আহম্মাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ডঃ সাঈদ আলাভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখগণ সময়ের যথাযথ সদ্ব্যাবহার করেই ইসলামের আলোতে সভ্যতাকে উদ্ভাসিত করেছেন। এই মহাত্মাগণ কেউ সময়ের অপচয় করেন নি। সময়কে অপচয় করা হল নিজেকে লুন্ঠন করার নামান্তর।

* আগামী কাল করবো বলে কোন কাজ ফেলে রাখবেন না।

Pdf by Syed Abul Kwayes

* কাজটি আজকেই করুন।

* আমরা বলি বটে, "আমরা সময় নষ্ট করি" কথাটা ঠিক নয়, প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরকেই নষ্ট করি।

* হারানো সম্পদ পরিশ্রমের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

* হারানো জ্ঞান অধ্যাবসায়ের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

* হারানো স্বাস্থ্য চিকিৎসার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার সম্ভব।

কিন্তু হারানো সময় কোনক্রমেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।

জনৈক মনিষী বলেছেন– "গতকাল"-কে আপনি বলতে পারেন একটি "ক্যানসেলড চেক"। আগামীকালকে বলতে পারেন 'প্রোমিশারী নোট'স "আজ" হল আপনার "ক্যাশ" বা "নগদ টাকা" যার সযত্ন এবং সুনিপুন ব্যবহার আপনাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সময়কে সঠিকভাবে ও কার্যকর পথে কাজে লাগান

ভাই আমার ! বোন আমার !! আশা করি জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন। আল হামদুলিল্লাহ! এবার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ আরম্ভ করে দিন। তবে এলোমেলো কাজ নয়। এলোমেলো ভাবে নয়। সুপরিকল্পিত কাজ করুন। সুশৃঙ্খলভাবে। সাফল্যের স্বর্নশিখরে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন কার্যকর টাইম ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ সময়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার। প্রবাদ প্রতিম চিন্তাবিদ হেনরী ডেভিড থরো লিখেছেন–

" ব্যস্ত হয়ে পড়াটাই পর্যাপ্ত নয়। সে তো পিঁপড়েরাও ব্যস্ত। প্রকৃত বিষয় হল, ব্যস্ততার উদ্দেশ্য।"

পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সময় ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইসলাম তার মৌলিক নীতিমালা শারীয়াহর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হল , নিজের জীবনকে তিনটি উপায়ে প্রশিক্ষিত করা। এই তিনটি উপায় হল ঃ-

১. সময় ব্যবস্থাপনার পন্থাসমূহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান।

২. সময় অপচয়কারী মৌলিক উপাদানসমূহ জেনে নিন এবং বর্জন করুন।

৩. অবসর সময় কাজে লাগানোর পন্থাসমূহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান।

১. সময় ব্যাবস্থাপনার পন্থাসমূহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান ঃ

ভাই আমার ! বোন আমার !! জ্ঞানী মানুষের নিকট প্রতিটি দিন নতুন জীবনের বার্তা বহন করে আনে।জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য নীচের জরুরী পন্থাসমূহ নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পালন করুন ঃ

(ক) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করুন ঃ প্রথমেই বুঝে নিন, কি করতে চান। এটাও যাচাই করে নিন, আপনি কোন বিষয়ের জন্য উপযুক্ত। যা করতে চান, তার ছবি স্পষ্টভাবে দেখুন। এই ছবিকে একান্ত নিজের করে নিন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

(খ) সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করুন ঃ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অপরিহার্য। নিজের বর্তমান অবস্থান এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের অবস্থানের দূরত্ব মেপে নিন এবং নির্ভিকচিত্তে এগিয়ে চলুন।

(গ) কর্মতালিকা প্রস্তুত করুন ঃ রাত্রে ঘুমানোর সময় পরের দিন যে কাজগুলি করবেন তার একটি তালিকা তৈরী করুন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজগুলি একটি একটি করে শান্তভাবে সম্পন্ন করুন। প্রতিটি কর্ম আপনার জীবনে বয়ে নিয়ে আসবে অফুরন্ত আনন্দ।

(ঘ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং গুরুত্বানুসারে কাজ করুন ঃ যে কাজগুলি তুলনামূলক ভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা যে কাজগুলি তুলনামূলকভাবে অধিক সুফল বয়ে আনবে সে কাজগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে নিন। এরপর কাজগুলি একে একে প্রফুল্লচিত্তে সুস্থিরভাবে সম্পন্ন করুন। অহেতুক উদ্বীগ্ন হবেন না। আপনার মনোসংযোগ ও অধ্যাবসায় ইন্‌শা আল্লাহ আপনাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।

(ঙ) একটি দৈনিক রুটিন অনুসরণ করুন ঃ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে অভ্যাস। একটি বাস্তববাদী রুটিন অনুসরণ করার সুঅভ্যাস আপনাকে যথাযথভাবে সময়কে ব্যবহার করার উদ্দীপনা ও প্রেরনা যাগাবে। আপনার জীবনে আসবে পরিশোধন, পরিমার্জন ও প্রগতি।

(চ) ডায়েরী মেনটেন করুন এবং দৈনিক কার্যাবলী সমীক্ষা করুন ঃ পরিকল্পিত কাজসমূহ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হল কি না, তা একবার যাচাই করে নিন। এজন্য ডায়েরী ব্যবহার করুন। কোন কাজ অসম্পন্ন থাকলে হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। নিজেকে বারবার বলুন, আমি কাজটি করবই। আমি কাজটি পারবই। সময়কে নিপুনভাবে ব্যবহার করাটা শিখতেই হবে। আপনার জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা সব কিছুই নির্ভর করছে এই সক্ষমতার উপর। ডায়েরী মেনটেন এবং আত্মসমীক্ষা আপনাকে সময়মতো সময়কে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে এবং আপনার সাফল্যের পথকে মসৃণ করবে।

(ছ) আত্মবিশ্বাসী হউন ঃ সাফল্য অর্জনের পথে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হল আত্মবিশ্বাসের অভাব। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ পাক আপনাকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন এবং দান করেছেন ব্যাপক সম্ভাবনা ও মেধা। কখনো নিজের উপর আস্থা হারাবেন না। উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করুন। অন্যেরা

যখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বিশ্বকে জয় করার জন্য, তখন আপনি 'ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স' এ ভুগবেন কেন? অধিক হারে আল্লাহ পাকের নিকট এই প্রার্থনা করুন– "রব্বিশরাহ লী সাদরী ওয়া ইয়াসসির লি আমরী"

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। (সুরাহ ত্বহা – আয়াত নং ২৫-২৬) ইন্‌শা আল্লাহ আপনার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

(ছ) প্রতিবন্ধকতা জয় করুন ঃ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় এক অনিবার্য বাস্তবতা। আপনি এগিয়ে চলুন মাথা উঁচু করে। যে কোন ভাল কর্মে প্রতিবন্ধকতা আসবেই। এই প্রতিবন্ধকতা জয় করুন। যাঁরা প্রতিবন্ধকতা জয় করতে পারেন, সাফল্য কেবল তাঁদেরই পদ-চুম্বন করে। Robert Frost এর অমর কবিতা 'Stopping By Woods On A Snowy Evening এর এই চারটি লাইন মুখস্থ করে ফেলুন এবং আবৃতি করতে থাকুন ঃ

The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep"

(ঝ) আজকের কাজ আজকেই করুন ঃ আজ করব। কাল করব। সকালে করব। বিকেলে করব। বিভিন্ন অজুহাতে কাজ ফেলে রাখবেন না। বিসমিল্লাহ বলে এখনই কাজ শুরু করে দিন। দিবাস্বপ্ন বা দুশ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত করবেন না। দক্ষতা অর্জনে সময় ব্যয় করুন। বাস্তবতার আলোকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিন। ইন্‌শা আল্লাহ আপনার জীবন হবে আনন্দময়।

২. সময় অপচয়কারী মৌলিক উপাদানসমূহ জেনে নিন এবং বর্জন করুন ঃ

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন আমার!! সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর পথে অন্যতম অন্তরায় হল কিছু অবাঞ্ছিত অভ্যাস বা আসক্তি। এই অভ্যাস বা আসক্তি সমূহ আমাদের মূল্যবান সময়কে হত্যা করে। সূরাহ 'আসর' আর একবার মনোযোগ পূর্বক পাঠ করুন এবং নিম্নের তালিকাটি বিশ্লেষণ করুন। যদি আপনার মনে হয় যে, সূরাহ আসরের আলোকে নিম্ন-তালিকাভুক্ত কর্মাবলী অবাঞ্ছিত, তাহলে সেগুলি এক্ষুনি বর্জন করুন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

(ক) অধিক ঘুম বর্জন করুন ঃ অধিক ঘুম স্বাস্থ্য ও কর্ম উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। একে বর্জন করুন। হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ "অধিক মাত্রায় নিদ্রা ও ভোজন থেকে নিজেকে বিরত রাখ। কেননা, অধিক নিদ্রাযাপনকারী ও অধিক ভোজনকারী কিয়ামতের দিন আমল ও ইবাদত শূণ্য হবে।"

(সূত্র ঃ মুকাশাফাতুল কুলূব– ইমাম গাযযালী)

(খ) খোশ–আড্ডা অবাঞ্ছিত গল্প–গুজব ত্যাগ করুন ঃ খোশ আড্ডা বা গল্প গুজবে কোন উপকার নেই। স্মরণ রাখবেন আপনি যা বলছেন, সবই রেকর্ডিং হচ্ছে। কিয়ামতের দিন বিচারের সময় এগুলিকে উপস্থাপন করা হতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি নীরব থাকল, সে মুক্তি পেল।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন– "যে ব্যক্তি দুই জানুর মাঝের অঙ্গ বা লজ্জাস্থান এবং দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ বা জিহ্বার হিফাযতের জিম্মাদার হবে, আমি তার জান্নাতে প্রবেশের জিম্মাদার হব।" (সহীহ বুখারী)

(গ) টি.ভি.-আসক্তি পরিহার করুন ঃ শুয়ে শুয়ে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে আঙ্গুল রেখে একের পর এক রঙ্গীন চ্যানেল পরিবর্তন আর বোকা বাক্স উপভোগ কেবল সময় এবং স্বাস্থ্যকে হত্যা করার নামান্তর। কিন্তু এটি বহু মানুষের নেশায় পরিণত হয়েছে। একে বর্জন করুন। ইসলামিক দৃষ্টিকোন থেকে, টি.ভি.-আসক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজ্ঞানও বলছে এই নেশা সর্বনাশা। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক তাদের গবেষনা প্রতিবেদনে সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেছেন– পঁচিশ বছরের অধিক বয়সী যারা টি.ভি. দেখেন, প্রতি ঘন্টা দেখার জন্য তাদের জীবন থেকে বাইশ মিনিট সময় কমে যায়। গবেষকগণের মতে– "স্থুলতা, ধুমপান এবং শারীরিক অক্ষমতার মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষণের সাথে সাথে টি.ভির সামনে বসে থাকার সময়গুলো তুলনামূলকভাবে মানুষের ক্ষতির অন্যতম কারণ।"

(ঘ) অবাঞ্ছিত–অশ্লীল পুস্তক পত্রিকা পাঠ বর্জন করুনঃ বই ও পত্র–পত্রিকা পাঠ করুন নির্বাচন করে। এক জীবনে সকল গ্রন্থ ও পত্রিকা পাঠ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যে গ্রন্থ বা পত্রিকা আপনাকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করবে, সেগুলিই পাঠ করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম বলেন– " যে বিদ্যা উপকারী নহে, তা হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

(ঙ) ইন্টারনেট–ফেসবুক আসক্তি বর্জন করুনঃ প্রযুক্তির যেমন সুফল আছে, তেমনি এর রয়েছে কিছু নেতিবাচক দিকও। যাদের জীবন লক্ষহীন, যারা আড্ডাপ্রিয় কিংবা যারা দুশ্চিন্তা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন, মূলত তাদের মধ্যেই ইন্টারনেট–ফেসবুক আসক্তির ব্যাপকতা। মেধাবী, চিন্তাশীল, উচ্চাকাঙ্খী ও সংগঠিত ব্যক্তিবর্গ এতে আসক্ত হন না; স্রেফ একে নিজ গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করেন। ফেসবুকের দাবি অনুযায়ী ফেসবুক ব্যবহার কারীরা এক মাসে ফেসবুকের জন্য ৫০ হাজার কোটি মিনিট বা ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ২৯৩ বছর ব্যয় করে। অথচ এখানে গঠনমূলক বা শিক্ষামূলক মত বিনিময় এবং আলোচনা হয় ভীষণ কম। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ – তরুণী যাদের মূল ব্রত হওয়া উচিত শিক্ষার্জন এবং ক্যারিয়ার গঠন, তারা ফেসবুক সাধনায় মগ্ন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লিওস বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলোজিকাল সাইন্স" থেকে প্রকাশিত গবেষণাতে বলা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট আসক্তি 'মনমরা' ব্যাধি জন্ম দেয় এবং এটি কর্মে মনোনিবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে ইন্টারনেট–ফেসবুক সবটুকুই খারাপ নয়। এর ভালোটুকু নিন। অবশিষ্টটুকু বর্জন করুন।

(চ) কম্পিউটার গেমস–আসক্তি বর্জন করুন ঃ কম্পিউটার গেমস–আসক্তিও এক ধরণের ব্যাধি। এখান থেকে কেবল বিষন্নতা, অবসাদ এবং মানসিক সমস্যাই অর্জিত হয়। লাভের লাভ তেমন কিছু হয় না।

(ছ) ক্রিকেট–ফুটবল ইত্যাদিতে মেতে থাকবেন না ঃ ইসলাম কেবল ঐ খেলাধুলাগুলোকে বৈধ করেছে যা শরীর চর্চা বা সামরিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিনোদন বা টাইম পাসের জন্য খেলাধুলো করা বা এই খেলাগুলোকে উপভোগ করা বা এই খেলাধুলার উপর বাজি ধরা বা কে জিতবে কে হারবে, কোন দল ভালো, কোন দল মন্দ এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। তাই এদিকে সময় না দিয়ে নিজের কর্মের প্রতি মনোনিবেশ করুন। ইন্‌শা আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানেই শান্তিতে থাকবেন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

(জ) অসম্ভব–কঠিন কোন কাজের পিছনে লেগে থাকবেন না ঃ নিজের কর্মক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে কাজ করুন।

(ঝ) ঘুমের সময় কমিয়ে কাজ করবেন না ঃ অতিরিক্ত ঘুম যেমন ক্ষতিকর, প্রয়োজনের তুলনায় কম ঘুমও ক্ষতিকর। উভয়ই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে পারে। কর্মে মনোনিবেশ করতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির গবেষক ডঃ ক্রিস্টেন জি. হেয়ারস্টোন বলেন– "যারা অপর্যাপ্ত ঘুমোয় তারা সারাদিনে অল্প পরিশ্রমেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"

(ঞ) টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন ঃ পূর্বে সংবাদ দিয়ে দেখা করতে গেলে সময় অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

(ট) মীলাদ–মিটিং– সেমিনার সময়মত শুরু ও শেষ করুন ঃ সাধারণতঃ মীলাদ বা মিটিং নির্ধারিত সময়ের বহু পরে আরম্ভ হয় এবং পরিকল্পনার অভাবে বহু বিলম্বে শেষ হয়। এতে প্রচুর সময় বিনষ্ট হয়। নিজে সময় মত অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন। অন্যদেরকে সময়মত উপস্থিত হতে উৎসাহিত করুন। সকলের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলুন।

(ঠ) সিনেমা–সঙ্গীত পুরোপুরি বর্জন করুন ঃ সিনেমা এবং সঙ্গীত হৃদয়কে কলুষিত করে। ব্যক্তিকে অশ্লীলতা ও নৈতিক দেউলিয়াপনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। বলিউড ও টলিউডের সঙ্গীতের বদলে আল কুরআনের আয়াত সমূহ বিংবা মিষ্টি মিষ্টি নাত সমূহ পাঠ করুন। এতে আপনার প্রচুর সময়ও বাঁচবে এবং আপনি সর্বদা থাকতে পারবেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সান্নিধ্যে।

৩. অবসর সময় কাজে লাগানোর পন্থাসমুহ জেনে নিন এবং কাজে লাগান

(১) অসম্পূর্ণ কাজটুকু সেরে নিন ঃ আপনার অবসর সময়ে প্রথমেই দেখে নিন, আজকে যে কাজগুলি আপনি সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, সেই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে তো ? যদি কোন ঘাটতি থাকে, তাহলে সংশোধন করে নিন।

(২) সন্তান–সন্ততির পড়াশুনা তত্বাবধান করুন ঃ দেখে নিন, আপনার ছেলে-মেয়ে বা ভাই-বোনরা তাদের পড়াশোনার গৃহকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন

করেছে তো ? সকাল–সন্ধ্যা গৃহের ছেলে–মেয়েরা পড়তে বসল কি না, এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। এটি আপনার মৌলিক দায়িত্ব।

(৩) বই পড়ুন ঃ আপনার অবসর সময়ে বই পড়ুন। বই উৎকৃষ্ট বন্ধু। বই উৎকৃষ্ট সঙ্গী। বই উৎকৃষ্ট গাইড। জনৈক চিন্তাবিদ বলেছেন– ভালো খাদ্যবস্তু পেট ভরায় কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। অন্য একজন চিন্তাবিদ বলেছেন –

"আমি চাই যে, বই-পাঠরত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়"।

ইয়া আল্লাহ ! আমাদের যেন মৃত্যু হয় তোমার পবিত্র কালাম আল কুরআন পাঠরত অবস্থায় বা নামাযে সাজদারত অবস্থায়। আমীন!

(৪) পরিবারকে সঙ্গ দিন ঃ আপনার অবসর সময়ে আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে সঙ্গ দিন। আড্ডা বা রকে না গিয়ে, আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। টুকিটাকি গৃহকার্যে সহায়তা করুন। তাদের সঙ্গে ইসলাম এবং ইসলাম নির্দেশিত জীবন শৈলী নিয়ে আলোচনা করুন। আল্লাহ পাক বলেন–

"হে মুমিনগণ ! তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নী হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর সমূহ, যাতে কঠোরস্বভাব ফেরেশ্‌তাগণ নিয়োজিত রয়েছেন।" (সূরাহ তাহরীম – আয়াত নং ৬)

(৫) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত করুন ঃ হাতে সময় থাকলে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা–সাক্ষাত করুন। ইসলাম আত্মীয়–স্বজনের অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা ইসলামের জরুরী নির্দেশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগান ডাল স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেন, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। আর যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"

৬. আল্লাহর যিকর করুন ঃ অবসর সময়ে আল্লাহ পাকের যিকর করুন। পাবেন শান্তি। পাবেন আনন্দ।

৭. দরূদ ও সালাম পাঠ করুন ঃ অবসর সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠ

Pdf by Syed Abul Kwayes

করুন। দরূদ ও সালামের তাৎপর্য ও সৌন্দর্য অসীম। সালাত ও সালামের মধ্যে একই সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত এবং ইশ্‌কে রাসূল নিহিত রয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তারাই আমার অধিক নিকটবর্তী হবে যারা অধিক হারে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে।" (সূত্র ঃ তিরমিযী)

(৮) নফল ইতেকাফে থাকুন ঃ সময় পেলে মাঝে মধ্যে মসজিদে নফল ইতেকাফে থাকুন। মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করুন। আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হবে। কবর ও কিয়ামতের পরীক্ষা ইন্‌শা আল্লাহ আপনার জন্য সহজ হবে।

(৯) মুসলিম উম্মাহর প্রগতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন ঃ আপনার অবসর সময়ে মুসলিম উম্মাহর প্রগতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন। বন্ধু-বান্ধবকে এ সম্পর্কে ভাবান। ইসলামের সোনালী অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে অত্মনিয়োগ করুন।

(১০) আলেমদের সঙ্গে বসুন ঃ মাঝে মধ্যে বুযুর্গ আলেমদের সংস্পর্শে আসুন। নিজের জীবনপ্রণালী এবং কর্মাদি সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করুন। আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রে তাঁদের উপদেশ নিন। স্মরন রাখবেন – " আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

(সূত্র ঃ সুনান আবূ দাউদ– হাদীস নং ৩৬৩৪)

(১১) পিতামাতার নিকটে বসুন ঃ অবসর সময়ে বাবা মায়ের নিকটে বসুন। তাদের যত্ন নিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী কষ্টের সঙ্গে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধরতে ও তার স্তন ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।"

(সূরাহ আহকাফ – আয়াত নং ১৫)

ইয়া আল্লাহ! সময়কে কার্যকর ভাবে কাজে লাগনোর আমাদেরকে তৌফীক দান করুন এবং আমাদের সময়ে বরকত দান করুন। আমীন!

***

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

নিয়ত শুদ্ধ করে নিন

প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই !! অভিষ্ট লক্ষে পৌছানোর জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন তো ? আলহামদুলিল্লাহ ! সহীহ বুখারীর নিম্ন হাদীস শরীফটি একবার মনোযোগ পূর্বক পাঠ করে নিন এবং স্বীয় নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিন। খুব সাবধান! ইসলাম হল– জ্ঞান, কর্ম এবং নিয়তের বিশুদ্ধতা। স্মরণ রাখবেন, আপনার সাফল্য নির্ভর করছে নিয়তের এই বিশুদ্ধতার উপর। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন লোকজনকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

সহীহ বুখারীর হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন– "হযরত উমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন– হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় জানিও– আল্লাহর নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়ত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহর নিকট তদ্রুপই ভাবে যদ্রুপ সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে আল্লাহর এবং রসূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই অর্জন করবে। কিন্তু (এত বড় কাজটিও) পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে করলে তার ফল সেরূপই লাভ করবে যেরূপ সে নিয়ত করেছে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী – হাদীস নং ১)

একবারটি ভাবুন! হিজরতের ন্যায় কঠোর কাজ কেবল নিয়তের তারতম্যের কারণে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আপনি যে কাজই করুন না কেন এর একমাত্র উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে সন্তুষ্ট করা। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত উপরের হাদীস শরীফটির মাধ্যমে দয়ার নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে জীবন গঠনের মূলনীতি প্রদান করেছেন। সুতরাং কার্যের পূর্বে প্রথমে উদ্দেশ্য স্থির করুন এবং উদ্দেশ্য স্থির করার পর মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত কষ্টিপাথর দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখুন আপনার কাজের দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট হবেন তো ? নাকি অসন্তুষ্ট হবেন ? একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হল, এই মূলনীতিকে মাথায় রেখে কাজ করা। ব্যক্তিগত জীবন

Pdf by Syed Abul Kwayes

হউক বা পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়ীক জীবন, সামাজিক জীবন হোক বা রাজনৈতিক জীবন, চাকুরী জীবন হোক বা ব্যাবসায়ীক জীবন- সকল কর্মই সম্পাদন করতে হবে এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করে। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন –

" আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক আকার–আকৃতি বা তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন।"

(সূত্রঃ সহীহ মুসলিম)

ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাষ্য ঃ ভাই আমার ! বোন আমার !! হুজ্জাতুল ইসলাম মনিষী ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিয়তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অনুপম ভাষ্য ও দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন – যদি কেউ আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি স্রেফ উপভোগের জন্য বা সুন্দর পরিপাটি দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে এটা মুবাহ। এতে সওয়াবও নেই, গুনাহও নেই। কিন্তু কেউ যদি অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বা পরনারীর চিত্তাকার্ষনার্থে ঐ সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে গোনাহ হবে। আবার কেউ যদি সুগন্ধি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যে, এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাত বা এটা ব্যবহারের ফলে মন–মস্তিস্ক সতেজ থাকবে এবং অন্য লোকজনও সুরভিত হবে, তবে এটা সওয়াবের কাজ। অনুরূপ ভাবে নিদ্রা, আহার, বিশ্রাম, ভ্রমন, শিক্ষা সকল কর্মই সওয়াব বলে বিবেচিত হবে যদি সেগুলি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে সম্পাদিত হয়। এই মূলনীতিকে বিস্মৃত হলে আল্লাহর নিকট কোন আমলই গৃহীত হবে না।

কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদের শাস্তি ঃ প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন আমার !! সাবধান ! খুব সাবধান !! সহীহ মুসলিমের এই হাদীস শরীফটি পাঠ করুন এবং এই হাদীসের কষ্টিপাথরে নিজের কার্যবলীকে পরিশোধিত করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচারের জন্য এমন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে, যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছে। আল্লাহ পাকের যে সমস্ত নিয়ামত সে উপভোগ করেছে, সেই সমস্ত তাকে স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এই সকল নিয়ামতের কি শোকর করেছ ? শোকরিয়া স্বরূপ কি কি কাজ করেছ ? সে উত্তর দিবে, 'হে রব ! আমি তোমার দ্বীনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ

করেছি।' জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তোমার ইসলামের জন্য জীবন দিতেও কুন্ঠিত হই নি।' তখন আল্লাহ পাক বলবেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি আমার জন্য বা আমার দ্বীন ইসলামের জন্য জেহাদ করনি। তুমি জিহাদ করেছ নাম ও যশের জন্য। বড় বীরপুরুষ বলে খ্যাত হওয়ার জন্য। তুমি সে পুরস্কার পেয়েছ অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় বীরপুরুষ বলেছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ করনি। সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরস্কার নেই। অতএব ফেরেশতাগণ আদেশ পেয়ে তাকে টেনে হিঁচড়িয়ে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

এরপর একজন আলিমকে হাজির করা হবে। তিনি কুরআন ও হাদীস শিক্ষা করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে বাহ্যিকভাবে তদ্রুপ আমলও করতেন। তাকেও পূর্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি উত্তর দিবেন, 'দয়াময় রব ! আমি সারা জীবন আপনার কুরআন এবং আপনার রসূলের হাদীস শিক্ষা করেছি এবং শিক্ষা দিয়েছি। এ সবই করেছি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলবেন – তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব বলে সম্মান করবে। সে সব তুমি পেয়েছো। লোকে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তাজিম করেছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছুই করেনি। সুতরাং আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কারও নেই।' অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে তাকেও টেনে হিঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

এরপর একজন দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হবে। সে উত্তর দিবে 'হে দয়াময় রব ! যে যে স্থানে দান করলে তুমি সন্তুষ্ট হও, সে সকল স্থানে আমি দান করেছি- একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহ বলবেন– তুমি মিথ্যুক! তোমার নিয়ত ছিল যে, তোমার নাম হউক। লোকে তোমাকে দাতা বলুক। লোকে তা বলেছে। প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছু করনি। সুতরাং আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নেই। অতঃপর তাকেও ঐরূপ দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

সুতরাং প্রতিটি কাজ করুন বিশুদ্ধ নিয়তের সঙ্গে। আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। লোক দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জন যেন উদ্দেশ্য না হয়। নচেৎ সওয়াবের পরিবর্তে জুটবে ভীষণ আজাব। আর নিয়ত যদি বিশুদ্ধ হয়, ইন্‌শা আল্লাহ আপনার জীবন ভরে উঠবে কাঙ্খিত সাফল্য ও অনাবিল আনন্দে।

Pdf by Syed Abul Kwayes

চতুর্থ অধ্যায় :

ব্যক্তিত্ব গড়ুন, নেতৃত্ব দিন

প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই !! নিশ্চয়ই আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষে ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহন করেছেন এবং নিয়তও বিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এবার একটি খুব ছোট্ট অথচ ভীষন গুরুত্বপূর্ন কথা। কর্মসূচী ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য হল আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। তাহলেই প্রতিযোগিতাপূর্ন এই বিশ্বে কন্টকময় পথ অতিক্রম করে সাফল্যের স্বর্নালী লক্ষে পৌছতে পারবেন। প্রবাদ প্রতিম চিন্তাবিদ ডেল কার্নেগী লিখেছেন – "আজকের পৃথিবীতে কয়েকশো কোটি মানুষের মধ্যে সফল মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সুতরাং এটা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, যাঁরা নিজেদের জীবনকে যথার্থ উপায়ে পরিচালিত করতে পারেন তারাই সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করতে পারেন আর তা পারেন তাঁদের সাফল্য লাভের পথে তারা যে সমস্ত দুর্লঙ্ঘ বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হন– সে গুলোকে জয় করে। কিন্তু সকলের পক্ষে এই সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয় না কারণ যে ব্যক্তিত্ব সাফল্যের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়, তা সকলের মধ্যে সমভাবে পরিস্ফুট হয় না।"

("সাফল্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহজ পথ – ডেল কার্নেগী–প্রথম অধ্যায়)

আপনার মৌলিক দায়িত্ব হল, আপনার নিজের ও নিজ সন্তান–সন্ততির সম্মোহনী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতি যত্নশীল হওয়া। এগিয়ে আসুন! আপনিই পারবেন আপনার ও আপনার সন্তান–সন্ততির অনুপম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলুন! নেপোলিয়ন হিল কি চমৎকারই না বলেছেন – " Anything the human mind can believe, the human mind can achieve." (সূত্র ঃ Grow A Rich ! With Peace of Mind). সুব্যক্তিত্ব গঠনে আমরা আপনাকে ৩৮টি টিপস দিচ্ছি। এই টিপসগুলি বিশেষজ্ঞবর্গের ভাষ্য ও গ্রন্থাদি থেকে সুনির্বাচিত।

টিপসগুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং অনুশীলন করুন ঃ

টিপস নং ১– ব্যক্তিত্বের অর্থ সুন্দর চেহারা নই, আকর্ষন করার ভাবসত্ত্বা ঃ আদর্শ ব্যক্তিত্ব বলতে সুন্দর চেহেরা বা জমকালো পোষাকের চাকচিক্যকে

বুঝাই না। আদর্শ ব্যক্তিত্ব হল আপনার আভ্যন্তরীন শান্তিপূর্ন ভাবসত্ত্বা যা অন্যকে আকর্ষিত ও প্রভাবিত করতে পারে। এই ভাবসত্ত্বা পোষাক আশাক, বাচনভঙ্গী, চাল-চলন, আচার-আচরণ এবং নিজেকে প্রকাশ করার ভঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজের এই ভাবসত্ত্বাকে বলিষ্ঠ এবং পরিপুষ্ট করে তুলুন। আপনার প্রভাবকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন। নিজের দোষ ত্রুটি নিজেই বিশ্লেষণ করুন। অন্যের ত্রূটি বলার ক্ষেত্রে সামান্য কৌশলের আশ্রয় নিন। সরাসরি দোষারোপ করবেন না। তাকে মুখরক্ষা করতে দিন। অন্যকে আদেশ করা থেকে বিরত থাকুন এবং তার কথা ধৈর্য্য ধরে শুনুন । আপনার শান্তিপূর্ন ভাবসত্ত্বাকে কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে দেখবেন, গ্রানাইট পাথরও সোনায় পরিণত হতে পারে।

টিপস নং ২– নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অনন্য ও দীপ্ত করুন ঃ নিজের ইচ্ছাশক্তিকে উজ্জীবিত করুন। দীপ্ত করুন। অনন্য করুন। মনিষীবর্গের সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্য এটাই যে, তাঁদের ইচ্ছাশক্তি দুর্নিবার। Vince Lombardi বলেন – একজন সফল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্যের কারণ শক্তি বা জ্ঞান নয়। এই পার্থক্যের কারণ হল ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি কী? ইচ্ছাশক্তি হল কোন কাজ সম্পাদন করার অদম্য ও দুর্নিবার ইচ্ছা। আপনার ইচ্ছাশক্তি যদি ইস্পাত–কঠিন না হয়, তাহলে অঙ্গীকার করুন। অঙ্গীকার করুন নিজের নিকট। নিজেকে বার বার বলুন – পারব, পারব, পারব। নিজেকে বার বার বলুন – আমি কাজটি করবই। তিনটি স্টেপের মধ্য দিয়ে কাজটি করুন ঃ

(১) উদ্দেশ্য ঠিক করে ফেলুন।
(২) কর্মসূচী তৈরী করুন।
(৩) অনতিবিলম্বে কর্মসূচী রূপায়ন করুন।

টিপস নং ৩– আলস্য, ভয় ও সংশয় বর্জন করুন ঃ আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হল আলস্য-ভয়-সংশয়। এগুলি আমাদের সহজাত আত্মবিনাশী প্রবনতা। এগুলো ঝেড়ে ফেলুন। যে কোন জাতির উত্থান হয় কর্মের মাধ্যমে। যে কোন জাতির পতন হয় আলস্যের কারণে। আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াককুল রাখুন। সকল বিপদ–আপদ, অসুখ–বিসুখ, দুঃখ –শোকে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। পরিশ্রমী হোন। সাফল্যের চাবিকাঠি

Pdf by Syed Abul Kwayes

হল পরিশ্রম। নির্ভীক সাহসী হন। আত্মবিশ্বাসী হন। দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলুন।

টিপস নং ৪– সকলকে ভালোবাসুন, সকলের ভালোবাসা অর্জন করুন ঃ সকলের সঙ্গে এমন ভাবে মিশুন যেন লোকে আপনাকে ভালোবাসে। সকলে যেন আপনার সঙ্গ কামনা করে। আন্তরিক হন। অশ্রদ্ধা ও উল্লাসিকতা ত্যাগ করুন। অন্যের জন্য ভাবুন। অন্যের দুঃখে আন্তরিক সহানুভুতিশীল হন। আপনার হৃদয়কে প্রশস্ততর করুন। হাসি-খুশি থাকুন। ঠোঁটে মুচকি হাসি রাখা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত। মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুচকি হাসতেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) লোকের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরন করুন। মিষ্টি করে, সুন্দর করে কথা বলুন। কর্কশ, তিক্ত ও ধারাল কথা বর্জন করুন। মমতা ও বন্ধুত্বপূর্ন ব্যবহার দ্বারা ভালোবাসা ও সহমর্মিতা অর্জন করুন।

টিপস নং ৫– ইসলামী আদর্শের উপর অটল থাকুন ঃ আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনিত ধর্ম হল ইসলাম। এটা পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। আপনার অসীম সৌভাগ্য যে, আপনি মুসলিম। আপনার অসীম সৌভাগ্য যে, আপনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ভুক্ত মুসলিম। আপনার আকীদায় অটল থাকুন। জীবনে যতই ঝড় তুফান আসুক, যতই প্রলোভন আসুক, নড়বেন না। বিচ্যুত হবেন না। সংকল্প নিন। আপনার পরিবারের কোন সদস্যকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হতে দিবেন না। এজন্য প্রথমে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জীবনশৈলীকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলুন এবং অন্যদেরকে অনুপ্রানিত করুন। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাই।

টিপস নং ৬– হাসি খুশি থাকুন ঃ হাসি অমুল্য ধন। হাসি মুখে মিষ্টি করে অন্যের সঙ্গে কথা বলুন। লোকে আপনাকে ভালোবাসবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন – "তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মুচকি হাসি একটি দানের ন্যায়"। তা বলে হা হা করে অট্টহাসি হাসবেন না। একজন মুমিনের মুখে অট্টহাসি শোভা দেয় না। মুমিনের গন্ত ব্যস্থান হল কবর। মুমিনের গন্তব্যস্থান হল হাশর। কবর ও হাশরের প্রশ্নাবলী একজন মুমিনকে সর্বদা উদ্বিগ্ন রাখে। হাঁ, মুচকি হাসুন। মিষ্টি মুচকি হাসিতে ওষ্ঠদ্বয়কে স্নিগ্ধ রাখুন। ইন্‌শা আল্লাহ লোকের হৃদয় জয় করতে পারবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন – "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের চেয়ে অধিক হাসিখুশি মানুষ আর দেখি নি।" (সূত্র ঃ মিশকাত শরীফ)

টিপস নং ৭– আত্মসম্মান বজায় রাখুন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন ঃ আদর্শ ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি হল আত্মসম্মান বোধ। কোনও ব্যক্তির শারীরিক বয়স পঁচিশ বৎসর হলে, তার মানসিক বয়সও পঁচিশ হওয়াই কাম্য। স্বীয় বয়সের মর্যাদার সঙ্গে সাযুয্য রেখে কথা বলুন ও কাজ করুন। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকুন। আপনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রশংসনীয় কাজ করুন। শিশুসুলভ আচরণ পরিহার করুন। তবে, সবজান্তা ভাব দেখাবেন না। নিজের আবেগকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ইসলামের মনিষীগন সর্বদা আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। একজন মুমিনের আনন্দ, ক্রোধ, দুঃখ সবই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য। আনন্দের সময় আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসিতে ফেটে পড়বেন না। দুঃসময়ে নিরাশ হয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হবেন না। মস্তিস্ক স্থির রাখুন। ধৈর্যে অবিচল থাকুন। কাজ করুন ধীর স্থির শান্তভাবে।

টিপস নং ৮– পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকুন ঃ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নতা আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অপরিহার্য। নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখুন। অশোভন ও দৃষ্টিকটু কর্মাদি থেকে বিরত থাকুন। এছাড়া –

* মানানসই ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করুন
* চুল দাঁড়ি সুন্দর করে পরিপাটি করে রাখুন।
* শরীর পবিত্র রাখুন। অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন।
* সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করুন।
* আচার–আচরণে ঔদ্ধত্য, অহংকার ও গর্ব পরিহার করুন।
* নাক–কান–দাঁত স্পর্শ বা চুলকানো পরিহার করুন।

টিপস নং ৯– শুদ্ধ ভাষায় কথা বলুন ঃ গেঁয়ো বা আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করুন এবং শুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলুন। আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে এটা জরুরী। মাতৃভাষায় নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র এবং পত্র–পত্রিকা পাঠ করুন। সংবাদপত্র এবং পত্র–পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ আপনার ভাষাকে সতেজ ও সমৃদ্ধ করবে। শব্দচয়ন এবং বাচন ভঙ্গীকে সংযত হন এবং সরল ভাষার মধুরতায় হৃদয় স্পর্শ করুন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

টিপস নং ১০– আত্মপ্রকাশ করুন, আত্মপ্রচার নয় ঃ নিজেকে প্রকাশ করুন। নিজের কর্মাবলী, প্রতিভা ও দক্ষতা প্রকাশ করুন। এই আত্মপ্রকাশ হল একটি সৃষ্টিধর্মী এবং আশাবাদী অশেষ গুনের আকর। মহৎ কর্মে ব্রতী হন। তবে আত্মপ্রচার করবেন না। নিশ্চিত হন যে, আপনার আত্মপ্রকাশের দ্বারা অপর কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

টিপস নং ১১– ব্যর্থতায় ভেঙে পড়বেন না ঃ সাফল্য এবং ব্যর্থতা জীবনের স্বাভাবিক উপাদান । জীবনে ব্যর্থতা আসবেই। তা বলে ভেঙে পড়বেন না। ব্যর্থতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং সাফল্য অর্জনের লক্ষে দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ুন। যারা ব্যর্থতাকে জয় করতে পারেনা, তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখুন এবং শয্যা ত্যাগ থেকে পূনর্বার শয্যাগ্রহন পর্যন্ত সমগ্র দিনটিকে ঠাঁসা কর্মসূচীতে নিযুক্ত রাখুন। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা ভূলে গিয়ে কেবল বর্তমান দিনটার সদ্ব্যবহার করুন এবং ইস্পাত-কঠিন আত্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে সুচিন্তিত চেষ্টার মাধ্যমে সাফল্যের লক্ষে এগিয়ে যান।

টিপস নং ১২– ভদ্র ও মিষ্টি আচরণ করুন ঃ ইসলাম সভ্যতার প্রতীক। ইসলাম শান্তির প্রতীক। ইসলাম ভদ্রতা ও শিষ্টতার প্রতীক। আপনার জীবন শৈলীতে যেন ইসলামের আদর্শ প্রতিফলিত হয়। আপনার আচার–আচরণ, আদব কায়দা এবং শিষ্টাচারের দ্বারা বিমুগ্ধ করুন সমাজকে। আপনার অনাবিল উৎকর্ষতার দ্বারা আকৃষ্ট করুন মানুষকে। আপনার মানবদরদী ঝকঝকে তকতকে জীবন-শৈলী একদিকে যেমন আপনাকে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে, তেমনি তা আপনাকে রূপান্তরিত করবে আল্লাহ পাকের মাহবূব বান্দায়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে–"আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন, তখন হযরত জীবরাইল (আলাইহিস সালাম) কে বলেন, 'হে জীবরাইল! আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি। তুমিও তাকে ভালোবাস।' তখন জীবরাইলও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন এবং আকাশ বাসীকে ডেকে বলেন– 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস।' তখন আকাশবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে। অতঃপর পৃথিবীর মানুষকেও তার প্রতি অনুরাগী করে দেওয়া হয় এবং তারাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।"

টিপস নং ১৩– আপনার পছন্দের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন ঃ আপনি যে পেশা বা যে সাবজেক্ট এরই মানুষ হন না কেন, আপনার নিজের বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করুন। বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন। আপনার পছন্দের বিষয়ে আপনার জ্ঞান যেন প্রশংসনীয় ভাবে স্বতন্ত্র হয়। আপনার জ্ঞানের সৌরভ দিয়ে সকলের জীবনকে সুরভিত করে তুলুন।

টিপস নং ১৪– সকলকে শ্রদ্ধা করুন ঃ অন্যের প্রতি মনোযোগী হন। সকলকে শ্রদ্ধা করুন। কটুভাষা, শ্লেষ, কটাক্ষ ও উপহাস বর্জন করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন –"কোন মানুষকে অবজ্ঞা করা পাপি হওয়ার জন্য যথেষ্ট"(সূত্রঃ মুসলিম শরীফ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন– "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইকে অপমানিত করে না।" (সূত্রঃ মুসলিম শরীফ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন – "ঐ ব্যক্তি মুসলিম নয়, যে উপহাস করে, অভিশাপ প্রদান করে, অশ্লীল ভাষায় কথা বলে এবং বাচাল।"(সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন –"যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞ হয় না" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ শরীফ)। সর্বোপরি, মহান আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন– "মানুষের সঙ্গে দয়া, সহানুভূতি ও নম্রভাবে কথা বলো" (আল কুরআন ১৭ ঃ ২৮)।

টিপস নং ১৫– পরামর্শ করে কাজ করুন ঃ সঙ্গীদের পরামর্শ নিন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করুন। জগৎগুরু হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং পরামর্শ করে কাজ করতেন এবং উম্মতবর্গকে পরামর্শ করে কাজ করার নির্দেশ দান করেছেন। মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন – "নিজের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেয়ে অগ্রসর আর কাউকে দেখি নি।"(সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ)

টিপস নং ১৬– সহকর্মীদের উৎসাহ দিন, উদ্দীপ্ত করুন ঃ উৎসাহ মানুষের অন্যতম অন্তর্নিহিত শক্তি। নিজের সহকর্মী এবং সঙ্গীগণকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করুন। আপনার প্রচেষ্টা সৎ এবং আন্তরিক হলে, আপনার উৎসাহ- প্রদান আপনার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রতিও তা অনুকুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আপনার সহকর্মীগণের সহযোগিতাকে এবং অবদানকে স্বীকৃতি দিন। প্রথিতযশা চিন্তবিদ এমার্সন বলেছেন – 'মনুষ্য

Pdf by Syed Abul Kwayes

চরিত্রের মধ্যে এমন একটি জিনিসের অস্তিত্ব আছে যা আপনা থেকেই বিকশিত হয়। মানুষের মনের শক্তিকে কখনও গোপন করে রাখা যায় না। মানুষের অবচেতন মন সর্বদা আলোক পিয়াসী। আপনি যদি মানুষকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও তাদের কাছে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। প্রত্যেকের প্রতি আপনার ব্যবহার যদি সুন্দর হয় তাহলে প্রত্যেকে আপনার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে।"

টিপস নং ১৭– মানুষের পার্শ্বে দাঁড়ান ঃ আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, মানুষের পার্শ্বে দাঁড়ান। আপদে সংকটে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার উপর যেমন আল্লাহর হক আছে, তেমনি আপনার উপর মানুষেরও হক রয়েছে। অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান, অনাথগণকে দেখাশোনা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং বিপদগ্রস্তকে সহায়তা করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত। মহানবী স্বয়ং বিপদগ্রস্থদের সহায়তা করতেন। অতিথিগণকে আপ্যায়ন করতেন। আত্মীয়দের প্রতি সদাচার করতেন। নিঃস্ব ব্যক্তির উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বর্নোজ্জল চরিত্রকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করুন এবং পরামর্শ দিয়ে এবং বুদ্ধি দিয়ে হলেও লোকজনকে সহযোগিতা করুন। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন –"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন –"দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)।

শাইখ সাদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লিখেছেন–

"আদম সন্তানেরা নানা অঙ্গ একই দেহের
সৃষ্টিমূলে তারা সবাই ছিল একই নির্যাসের
তাই দুর্দিনে সে ব্যথা তোমায় আঘাত হানে
সুদিনেও সে একই ব্যথা কঠিন হয়ে বাজে আমার প্রাণে।"

টিপস নং ১৮– স্বনির্ভর হন ঃ পরনির্ভরশীলতা অভিশাপ। পরনির্ভরশীলতা ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করে দেয়। সকলেই সরকারী চাকুরে হবেন, এমন কোন কথা নেই। যদি মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে আপনার পছন্দের সার্ভিস পেয়ে যান, তাহলে আল হামদুলিল্লাহ। না পেলে হতাশা-ক্লিষ্ট হবেন না। আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না। অন্য কর্মের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করুন। সম্মানজনক জীবিকার

জন্য স্বহস্তে উপার্জিত সম্পদের বিকল্প নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হালাল জীবিকা অর্জন করা সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য।" (ইমাম বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন , "স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই "(সূত্র ঃ সুনান নাসাই– হাদীস নং ৪৩৭৫)।

টিপস নং ১৯– বলিষ্ঠভাবে মতামত প্রকাশ করুন ঃ আপনার চিন্তাভাবনা এবং মতামত নির্ভিকভাবে প্রকাশ করুন। তবে রূঢ়ভাবে নয়। উন্মুক্ত অনাবিল মন নিয়ে তা ব্যাখ্যা করুন এবং যুক্তিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করুন।

টিপস নং ২০– জনকল্যানমূলক কাজে সম্পৃক্ত হন ঃ জনস্বার্থ বিষয়ক কর্মাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করুন। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য জনগণকে প্রভাবিত করা জরুরী। জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য জনস্বার্থ বিষয়ক কর্মাবলীর উপর জোর দিন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নবুয়াত প্রকাশের পূর্বেও এ জাতীয় কাজ সম্পাদন করেছিলেন এবং নবুয়ত প্রকাশের পরেও করেছেন। এক বাঙালী কবির ভাষায়–

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নি কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

টিপস নং ২১– নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করুন ঃ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন এবং আপনার কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করুন। আপনার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করুন। তাদের সহযোগিতা আপনার অভিযাত্রাকে মসৃণ করবে।

টিপস নং ২২– অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র হন ঃ সতন্ত্র হন নিজস্ব গুনাবলির মহিমায়। স্বতন্ত্র হন দক্ষতায়। স্বতন্ত্র হন কর্মে। স্বতন্ত্র হন মাধুর্যে। স্বতন্ত্র হন শিক্ষায় ও আদবে।

টিপস নং ২৩– দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না ঃ বিষন্নতা মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। জীবনে সমস্যা আসবেই। তা বলে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়বেন না। সুপরিকল্পিত চিন্তার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখুন। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির সমাধানসূত্র পেশ করতে গিয়ে ডেল কার্নেগী লিখেছেন– "আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এটা বুঝেছি, কোন সমস্যা সম্বন্ধে আমি যদি একটা

Pdf by Syed Abul Kwayes

পরিচ্ছন্ন এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তাহলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারি এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই বাকী চল্লিশ শতাংশ দুশ্চিন্তা অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে মোট নব্বই শতাংশ দুশ্চিন্তা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি ঃ

১। দুশ্চিন্তার সঠিক কারণটা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২। সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪। উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫। অবিলম্বে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে।

(সূত্র ঃ দুশ্চিন্তামুক্ত সুখী জীবন–ডেল কার্নেগী)

তবে দুশ্চিন্তার বলয় থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম সমাধান বলেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। ধৈর্য্য বা সবর হচ্ছে সর্বোত্তম সমাধান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "মুমিনের অবস্থা কতই না চমৎকার। তার সব অবস্থাতেই কল্যান থাকে। এটি কেবল মুমিনেরই বৈশিষ্ট যে, যখন সে আনন্দে থাকে, তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং যখন সে কষ্টে থাকে, তখন সে সবর করে। আর এই উভয় অবস্থাই তার জন্য কল্যান বয়ে আনে।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

টিপস নং ২৪– প্রতিশোধ পরায়ণ হবেন না ঃ কেউ যদি আপনার ক্ষতি করে বা আপনাকে দুঃখ দেয়, তাহলে মন থেকে বিষয়টি সম্পূর্ণ মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। রাগ পুষে রাখবেন না। প্রতিশোধ-স্পৃহা লালন করবেন না। অপরাধিকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা মহৎ গুন। মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজের ব্যাপারে কখনো কারো উপর প্রতিশোধ নেন নি।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

ক্ষমা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকেও আপনাকে রক্ষা করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের উৎস হল ঘৃণা থেকে উদ্ভুত চাপা অসন্তোষ। শত্রুকে ঘৃণা করার অর্থ হল নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করার অস্ত্র সমর্পন করে দেওয়া। আমাদের ঘৃণা আমাদের শত্রুদেরকে তো স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকে করে তুলে যন্ত্রনাদায়ক। চিন্তাবিদ ডেল কার্নেগী বলেন– "শত্রুদের প্রতি আমরা কখনই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠব না কারণ - তাদের প্রতি তাতে

আঘাত হানা তো দূরের কথা –আমরা নিজেরাই ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত হব। আমরা যে সমস্ত স্বার্থপরায়ণ এবং ক্ষতিকর মানুষদের পছন্দ করি না, তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে আমাদের অমূল্য সময়ের অযথা অপচয় করব না।" (সূত্র ঃ দুশ্চিন্তামুক্ত সুখী জীবন–ডেল কার্নেগী)

টিপস নং ২৫– কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন কিন্তু কৃতজ্ঞতা কামনা করবেন না ঃ আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। আল্লাহ পাকের বান্দাদেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। কৃতজ্ঞতা জানানো অনুশীলন করুন। স্যামুয়েল জনসন বলেন, "কৃতজ্ঞতা নামক হৃদয়বৃত্তিকে প্রচুর অনুশীলনের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কোমল মনোবৃত্তিকে খুঁজে পাওয়ার আশা না করাই শ্রেয়।"এই সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন– "আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা আল নমল– আয়াত নং ৭৩)। আল্লাহ পাক বলেন– "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল বাকারাহ–আয়াত ১৫২)। ইসলাম মানুষের নিকটও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার নির্দেশ দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর ও কৃতজ্ঞ হয় না।" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

টিপস নং ২৬– নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ। সুস্বাস্থ্য আল্লাহ পাকের একটি অনন্য নিয়ামত। এই নিয়ামতের যত্ন নিন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন। প্রতিদিন নিয়মিত প্রাতঃভ্রমন করুন। পরিমিত খাবার গ্রহণ করুন। একজন সুস্থ, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী মানুষ মানসিক দিক থেকেও প্রবল শক্তিশালী হয়।

টিপস নং ২৭– অন্যের অন্ধ অনুকরণ করবেন না ঃ অ্যাঞ্জেলো পেট্টি লিখেছেন– "যে ব্যক্তি অন্য কারো মত হতে চায়, যার সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে তার কোন সাদৃশ্য নেই, তার মত হতভাগ্য এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।" অন্ধ অনুকরণ প্রবনতা বর্জন করুন। নিজস্ব সত্বা বা স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিবেন না। নিজের স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলুন এবং সঠিক কর্মপন্থায় নিমগ্ন হন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

টিপস নং ২৮– সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকুন : আল্লাহ পাক যা করেন, ভালোই করেন। সকল পরিস্থিতিতে বলুন – আল হামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর দয়ার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহ পাককে ভালোবাসুন। আল্লাহ পাকের আদেশ–নিষেধ মান্য করুন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস বলেন– " দুশ্চিন্তার পরম ফলপ্রদ আরোগ্যকারী হল ঈশ্বরবিশ্বাস।" প্রথিতযশা পাশ্চাত্য মনিষী ফ্রান্সিস বেকন বলেন– "দর্শন সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান মানুষের মধ্যে নাস্তিক্য জাগিয়ে তোলে, কিন্তু দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় মানুষের মনে তত অধিক ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।" আল্লাহ পাকের নিকট অধিক দোয়া করুন। আল্লাহ পাকের নিকট অধিক কাঁদুন। অমুসলিম চিন্তাবিদ ডাঃ অ্যালেক্সিস ক্যারেল বলেন– "প্রার্থনার সাহায্যে মানুষ নিজের মধ্যে এক অদম্য শক্তি সৃষ্টি করতে পারে।"

টিপস নং ২৯– সংঘাত এড়িয়ে চলুন ঃ বড় মাপের মানুষরা যথাসাধ্য সংঘাত এড়িয়ে চলেন। অন্যের প্রতি আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। সেবামূলক কাজ করুন। দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থকবেন। আপনার সম্পর্কে সকলের অন্তর ভালোবাসা এবং মমতার অমৃতে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

টিপস নং ৩০– নিজের কর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করুন ঃ সফল ব্যক্তিগন নিজেদের কর্মাবলীর দৈনিক বা সাপ্তাহিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করেন এবং কোথায় কি কি ভূল হয়েছে তা চিহ্নিত করেন। ভবিষ্যতে কিভাবে এই ত্রুটিগুলি এড়ানো যাবে এবং কর্ম–পদ্ধতিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসেন। আপনিও আত্মসমীক্ষা করুন। আত্মমূল্যায়ন করুন । নিজের কঠোর সমালোচক হন।

টিপস নং ৩১ - সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হবেন না, প্রশংসায় বিগলিত হবেন না ঃ সাধারণ মানুষ বিরূপ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সমালোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করেন। প্রখ্যাত মার্কিন কবি ও চিন্তাবিদ ওয়ালট হুইটম্যান বলেন– "যারা আপনার প্রশংসা করেন, যারা আপনাকে ভালোবাসেন এবং যারা আপনার বিপদে বা সুখে দুখে পাশে থাকেন তাঁরাই কি একমাত্র আপনার প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা পালন করেন ? আর যারা আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, যারা আপনার সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার

করেন এবং আপনার নানা কাজে ব্যাঘাত ঘটান পরোক্ষভাবে তাদের দ্বারা কি আপনি উপকৃত হন না? আপনার সম্পর্কে আপনার শত্রুর সমালোচনা সঠিক হতে পারে। বিরূপ সমালোচনা হলেই আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। অসন্তুষ্ট হবেন না। বিনয়ী হয়ে আত্ম–বিশ্লেষণ করুন এবং নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নিন।"

টিপস নং ৩২ - হীনমন্যতায় ভূগবেন না ঃ সাফল্যের চাবিকাঠি হল পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাস। নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হন। নিজ সত্বাকে উপলব্ধি করুন। নিজ কর্মে দুর্দমনীয় হন। দুর্বলতার অনুভূতি এবং সকল প্রকার 'ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স' ঝেড়ে ফেলুন। ভয়শূণ্য হন। একমাত্র আল্লাহ পাককে ভয় করুন এবং শির উঁচু করে বাঁচুন।

টিপস নং ৩৩ - অর্থকে আপনার উপর প্রভূত্ব করতে দিবেন না ঃ অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'মানি ইজ দ্যা পেট্রোল অফ লাইফ'। কথাটি ঠিক। তবে এটাও সমান ঠিক যে, – 'মানি ইজ দ্যা রুট অফ অল এভিলস' অর্থাৎ অর্থ সকল অনর্থের মূল। সর্বদা অর্থের পিছনে ছুটবেন না। আপনি এই পৃথিবীতে মুসাফির। আপনার গন্তব্যস্থল পরকাল। মুসাফির-এর মতই জীবন যাপন করুন। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু অর্থ প্রয়োজন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আরও অর্থ সঞ্চয়, আরও ধনী হওয়ার স্বপ্ন– এই নেশায় বুঁদ হবেন না। এতে আপনার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল শান্তি ই বিনষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। নিজে অর্থের উপর কর্তৃত্ব করুন। অর্থকে আপনার নিজের উপর কর্তৃত্ব করতে দিবেন না।

টিপস নং ৩৪– আপনার কাজের সাহায্যকারী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন ঃ এমার্সন বলেছেন– "যে মানুষ আমাকে আমার কর্তব্য কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারবে তেমন মানুষকেই আমার প্রয়োজন।" আপনার সম-মনোভাবাপন্ন লোকজন আশেপাশে নিশ্চয়ই আছে। এই উদ্যমী ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করুন। তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করুন। আদর্শ সমাজ গঠনে তারা আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন।

টিপস নং ৩৫ - সরাসরি সমালোচনা করবেন না ঃ শব্দচয়নে সতর্ক হন। সমালেচনা করার প্রয়োজন হলে পরোক্ষে নরম করে বলুন। এমন করে বলুন যেন সেটা সমালোচনা না মনে হয়। যদি কাউকে আপনি বলেন,

Pdf by Syed Abul Kwayes

'আপনি কিছুই করেন নি। কেবল খেয়েছেন আর ঘুমিয়েছেন' তাহলে আপনি বন্ধুত্ব হারাবেন। বরং তাকে বলুন, 'আপনার যা প্রতিভা, আপনি আরও অনেক কিছু করতে পারবেন।' সম্মান দিয়ে কথা বলুন।

টিপস নং ৩৬ - অপর ব্যক্তিকে মুখ রক্ষা করতে সাহায্য করুন ঃ অন্যের ত্রূটি খোঁজা আমাদের অভ্যাস। অন্যকে ছোট করে আমরা আনন্দ পাই। এই সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলুন। অপর ব্যক্তিকে মুখ রক্ষা করতে দিন। জনৈক সাহিত্যিক লিখেছেন– আমার এমন কিছু বলার বা করার অধিকার নেই যাতে একজন মানুষ তার নিজের কাছে মূল্য হারিয়ে ফেলে। আমি তার সম্বন্ধে কি ভাবি সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সে নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে সেটাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষকে তার মর্যাদায় আঘাত করা মারাত্মক অপরাধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইকে অপমানিত করে না।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

টিপস নং ৩৭– ধৈর্যশীল হন ঃ ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অনুশীলন করুন। আল কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে– "ইন্নাল্লাহা মায়াস স্ববিরীন।" অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৫৩)। আমাদের দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন ধৈর্য্যের প্রতীক। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোন সঙ্কটকে ঠান্ডা মাথায় মুকাবিলা করুন। ধৈর্য্য বজায় রাখুন। লক্ষে অবিচল থাকুন। 'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া আল্লাহ,' অধিক হারে যিকির করুন। ইন্‌শা আল্লাহ, সকল বিপদ-আপদ অপসৃত হবে।

টিপস নং ৩৮ -শালীন সুন্দর ভাষায় কথা বলুন ঃ আল্লাহ পাক বলেন, ভাল কথা হল একটি ভালো গাছের মত যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত, যা প্রতিমুহূর্তে ফল দান করে।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ২৪-২৫)। আল্লাহ পাক মন্দ কথা সম্পর্কে বলেন ঃ " মন্দ কথা হল মন্দ গাছের মত যার মূল ভূপৃষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।" (সূরা ইবরাহীম– আয়াত নং ২৬)। আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন– "মানুষ অপ্রিয় কথা বলুক তা আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না। তবে অত্যাচারিত হলে ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।" (সূরা নিসাহ– আয়াত নং ১৪৮)।

ভাষা আল্লাহ পাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। মানুষ মনের ভাব, অভিপ্রায়, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই ভাষাকে ব্যবহার করুন সুন্দরভাবে। মন্দ কথা সম্পূর্ন বর্জন করুন। এটি আপনার ঈমানী দায়িত্ব। সুকথা সৌহার্দ্য, সম্প্রীতী এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। অন্যদিকে কুকথা কেবল অনৈক্য ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।" (সহীহ বুখারী)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন– "মুসলমানকে গাল দেওয়া ফাসেকি (কর্ম)।" (সহীহ বুখারী)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কোন কটুভাষি ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" (আবু দাউদ)।

Pdf by Syed Abul Kwayes

পঞ্চম অধ্যায়

নিজে শিক্ষা অর্জন করুন, নিজ সন্তানকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করুন

প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই !! আল ইলমু নূরুন। শিক্ষা হল নূর। আলো। শিক্ষাই সব শক্তির মূল। মুসলিমগণ যতদিন জ্ঞানার্জনকে শরীয়তের নির্দেশ এবং ইবাদত মনে করেছে, ততদিন মুসলিম উম্মাহ ছিল চালকের আসনে। শাষকের আসনে। সুপার পাওয়ার এর আসনে। যখন থেকে মুসলিমগণ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অমান্য করে জ্ঞানচর্চা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখন থেকে তারা রূপান্তরিত হয়েছে বিপর্যস্ত, শোষিত ও শাষিত জাতিতে।

১. শিক্ষাঙ্গনে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর করুন অবস্থা ঃ

সত্যি বলতে কি, আজ মুসলিম উম্মাহ বৌদ্ধিক দিক থেকে প্রায় বন্ধ্যা। অন্তর্কলহে জর্জরিত শতধা বিচ্ছিন্ন। যে ইসলাম জ্ঞান ভান্ডারের নির্ঝর দ্বার উন্মুক্ত করে রেনেসাঁ এবং আধুনিক সভ্যতার ভীত প্রস্তুত করেছিল, আজ তার অনুসারীরা জ্ঞান চর্চার দিক থেকে প্রায় দেউলিয়া। এই দেউলিয়াপনা উপলব্ধির জন্য নিম্নের কয়েকটি নমুনাই যথেষ্ট ঃ

(ক) বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা দুশো কোটির অধিক। ও.আই.সি ভুক্ত সার্বভৌম মুসলিম দেশের সংখ্যা সাতান্ন (৫৭)। এই সাতান্নটি মুসলিম দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচশো (৫০০)। অথচ ৩১ কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই পাঁচ হাজার সাত শত আটান্নটি (৫৭৫৮) বিশ্ববিদ্যালয় আছে। (সূত্র ঃ Academic Ranking Of World Universities by Shanghai Jiae Tang University)

(খ) শীর্ষস্থানীয় প্রথম পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুসলিম দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। (সূত্র ঃ পূর্বোক্ত)

(গ) খ্রীষ্টানদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার প্রায় নব্বই শতাংশ (৯০%)। ১৫টি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত স্টেটে এই হার সম্পূর্ণ একশ (১০০) শতাংশ। পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে গড় স্বাক্ষরতার হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ (৪০%)।

(ঘ) গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি খরচ করে তাদের জি.ডি.পি.র মাত্র ০.২ শতাংশ অর্থ। অন্য দিকে খ্রীষ্টান–বিশ্ব এই খাতে ব্যয় করে এর বহুগুন অধিক –প্রায় পাঁচ শতাংশ অর্থ।

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন!! দেখলেন তো শিক্ষাঙ্গনে আমাদের করুন অবস্থা ? কতটা পিছিয়ে জ্ঞানচর্চায় আমরা অন্যদের তুলনায় ? এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আল্লাহ পাকের মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নির্দেশ– "বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর জন্য ফরয" (সূত্র ঃ বাইহাকী)।

২. শিক্ষা কী? শিক্ষার তাৎপর্য কী ?

শিক্ষার অর্থ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয় ঃ প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই !! শিক্ষা হল মানুষের আভ্যন্তরীন শক্তির অনুপম বিকাশ যার দ্বারা পারিপার্শ্বিকতা উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং চেতন-অবচেতন সত্বা কার্যকর হয়ে উঠে। শিক্ষাবিদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেন– "Education is the manifestation of perfection already in a man." (Teachings of Swami Vivekananda, page 50)

শিক্ষা অর্থ কেবল ডিগ্রি অর্জন নয় ঃ শিক্ষা হল অর্জিত জ্ঞানাবলীর ধারাবাহিক অনুশীলন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনে তার সঠিক প্রয়োগ। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান যে মনিষীর নিকট সর্বাধিক ঋনী, সেই হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– "বিদ্যার প্রথম বিষয় নীরবতা, তারপর শ্রবন করা, তারপর তা স্মরণ রাখা, তারপর তা আমল করা, তারপর তা প্রচার করা।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন) ।

শিক্ষার অর্থ কেবল সংস্কৃতি মনোভাবাপন্নতা, ভদ্রতা ও সুসভ্যতার আবরণ নয় ঃ ডেল কার্নেগী বলেন– "শিক্ষার তাৎপর্য আমরা অনুভব করি একটি অসভ্য-জংলি মানুষকে সুসভ্য-ভদ্র এবং সাংস্কৃতি সম্পন্ন করে তোলার হাতিয়ার হিসেবে। এই শিক্ষা আমাদের শরীরের আবরণ হিসেবে কাজ করে। মনে রাখতে হবে, এই আবরণ কিন্তু আসল মানুষ নয়। আসল মানুষের অস্তিত্ব ঐ আবরণের আড়ালে। তবুও কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিতে সে চিরকালের জন্য অসভ্য, বর্বর ও জংলি থেকে যায়– যতই তাকে সভ্যতা, সংস্কৃতির আবরণে ঢেকে রাখা হউক। শিক্ষা সভ্যতার আবরণে তাকে ঢেকে রাখা সত্বেও সে যদি নিজেকে সাহায্য করার চেষ্টায় ব্রতী না হয় তাহলে সে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে। আমরা যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠ সম্পদটিকে

Pdf by Syed Abul Kwayes

লাভ করতে পারি, তাহলে তার সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খিত বস্তুটিকে অধিকার করতে সক্ষম হব।" (সূত্র ঃ সাফল্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহজ পথ)।

শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ শিক্ষার অর্থ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বা ডিগ্রি অর্জন বা ভদ্রতার আবরণ নয়। তাহলে শিক্ষা কী ? আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রবাদ প্রতিম মনিষী জন ডিউই বলেছেন– "প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবনতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা।" সক্রেটিস এর মতে– "নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন– "মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্বার পরিচর্য্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা।" জন মিলটন বলেন– "মন, শরীর ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রগতির নামই শিক্ষা।" আল্লাম ইকবাল বলেন– "মানুষের রূহের উন্নয়নই আসল শিক্ষা।" তবে শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বলেন– "শিক্ষার অর্থ হল আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ, তাঁর আয়াত জ্ঞাত হওয়া এবং বান্দাগণের মধ্যে ও সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ জ্ঞাত হওয়া।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

সুতরাং আমরা বলতে পারি, শিক্ষা হল আল্লাহ পাকের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ সত্বার চৈন্তিক, শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং পরিশীলতা।

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ? ঃ

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরী অর্জন নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য নাস্তিক মুশরিকদের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মাফিয়া হওয়া নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রভূত্ব অর্জন, ধনদৌলত অর্জন বা অহংকার প্রদর্শন নয়। জন ডিউই এর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল আত্ম-উপলব্ধি। অ্যারিস্টটল এর মতে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় অনুশাষণের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা। জন লকের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, সুস্থ দেহ ও মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ। হার্বাট বলেন– শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর সম্ভবনার পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের বিকাশ। আমাদের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল –

ক) মনকে পবিত্র করা।

খ) হৃদয়কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রেমে সুশোভিত করা।

গ) আল্লাহ পাকের প্রিয়তম বান্দগণের সঙ্গ অর্জন করা।

ঘ) আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের পন্থা উপলিদ্ধ করা।

ঙ) আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করা।

৪. ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয়ই অর্জন করুন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! শিক্ষার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য আমরা জানলাম। এবার আসুন ! আমরা শিক্ষার্জনে নিমগ্ন হয়ে পড়ি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয় প্রকার শিক্ষাই প্রয়োজন মত অর্জন করুন। তবে স্মরণ রাখবেন, আপনি বিদ্যার যে শাখারই শিক্ষার্থী হন না কেন, যে শিক্ষাটুকু ফরযে আইন বা নিজ জীবনকে ইসলাম সম্মত ভাবে যাপন করার জন্য যে শিক্ষাটুকু অপরিহার্য, তা অবশ্যই অর্জন করুন। আপনার সন্তানকেও অবশ্যই ফরযে আইন শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করুন। তারপর জাগতিক শিক্ষায় প্রয়োজন মত পারদর্শী করুন। বিদ্যার্জনের ফযীলত অপরিসীম।

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাবর্গ এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ সাক্ষ্যদান করেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই" (আল কুরআন ৩ঃ১৮) ভেবে দেখুন! আল্লাহ পাক কিভাবে প্রথমে নিজের দ্বারা, তারপরে ফেরেশতাবর্গের দ্বারা এবং তৃতীয়ত আলেমগণের দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান আরম্ভ করেছেন। এই আয়াত থেকে বিদ্বান ব্যক্তির পদমর্যাদার উচ্চতা প্রমাণিত হয়।

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন , "যারা আলেম তাঁরা কি মূর্খের সমান?" (আল কুরআন– ৩৯ ঃ ৯)।

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৩ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং তাকে সত্য পথ দেখিয়ে দেন"। (সহীহ বুখারী)।

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৪ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি বিদ্যার্জনের পথ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাকে বেহেশতের পথ থেকে একটি পথের অনুসন্ধান দেন।" (সহীহ মুসলিম)।

Pdf by Syed Abul Kwayes

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "চীন দেশে থাকলেও বিদ্যা অন্বেষণ কর।" (সূত্র ঃ বাইহাকী– শুয়াবুল ঈমান)। খারিজী বিদআতিগণ এই হাদীসটিকে 'জাল' বলে বিশেষিত করে। এটা অজ্ঞতা। হাদীস-বিশেষজ্ঞ ইমাম আল মিয্যী বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে এই হাদীস শরীফটিকে 'হাসান' বলে বিশেষিত করেছেন। মালয়েশিয়ার প্রক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ মহাথীর মুহাম্মাদ এই হাদীস পাকটির ভাষ্য প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন যে, তখন চীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাগজ শিল্প এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৬ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ বিদ্যার্থীর জন্য সন্তুষ্টচিত্তে তাদের পাখা বিস্তার করে দেই।" (সূত্র ঃ তিরমিযী)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৭ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৮ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "বিদ্যা হল রত্নাগার এবং প্রশ্নই তার চাবি। সুতরাং প্রশ্ন কর। নিশ্চয়ই এতে চারজনের জন্য পুরস্কার রয়েছে– প্রশ্নকারী, আলেম, শ্রোতা এবং তাদেরকে যে ভালোবাসে।" (সূত্র ঃ আবূ নাঈম)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ৯ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "ঈমান পোশাক -শূন্য । ঈমানের পোশাক আল্লাহ-ভীতি। ঈমানের সৌন্দর্য লজ্জা। ঈমানের ফল বিদ্যা"। (সূত্র ঃ আবূ দারদায়া)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ১০ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যদি আমার উপর এমন দিন আগত হয় যার ভিতর আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য আমার জ্ঞান বৃদ্ধি না পাই, সেদিন যেন সূর্যোদয়ের ভাগ্য আমার নসিবে না হয়।" (সূত্র ঃ তিবরানী)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ১১ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "প্রভাতে বহির্ভুত হয়ে বিদ্যার একটি পরিচ্ছদ শিক্ষা করা এক শত রাকয়াত (নফল) নামায পাঠের চেয়েও তোমার জন্য উত্তম।" (সূত্র ঃ ইবনে আব্দুল বার)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ১২ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি বিদ্যার একটি পরিচ্ছদ শিক্ষা করে, দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা হতেও এটি উত্তম।" (সূত্র ঃ ইবনে হিব্বান)

বিদ্যার্জনের ফযীলত নং ১৩ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি ইসলামকে পূর্ণজীবিত করার জন্য বিদ্যা অন্বেষণ করে এবং তাতে তার মৃত্যু হয়, তার এবং নবীগণের মধ্যে বেহেশতে একটি মাত্র ধাপের পার্থক্য থাকবে।" (সূত্র ঃ দারিমী)

ভাই আমার ! বোন আমার !! ইসলামকে পূর্নজীবিত করার লক্ষ্যে বির্দ্যাজনে ব্যাপৃত থাকুন। ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা– উভয়ই আর্জন করুন। তবে ক্ষতিকারক বিদ্যা পরিহার করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে বিদ্যা উপকারী নহে, তা হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

৫. শিক্ষাদান করুন। শিক্ষাদান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল

মিষ্টি ভাই ! মিষ্টি বোন আমার !! আলহামদুলিল্লাহ! আপনি শিক্ষার্জনে ব্যাপৃত। এবার শিক্ষাদান শুরু করেন। যে বিষয়খানি ভালোভাবে শিখে নিয়েছেন, সে বিষয়ে লোকজনকে শিক্ষাদান করুন। ইন্শা আল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ১ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ আমাকে কেবল শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন।"
(সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৬৩)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন– "যখন তারা তাদের লোকের নিকট ফিরে যায়, তারা যেন তাদেরকে সতর্ক করে, যেন তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।" (আল কুরআন– ৯ ঃ ১২২)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমার প্রভুর পথে পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপোদেশ দ্বারা আহ্বান কর।" (আল কুরআন –১৬ ঃ ১২৫)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৪ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "দুজন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও ইর্ষা হয় না। ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তদ্বারা সুবিচার করে এবং লোকজনকে বিদ্যা শিক্ষা দেই এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং তা ব্যয় করার কর্তৃত্ব দান করেছেন।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

Pdf by Syed Abul Kwayes

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– " যখন কোন লোক মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত অন্যান্য আমল শেষ হয়ে যায়। সদকায়ে জারিয়া, উপকারি বিদ্যা এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দুয়া করে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৬ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদিন বের হয়ে দুটি মজলিস দেখতে পেলেন। একটি মহান আল্লাহকে ডাকছে এবং তার নিকট প্রার্থনা করছে। দ্বিতীয়টি মানুষকে উত্তম শিক্ষা দিচ্ছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন– নিশ্চয়ই আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। তারপর তিনি শিক্ষার মজলিসে গিয়ে বসলেন। (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৭ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা কর গোপন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম দ্বারা টানবেন।" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৮ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মোয়াজকে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করার সময় বলেন, "তোমার সাহায্যে আল্লাহ একটি লোককেও হিদায়াত প্রদান করলে, তা দুনিয়া এবং তার সমস্ত জিনিস থেকে উত্তম।" (সূত্র ঃ মুসনাদ – আহমাদ বিন হাম্বাল)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ৯ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সংসার লানত প্রাপ্ত। যে ব্যক্তি পবিত্র আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং যে ব্যক্তি শিক্ষা দান করে এবং যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা ব্যতীত দুনিয়ার সবই লানাত প্রাপ্ত।" (সূত্র ঃ তিরমিযী শরীফ)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ১০ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বিদ্যার একটি পরিচ্ছদও লোকজনকে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা করে, সে সত্তর জন সিদ্দীকের সওয়াব পাবে।" (সূত্র ঃ দাইলামী)

শিক্ষাদানের মর্যাদা নং ১১ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমার খালীফাগণের উপর আল্লাহর রহমত হউক। জিজ্ঞেস করা হল, কারা আপনার খালীফা ? তিনি বললেন– যাঁরা আমার সুন্নতকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর বান্দগণকে তা শিক্ষা দেয়।" (সূত্র ঃ ইবনে আব্দুল বার)

প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই ! শিক্ষার্জন করা এবং শিক্ষাদান করা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম। শিক্ষার নূরকে সর্বদিকে ছড়িয়ে দিন। হুজ্জাতুল

ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– "শিক্ষার ফল হল বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ফেরেশতাবর্গের দলের সঙ্গে সহাবস্থান এবং আল্লাহর ওলীগণের সংসর্গ অর্জন। পৃথিবীতে শিক্ষার পুরস্কার হল মানসম্মান, শাষকবর্গের উপর কর্তৃত্ব এবং সমাজে সসম্মানে বসবাস। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

Pdf by Syed Abul Kwayes

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী আমল করুন, নতুবা বিদ্যার্জন নিরর্থক

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! সমস্যা-ক্লিষ্ট আধুনিক সভ্যতার মূল ব্যাধি হল অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা। সভা- সেমিনার, কনফারেন্স, টি.ভি. স্টুডিও তে চটকদার ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা হয় প্রচুর। তালতালিও পড়ে খুব। কিন্তু নৈতিক দেউলিয়াপনা এবং সভ্যতার সংকট উত্তোরাত্তর কেবল তীব্রই হচ্ছে। এর অন্যতম মৌলিক কারণ হল, আমরা অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম বা আমল করি না। সাবধান ! খুব সাবধান !! আল্লাহ এবং তার প্রিয়তম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে এই দ্বিচারিতা সম্পর্কে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। যদি আমরা বিদ্যার্জন করার পর সেই বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাককে উত্তর প্রদান করতে পারব না।

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন- "তোমরা কি লোকজনকে সৎ কর্ম সম্পাদন করতে বল, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা ভুলে থাক ?" (সূত্র ঃ আল কুরআন ২ ঃ ৫১)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন– "তোমরা যা কর না, তা অন্যকে করতে বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ঘৃনার ব্যাপার।" (সূত্র ঃ আল কুরআন– ৬১ ঃ ৩)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৩ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন আলেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসবে। দোযখবাসীগণ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, আমি সৎকাজ করতে বলতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৪ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কিয়ামতের দিন অধিক শাস্তি লাভ করবে ঐ আলেম যার বিদ্যা দ্বারা আল্লাহ তাকে কোন উপকার দেন নি।" (সূত্রঃবাইহাকী)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "কোন ব্যক্তি আলেম হয় না যে পর্যন্ত বিদ্যা অনুযায়ী সে আমল না করে।" (সূত্র ঃ বাইহাকী)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৬ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন- " বিদ্বানদের উপর অহংকার করার জন্য, মুর্খদের সঙ্গে তর্ক–বির্তক করার জন্য এবং লোকজনের মুখ তোমার দিকে ফিরানোর জন্য বিদ্যা শিখিও না। যে এরূপ করবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৭ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তির বিদ্যা অধিক কিন্তু হেদায়েত কম সে আল্লাহ তাআলা থেকে অনেক দূরে।" (সূত্র ঃ দাইলামী)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৮ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি এমন বিদ্যার অন্বেষণ করে যার ভিতর আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে কিন্তু তার দ্বারা সে দুনিয়ার মান সম্মান চাই, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। (সূত্র ঃ আবু দাউদ)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ৯ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "প্রত্যেক আলেমের নিকট বসিও না। যে আলেম তোমাদিগকে পাঁচটি বিষয় ত্যাগ করে পাঁচটি বিষয় গ্রহণের জন্য আহ্বান করে তাদের নিকট বসিও ঃ

(ক) সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে।
(খ) লোভ থেকে বৈরাগ্যের দিকে।
(গ) রিয়া থেকে এখলাসের দিকে।
(ঘ) অহংকার থেকে নম্রতার দিকে।
(ঙ) শত্রুতা থেকে উপদেশের দিকে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১০ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "মেরাজের রাত্রে এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন যাদের জিহ্বা কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম– তোমরা কারা ? তারা বলল, আমরা সৎকার্যে উপদেশ দিতাম কিন্তু আমরা নিজে তা করতাম না। মন্দ কাজে নিষেধ করতাম কিন্তু আমরা তা করতাম।" (সূত্র ঃ ইবনে হিব্বান)

Pdf by Syed Abul Kwayes

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১১ ঃ ইমাম হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– "যত ইচ্ছা বিদ্যা অর্জন কর। আল্লাহর শপথ! যদি তুমি বিদ্যা অর্জন কর, আল্লাহ তার পুরস্কার দিবেন না যে পর্যন্ত তুমি আমল না কর। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১২ ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করল– আমি বিদ্যা অর্জন করতে চাই কিন্তু এটার অপচয়ের ভয় করি। তিনি বললেন– অপচয়ের ভয় থাকলে তোমার এটা ত্যাগ করে বসে থাকাই যথেষ্ট।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১৩ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পাক এই ধর্মকে ঐ সকল লোকের দ্বারা সাহায্য করবেন ধর্মে যাদের কোন আংশ নেই।" (সূত্র ঃ নাসাই)

অর্জিত বিদ্যানুযায়ী কর্ম না করা সম্পর্কে সাবধান বানী ১৪ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " নিশ্চয় আল্লাহ পাক এই ধর্মকে গুনাহাগার লোক দ্বারা সাহায্য করবেন।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন আমার !! বিদ্যানুযায়ী কর্ম করা বিদ্বান ব্যাক্তির মৌলিক দায়িত্ব। কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করা পর্যন্ত আপনি পা নড়াতে পারবেন না, তার মধ্যে একটি হল, অর্জিত বিদ্যানুযায়ী আপনি কর্ম করেছেন কি না ? (সূত্র ঃ জামে তিরমিযী)। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিদ্বান ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন ঃ

"শিক্ষক নিজের বিদ্যাকে কার্যে পরিণত করবে। তাঁর উপদেশ যেন তার কর্মকে মিথ্যা প্রমান না করে। কারণ বিদ্যা মানুষের মনের চক্ষু দ্বারা জানা যায়। কিন্তু আমল তার বাহ্যিক চোখ দ্বারা ধরা যায়। যদি তার আমল বিদ্যার পরিপন্থী হয়, তাহলে হেদায়েত হয় না। যখন সে নিজে এক কাজ করে কিন্তু সর্বসাধারণকে তা করতে নিষেধ করে, তখন তার কথা ধ্বংসকর হলাহল স্বরূপ। সেক্ষেত্রে লোকে হাসি ঠাট্টা করবে এবং বদনাম করবে। কোন মন্দ কাজ করার জন্য আগ্রহী হলে তারা এই বলে কৈফিয়ত দিবে যে, যদি ওই কার্য উত্তম না হতো, তবে ঐ আলেম সাহেব কেন ঐ কাজ করেন ! . . . .

. . . . . একজন আলেম দোষ করলে তার দায়িত্ব মুর্খের থেকে অনেক অধিক। কারণ তার পদস্খলনে অনেক লোকের পদস্খলন হয় এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

১. সন্তানকে শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা শিক্ষা দিন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! আদব জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি । নিজ সন্তানকে নিম্নল্লোখিত আদবগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করুন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের পথিকৃত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই আদব সমূহ তার অমর 'এহইয়াউল উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

শিক্ষার্থীর প্রথম আদব ঃ শিক্ষার্থী যেন কুঅভ্যাস এবং মন্দ দোষাবলী থেকে পবিত্র থাকে। শিক্ষা হৃদয় কর্তৃক সম্পাদিত ইবাদত এবং গুপ্ত দোষ ত্রূটির সংশোধক। বাহ্যিক অপবিত্রতা দূরীকরণ ব্যতীত যেমন নামায সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না, তেমনি মন্দ অভ্যাস ও মন্দ চরিত্র দূরীকরণ ব্যাতীত বিদ্যার্জন হৃদয়কে পবিত্র করে না। ধর্ম পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)। মানুষের হৃদয়ও একটি ঘর। ফেরেশতাদের আবাস ও বিশ্রামস্থান। যদি শিক্ষার্থীর হয়ে নিন্দনীয় ত্রূটি সমূহ উপস্থিত থাকে তাহলে বিদ্যার নূর সেখানে প্রবেশ করে না। এই উপমা সতর্কতা স্বরূপ, আক্ষরিক অর্থে নয়।

শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় আদব ঃ শিক্ষার্থী যেন পার্থিব ক্রিয়াকলাপে আসক্ত না হয়। সে যেন কেবল বিদ্যার্জনের প্রতিই মনোযোগী থাকে। আল্লাহ পাক কাউকে দুটি মন প্রদান করেন নি। পার্থিব কর্মাদিতে মনোযোগ নিবদ্ধ হলে, বিদ্যার প্রতি মনোযোগ শিথিল হবে।

শিক্ষার্থীর তৃতীয় আদব ঃ শিক্ষার্থী শিক্ষার্জনের পথে অহঙ্কার প্রদর্শন করবে না এবং শিক্ষকের উপর আদেশ প্রদান করবে না। শিক্ষা সংক্রান্ত সমগ্র বিষয় সে শিক্ষকের উপর অর্পন করবে। শিক্ষকের উপদেশ ও আদেশ এমনভাবে মান্য করবে যেভাবে মুর্খ লোক সুদক্ষ ও দয়ালু ডাক্তারকে অসুখ সম্পর্কে মান্য করে। শিক্ষককে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞেস করবে। শিক্ষকের সেবা করলে পূন্য এবং সম্মান লাভ হয়। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রর এরূপ নম্র

Pdf by Syed Abul Kwayes

হওয়া উচিত যেরূপ নরম মৃত্তিকার উপর বৃষ্টির জল বর্ষিত হলে মৃত্তিকা তা ভক্ষণ করে নেয় ।

শিক্ষার্থীর চতুর্থ আদব ঃ শিক্ষার্থী উত্তম বিদ্যা সমূহের কোন বিদ্যা যেন পরিত্যাগ না করে। যদি তার শিক্ষা পূর্ণ হয়ে যায়, তবুও সে যেন এই বিদ্যায় আরও বিশেষজ্ঞ হওয়ার অন্বেষণ করে। সকল বিদ্যাই পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে। অজ্ঞতার দরুণ কোন উত্তম বিদ্যার প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্ট হওয়া থেকে সে যেন মুক্ত থাকে।

শিক্ষার্থীর পঞ্চম আদব ঃ শিক্ষার্থী বিদ্যার কোন শাখা হঠাৎ পছন্দ করে নিবে না। নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যে বিদ্যা অধিক প্রয়োজনীয়, প্রথমে সে বিদ্যা অর্জন করতে আরম্ভ করবে, কারণ জীবন সকল বিদ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। সতর্ক হয়ে প্রত্যেক জিনিস থেকে উত্তম বিষয় গ্রহণ করলে অল্প বিদ্যাও শক্তিশালী এবং সম্মানিত বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষার্থীর ষষ্ঠ আদব ঃ শিক্ষার্থী কোন নতুন বিদ্যা অর্জনের চেষ্টা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বের বিদ্যা সুষ্ঠুভাবে রপ্ত করে। এটি আবশ্যকীয় নিয়ম। এক বিদ্যা অন্য বিদ্যার পথ প্রদর্শক।

শিক্ষার্থীর সপ্তম আদব ঃ যে সকল কারণে সম্মানিত বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, তা জ্ঞাত হওয়া শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। দুটি জিনিস থেকে তা বূঝা যায়- (১) ফলের সম্মান (২) প্রমানের দৃঢ়তা ও শক্তি। ধর্মবিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার মধ্যে ধর্মবিদ্যার ফল অধিক সম্মানিত, কারণ ধর্মবিদ্যার ফল স্থায়ী জীবন এবং চিকিৎসা বিদ্যার ফল অস্থায়ী জীবন। চিকিৎসা বিদ্যা ও গণিতের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যা অধিক সম্মানিত। সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বিদ্যা আল্লাহ এবং তার রসূল সম্পর্কিত জ্ঞান। এটি তর্কাতীত।

শিক্ষার্থীর অষ্টম আদব ঃ বিদ্যার্জনের দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন যেন উদ্দেশ্য হয়। বিদ্যা দ্বারা প্রভূত্ব অর্জন, ধন- দৌলাত অর্জন, মুর্খদের সঙ্গে তর্ক জয়, সঙ্গীদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন যেন উদ্দেশ্য না হয়।

২. শিক্ষাদানের আদব–কায়দা জেনে নিন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! শিক্ষাদান সর্বাধিক সম্মানিত কাজ। যে ব্যাক্তি বিদ্যা অর্জন করার পর ঐ বিদ্যানুযায়ী আমল করে এবং লোকজনকে বিদ্যা

শিক্ষা দেয়, সে আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাবর্গের নিকট মহৎ বলে খ্যাত হয়। শিক্ষাদানের সময় নিম্ন আদব কায়দা সমূহ পালন করুন। এই আদব সমূহ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার "এহইয়াউল উলুমুদ্দীন" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন ঃ

শিক্ষকের প্রথম আদব ঃ শিক্ষার্থীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। শিক্ষার্থীকে নিজের পুত্রের ন্যায় জানুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পুত্রের নিকট পিতা সদৃশ।" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ)। পিতামাতা সন্তানকে যেমন দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচান, অনুরূপ ভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

শিক্ষকের দ্বিতীয় আদব ঃশিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক দাবি করবেন না। কৃতজ্ঞতা দাবি করবেন না। কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান করুন। শিক্ষার্থীর মনে যেন এই চিন্তা না উদয় হয় যে, আপনি তাকে দয়া প্রদর্শন করছেন।

শিক্ষকের তৃতীয় আদব ঃ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সময় কোন কিছু ত্যাগ করবেন না। শিক্ষার্থীকে বুঝান যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি নয়। শিক্ষার্থীকে এটাও বুঝান যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রভুত্ব বা অহংকার প্রদর্শন নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর নৈকট্য কামনা।

শিক্ষকের চতুর্থ আদব ঃ শিক্ষার্থীর অসৎ স্বভাব ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ দিন। সতর্কতার সঙ্গে তাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করুন।

শিক্ষকের পঞ্চম আদব ঃ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর মেধা, উলপব্ধি ক্ষমতা এবং ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে শিক্ষাদান করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমরা নবীগণ এক সম্প্রদায়। লোকজনকে তাদের মর্যাদানুসারে রাখবার জন্য এবং তাদের বুদ্ধি অনুসারে কথা বলার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে।" (সূত্র ঃ আবু দাউদ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন, "যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট এমন কথা বলে যা তাদের বুদ্ধির দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারেনা, তখন কতক লোকের উপর তা বিপদ স্বরূপ হয়।" প্রত্যেক লোকের বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলুন। একজন ধর্মপন্ডিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী বলল – আপনি কি শুনেন নি, যে ব্যক্তি উপকারী বিদ্যা প্রকাশ করে না, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের

Pdf by Syed Abul Kwayes

লাগাম লাগানো হবে ? (ইবনে মাজাহ) পন্ডিত মশাই উত্তরও দিলেন, লাগাম রেখে চলে যাও। যখন বুঝবার লোক আসবে, তখন যদি আমি তার নিকট প্রকাশ না করি তখন আমাকে লাগাম লাগাইও।

শিক্ষকের ষষ্ঠ আদব ঃ কোন শিক্ষার্থীর বোধ শক্তি কম হলে তাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে ধৈর্য্য সহকারে বুঝানোর চেষ্টা করুন। তাকে বলবেন না, "এর মধ্যে সুক্ষতত্ত্ব আছে। তাই তোমাকে বলব না।" এরূপ বললে সহজ শিক্ষার উপরও শিক্ষার্থীর আগ্রহ হ্রাস পাবে। সে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে।

শিক্ষকের সপ্তম আদব ঃ অন্য বিদ্যা বা বিদ্যার শাখাকে সমালোচনা করবেন না। ইংরেজীর শিক্ষক হলে গণিতের, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হল অর্থনীতির বা হাদীসের শিক্ষক হলে ফিকাহকে মন্দ বলবেন না। এ বিষয়ে খুব সতর্ক হন।

শিক্ষকের অষ্টম আদব ঃ নিজে শিক্ষানুযায়ী আমল করুন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দুজন ব্যক্তি আমার কোমর ভেঙেছে। **প্রথমতঃ** ঐ আলেম যে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে এবং **দ্বিতীয়তঃ** ঐ মুর্খ যে সংসার ত্যাগী হয়। মুর্খ তার বৈরাগ্য দ্বারা লোকজনকে প্রবঞ্চনা করে এবং আলেম তার গুনাহর দ্বারা লোকজনকে ধ্বংস করে।

সপ্তম অধ্যায়

এই মডেল পাঠ্যতালিকাভুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করুন

প্রিয় বোন ! প্রিয় ভাই আমার!! আত্মনির্মানের জন্য প্রয়োজন অধ্যায়ন। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ন বিভ্রান্তিকর। সব পুস্তক পড়ে ফেলাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আপনার জন্য একটি সুনির্বাচিত মডেল পাঠ্যতালিকা উপস্থাপন করছি। এই পাঠ্যতালিকায় উল্লেখিত গ্রন্থগুলি প্রনালীবদ্ধভাবে অধ্যায়ন করুন। সম্ভব হলে, এই তালিকাকে নিজে আরও সমৃদ্ধ করুন। ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামী থিওলজি এবং ইসলামী ইতিহাসের পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাস, আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা, বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভিযাত্রা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ-বিদ্যা সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান আহরণ করুন। ইসলামের মনিষীবর্গের রচনা-সম্ভার এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন।

(ক) আল কুরআন ও তফসীর

(১) কানযুল ইমান–ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক আল কুরআনের অনুবাদ।

(২) খাযায়েনুল ইরফান– আল্লামা নইমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (আল কুরআনের টিকা–টিপ্পনী)

(৩) তফসীরে মাযহারী– আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৪) তফসীরে নঈমী– মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৫) নূরুল ইরফান– মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৬) জিয়াউল কুরআন– জাস্টিস পীর করম শাহ আজহারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৭) জামালুল কুরআন– জাস্টিস পীর করম শাহ আজহারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৮) মায়ারেফুল কুরআন– আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মাদ আশরাফী জিলানী

Pdf by Syed Abul Kwayes

(৯) তফসীর ইবনে কাসীর– হাফেজ ইবনে কাসীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১০) তফসীর ইবনে জারীর–আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১১) আল জামি লি আহকামিল কুরআন– আল্লামা কুরতুবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১২) তফসীর কাবীর– ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১৩) আল দুররুল মানসূর– শাইখুল ইসলাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১৪) রূহুল মাআনী– আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(খ) হাদীস ও উসূলে হাদীস

(১) সহীহ বুখারী–ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(২) নুযহাতুল ক্বারী–আল্লামা শারীফুল হক আমজাদী কর্তৃক সহীহ বুখারীর তফসীর।

(৩) আল আদাবুল মুফরাদ– ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৪) সহীহ মুসলিম– ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৫) আবূ দাউদ শরীফ– ইমাম আবূ দাউদ সেজিস্তানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৬) তিরমিযী শরীফ– ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৭) নাসাঈ শারীফ– ইমাম আহমাদ ইবনে শুআইব নাসাঈ

(৮) ইবনে মাজাহ শরীফ– ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ

(৯) রিয়াদুস স্বলিহীন– ইমাম নববী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১০) জামেউল আহাদীস– আল্লামা হানিফ খাঁন

(১১) সহীহুল বিহারী– আল্লাম জাফরুল্লাহ বিহারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১২) Are weak Hedecth totally wrong ? সাইয়িদ জিয়াউদ্দীন নাক্শবান্দী কাদরী

(১৩) তানাকাদাত আল আলবানী আল ওয়াদ্বীহাত– আল শাইখ হাসান ইবনে আলি আল সাকাফ (জর্ডান)

(১৪) আল মানহাল আল লাতিফ ফি উসূলিল আহাদীস– শাইখুল ইসলাম আল সাইয়িদ ডাঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১৫) আল হাদিল কাফ ফি হুকুমিল দ্বিয়াফ– শায়খ আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(গ) সীরাত–উন–নবী

(১) জিয়াউন্নাবী– জাস্টিস পীর করম শাহ আজহারী

(২) Brief Biography Of The Holy Probhet– Dr. Abdul Majeed Al Aulekh

(৩) হায়াতুন্নাবী– আল্লামা সাইয়িদ আহমাদ সঈদ কাজমী

(৪) The Probhets In Barzakh the Hadith of Isra and Miraj– শাইখুল ইসলাম আল সাইয়িদ ডাঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৫) আশ শিফা– কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৬) মাদারেজুন নবুওয়াত– শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস (দেহলভী) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৭) খাসায়েসুল কুবরা– শাইখুল ইসলাম ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৮) The Miracles of Rasulullah and His Authority – আল্লামা আব্দুল হাকীম শারফ কাদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৯) নবুওয়াত আউর রিসালাত– আল্লামা সাইয়িদ আহমাদ সঈদ কাযমী

(১০) মুজিজাতুন্নাবী– হাফিজ ইবনে কাসীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(১১) সীরাত ইবনে হিশাম– ইবনে হিশাম

(১২) সীরাতে মুস্তাফা– আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী

(১৩) Discourses of Huzoor Muhaddithe Kabir – আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী

(১৪) মুহাম্মাদ আল ইনসান আল কামিল – শাইখুল ইসলাম আল সাইয়িদ ডাঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

Pdf by Syed Abul Kwayes

(ঘ) তওহীদ ও শির্ক

(১) তওহীদ আউর শির্ক – আল্লামা সাইয়িদ আহমাদ সাঈদ কাযমী
(২) তওহীদ ও শির্ক– অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ
(৩) মাওলানা! আন্ধে কি লাঠি– আব্দুল ওয়াহিদ মুহাম্মাদ মিঞা
(৪) দারসে তওহীদ– আল্লামা মুহাম্মাদ শাফী ওকারভি
(৫) শির্ক কি হাকীকাত– মুফতী আসিফ আব্দুল্লাহ কাদরী
(৬) হুয়া আল্লাহ– শাইখুল ইসলাম ডাঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলভী আল মালিকী (মক্কা)
(৭) হুরমতে সিজদায়ে তাজিমী– আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা

(ঙ) আকীদাহ (ইসলামিক ধর্মবিশ্বাস)

(৭) মাফাহিম ইয়াজিব আন তুসাহহাহ– শাইখুল ইসলাম আল সাইয়িদ ডাঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(১) তামহীদে ইমান বা আয়াতে কুরআন– আলা হাযরাত মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(২) জালজালাহ– আল্লামা আরশাদুল কাদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(৩) Islam The Glorious Religion– আল্লামা মোহাঃ খলীল খাঁন কাদরী
(৪) The True Concept of Iman– শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী।
(৫) আল সাওয়াইক আল উলুহিয়াহ– শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহাব (মক্কা)
(৬) The Divine Texts– ইমাম মুস্তাফা ইবনে আহমাদ
(৭) জাআল হক– মুফতী আহমাদ ইয়ার খাঁন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(৮) Traditional Scholarship & Modern Misunderstanding– শাইখ আবু আম্মার (ইংল্যান্ড)
(৯) The Scorching Star— আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা
(১০) Advice for the Muslims— ওয়াকফ ইখলাস পাবলিকেশন্স
(১১) Defence of The Sunnah— ইবরাহীম মুহাম্মাদ হাকীম

(১২) বুযুর্গো কে আক্বীদেহ – আল্লামা জালালুদ্দিন আহমাদ
(১৩) আবে কাওসার– প্রোফেসার খুর্শিদ উজ জামান হাশেমী
(১৪) ফাইসলা হাফতা মাসলাহ– হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী
(১৫) আসারে কিয়ামাত– তাজ উশ শারিয়াহ শাইখ আখতার রেযা খান আযহারী
(১৬) ইসলামী আক্বায়েদ– শাইখ সাইয়িদ ইউসুফ হাশিম রিফাঈ (কুয়েত)
(১৭) ইমান কি মওত– আল্লামা আকমাল কাদরী
(১৮) The Chain of Life– মুহাম্মাদ আফতাব কাসিম নূরী
(১৯) Status of Saints & Their Miracles– জিয়াউদ্দীন নকশবন্দী
(২০) খুঁনকে আঁশু– আল্লামা মুশ্‌তাক আহমাদ নিযামী

(চ) ইবাদত (উপাসনা)

(১) জান্নাতী জেওর– (বাংলা অনুবাদ) মুফতী গোলাম সামদানী
(২) বাহারে শরীয়াত– আল্লামা আমজাদ আলী
(৩) কানুনে শারীয়াত– আল্লামা শামসুদ্দীন আহমাদ
(৪) ফাতওয়ায়ে রেজবিয়া– আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা
(৫) ফাতওয়ায়ে ইউরোপ– মুফতী আব্দুল ওয়াজিদ কাদরী
(৬) তাফহীমুল মাসায়েল– প্রোফেসার মুনিবর রহমান
(৭) Islam The Glorious Religion– আল্লামা মোহাঃ খলিল খাঁন
(৮) নামাজ শিক্ষা– মুফতী গোলাম সামদানী
(৯) দাফনের আগে ও পরে– মুফতী গোলাম সামদানী

(ছ) তাসাউফ

(১) এহইয়াউল উলুমুদ্দীন– হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(২) কিমিয়ায়ে সাআদাত– হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(৩) তাযকেরাতুল আউলিয়া– শাইখ ফরীদ উদ্দিন আত্তার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
(৪) মাকতুবাত– মুজাদ্দিদ আলফি সানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

Pdf by Syed Abul Kwayes

(৫) পীর, মুরীদ ও বাইয়াত– আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৬) মাসনাবী শরীফ– আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(৭) Islam and Sufism— Dr. S.L. Peeran

(৮) কাশফ উল মাহজূব– হযরত আলী বিন উসমান হুজবুরী

(জ) সমাজ সংস্কার

(১) Sports In Islam- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(২) Methods of Dawah- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৩) Islam and Family-শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৪) Contemporary Muslim world- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৫) Virtues of Helping Fellow Muslims- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৬) Call for Reform- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৭) Superiority of Muslim Ummah- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(৮) Prophetic Methods of Education- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী

(ঝ) ইংরেজ জাতির ইসলাম বৈরীতা

(১) Confession of a British spy- ওয়াকফ ইখলাস প্রকাশনা

(২) ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডাইরী- (অনুবাদ) এ.আর খান এবং এ.জে.এ.মোমেন

(৩) Terrorism and Illuminnati - David Livingstone

(৪) The Caliphate, The Hezaz and the Saudi-Wahabi Nation State-Imran N.Hussain

(৫) Hatred's Kingdom- Dore Gold

(৬) Surrendering Islam- David Livingstone

(৭) Britain and the Rise of Wahabism-ডঃ আব্দুল্লাহ সিদ্ধি

(৯) The Great Theft (Wrestling Islam from the Extremists)- Khalid Abu Al Fadl

(ঞ) ইসলাম ও সভ্যতা

(১) The Spirit of Islam - সাইয়িদ আমীর আলি

(২) History of Arabs- ফিলিপ হিট্টি

(৩) The Muslim Discovery of Europe- Bernard lewis

(৪) Science & Civilization in Islam- Syed Hassain Nasr

(৫) Decline & Fall of Roman Empire- Edward Gibbon

(৬) The legacy of Islam- T. Arnold & A. Guilaume

(ট) আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর গ্রন্থাবলী

ইসলামী থিওলজী সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য মনিষী আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করুন। আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় এক হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলি অধিকাংশ আরবী ও উর্দূতে। কিছু গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। এই গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় তরজমা হওয়া জরুরী। আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রায় ২৩০ খানি গ্রন্থ ডাউনলোড করে বা অনলাইন পাঠ করা যাবে এই website থেকে www.alahazratnetwork.org| উল্লেখ্য, আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রচিত সুবিশাল রচনাবলীর উপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পি.এইচ.ডি. গবেষণা চলছে।

(ঠ) ডাঃ মুহাম্মাদ বিন আলাভীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গ্রন্থাবলী

মক্কার যশস্বী মনিষী শাইখুল ইসলাম আস সাইয়িদ ডাঃ মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বংশানুক্রমে কাবা শরীফের ইমাম ছিলেন। ২০০৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ

Pdf by Syed Abul Kwayes

ছাত্র হিসেবে তিনি ঐতিহ্যশালী আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি সমাপ্ত করেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি পবিত্র কাবা শরীফে শিক্ষকতা করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলী আরবী থেকে বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়া অবশ্যই জরুরী।

বিবিধ

(১) Islam and Christianity- Waqf Publication
(২) Could not Answer- Waqf Publication
(৩) Endless Bliss- Waqf Publication
(৪) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মুসলিম মৌলবাদ- গৌতম রায়
(৫) এই দেশ এই সময় - গৌতম রায়
(৬) প্রসঙ্গঃ সাম্প্রদায়িকতা- সুরজিৎ দাসগুপ্ত

****

অষ্টম অধ্যায়

আল কুরআনের হক আদায় করুন

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন !! আল কুরআন হল শাশ্বত বিশ্ব সংবিধান। পবিত্র নূর। আল্লাহ পাকের মহাপ্রজ্ঞাময় আলোকবর্তিকা। আমরা যদি আল কুরআনের হক সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে সক্ষম হই, তাহলে মুসলিম উম্মাহর মৌলিক সমস্যাদি ইন্‌শা আল্লাহ অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন– "তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করে না ? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে ?" (সুরাহ মুহাম্মাদ – আয়াত নং ২৪)। আল্লাহ পাক এই জীবন্ত জীবন - বিধান সম্পর্কে এরশাদ করেন– "এটা এক বরকতময় গ্রন্থ, যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা এর আয়াত সমুহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।" (সূরাহ সোয়াদ – আয়াত নং ২৯)

প্রিয় পাঠক ! আপনার উপর আল কুরআনের এক গুচ্ছ হক রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই হক সমূহ নিম্নে উল্লেখিত হল। এই হকগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করুন এবং হক সমূহ আদায় করুন ঃ-

প্রথম হক ঃ সমগ্র আল কুরআনের উপর ঈমান রাখুন।

দ্বিতীয় হক ঃ সঠিক তাজবিদ ও মাখরাজ সহ আল কুরআন তেলাওয়াত করুন।

তৃতীয় হক ঃ আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করুন।

চতুর্থ হক ঃ আল কুরআনের নির্দেশাবলীর উপর আমল করুন।

পঞ্চম হক ঃ আল কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে অন্যের নিকট পৌছে দিন।

ষষ্ঠ হক ঃ আল কুরআনের আদব রক্ষা করুন।

প্রথম হক- সমগ্র আল কুরআনের উপর ঈমান রাখুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল কুরআনের প্রধানতম হক হল, সমগ্র আল কুরআনের উপর পূর্ণাঙ্গ আন্তরিক ঈমান রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, "অতএব তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। এবং তোমরা যে আমল করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত" (সূরাহ আত তাগাবুন– আয়াত নং ৮)। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরও বলেন– "তোমরা কি গ্রন্থের কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং

Pdf by Syed Abul Kwayes

তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কি প্রতিদান হতে পারে! আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"
(সূরাহ আল বাকা'রাহ –আয়াত নং ৮৫)

দ্বিতীয় হক- সঠিক তাজবীদ ও মাখরাজসহ কুরআন তেলাওয়াত করুনঃ প্রিয় পাঠক ! সঠিক তাজবীদ ও মাখরাজ সহ প্রতিদিন আল কুরআন তেলাওয়াত করুন। নিয়মিতভাবে। সাবধান ! তাজবীদ ও মাখরাজ সম্পর্কে ভীষন সাবধান! প্রয়োজনে একজন দক্ষ ক্বারী সাহেবের তত্বাবধানে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের উচ্চারণকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত করুন। আল কুরআন ও হাদীস শরীফে নিয়মিত তেলাওয়াতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১ নং বানী ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমার প্রদত্ত রুজী থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ।" (সূরাহ ফাতির – আয়াত নং ২৯-৩০)

২ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যাক্তি যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।" (সহীহ বুখারী)

৩ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ বিচার দিবসে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

৪ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের একটি অক্ষর পাঠ করে, তাকে একটি সওয়াব প্রদান করা হয়। প্রতিটি সওয়াব দশটি সওয়াবের সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম–মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর।" (সূত্র ঃ তিরমিযী শরীফ)

৫ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " আল কুরআনে সুদক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পূন্যবান ফেরেশতাবর্গের সঙ্গে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ থেমে থেমে পাঠ করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দুটি প্রতিদান আছে। প্রথমতঃ তেলাওয়াতের প্রতিদান এবং দ্বিতীয়তঃ কষ্টের প্রতিদান। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

৬ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কুরআন পাঠকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত কমলা লেবুর ন্যায়। আর যে মুমিন কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার ঘ্রাণ নেই, কিন্তু মিষ্টি। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

৭ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে পঠন–পাঠন করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহর দয়া তাদেরকে আবৃত করে রাখে। ফেরেশতাবর্গ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ পাক নিকটস্থ ফেরেশতাবর্গের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

৮নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে দুইটি আয়াত পাঠ করে বা শেখে, তাকে দুটি উট সদকা করার সওয়াব প্রদান করা হবে। এভাবে যত বেশী আয়াত পাঠ করবে, তত বেশী উট সদকা করার সওয়াব প্রদান করা হবে।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

৯ নং বানী ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন – "তোমার জন্য আরও জরুরী,আল্লাহ তাআলার যিকর এবং কুরআন তেলাওয়াত করা, কারণ তা আসমানে তোমার সুবাস এবং যমীনে তোমার আলোচনা।" (সূত্র ঃ মুসনাদে আহমাদ)

তৃতীয় হক- আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করুনঃ প্রিয় পাঠক ! আল কুরআন তেলাওয়তের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করুন এবং এই আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। আল্লাহ পাক বলেন– "আমি এমন বরকতময় গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তারা এর আয়াত নিয়ে গবেষণা করতে পারে এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে" (সূরাহ সায়াদ–আয়াত নং ২৯)। আবু আব্দুর রহমান আস সুলামা বলেন, যারা আমাদেরকে কুরআন পড়ে শোনাতেন, তারা অর্থাৎ উসমান বিন আফফান, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট থেকে আল কুরআনের দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তারা এ দশটি আয়াতই ভালোভাবে

Pdf by Syed Abul Kwayes

আত্মস্থ করতেন এবং এতে যা ইলম ও আমল আছে তা বাস্তবায়ন করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হতেন না। তারা বলেন, এভাবেই আমরা কুরআন, ইলম ও আমল সব এক সঙ্গে শিখেছি। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন , বর্ণিত আছে যে রসূলে করীম পড়লেন– বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। তিনি তা বিশবার পড়লেন। তিনি তার অর্থের বিষয় চিন্তা করে বারবার পড়লেন। হযরত আবূ যার বলেছেন – "হযরত এক রাত্রে আমাদের সঙ্গে নামায পাঠ করছিলেন। তিনি একটি আয়াত বারবার পড়তে লাগলেন। তা এই – "যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তারা তোমার দাস মাত্র। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল,করুণাময়। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

চতুর্থ হক- আল কুরআনের নির্দেশাবলীর উপর আমল করুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল কুরআনের নির্দেশাবলীর উপর আমল করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "আল কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দলীল।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ ভূমিতে শয়তানের দাসত্ব করা হবে, এমন আশা শয়তান করে না। তবে তা ছাড়া অন্য ব্যাপারে যে তোমরা তার আনুগত্য করবে, তাতেই সে সন্তুষ্ট। যেমন তোমরা তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। খবরদার! এমনটি কর না। আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা গোমরাহ হবে না। জিনিস দুটি হল– আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাত (সূত্র ঃ হাকীম)। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন কোন নামায পড়তেন, অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যখন ফজরের নামায পড়তেন, তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ করে অগ্রসর হয়ে বলতেন, তোমাদের মধ্যে আজ রাতে কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ ? কেউ স্বপ্ন দেখলে সে তা বর্ণনা করত। তিনি স্বপ্ন শ্রবন করে বলতেন, মাশা আল্লাহ। অভ্যাসানুযায়ী, একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছো ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন – কিন্তু আমি দেখেছি।ওদুজন লোক রাতে আমার নিকটে এসেছে। আমরা চললাম। অতঃপর এমন জায়গায় আসলাম, যেখানে একজন লোক শুয়ে আছে। অপরজন তার মাথার কাছে পাথর নিয়ে দাঁড়ালো। মাথার উপর পাথর নিক্ষেপ করতেই, মাথা পাথরের আঘাতে

টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যখন সে পাথর উঠিয়ে আনতে যায়, তার মাথা পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। অতঃপর তার সাথে পুনরায় আগের মত ব্যবহার করা হয়। (হাদীসের শেষ দিকে আছে) যে লোকটার মাথা খন্ড বিখন্ড করা হচ্ছিল, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কুরআনকে গ্রহণ করে দূরে নিক্ষেপ করেছে, ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়েছে।(সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

পঞ্চম হক- আল কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে অন্যের নিকট পৌঁছে দিন ঃ প্রিয় পাঠক ! কুরআন শরীফের আদর্শ ও শিক্ষাকে অন্যের নিকটে পৌঁছে দিন । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়" (সূত্র ঃ সাহীহ বুখারী –হাদীস নং ৫০২৭)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোন কল্যান (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ –হাদীস নং ২২৭)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, কেবলমাত্র দুই ব্যক্তির হিংসা করার অনুমতি রয়েছে – ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে সে সম্পদ হক পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। এবং ঐ ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা শিক্ষা দেয়। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

ষষ্ঠ হক- আল কুরআনের আদব রক্ষা করুন ঃ প্রিয় পাঠক ! খুব সাবধান ! আল কুরআনের আদব রক্ষা করুন। এই গ্রন্থ সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয় । এই গ্রন্থকে আমরা আর পাঁচটি গ্রন্থের ন্যায় পাঠ করতে পারি না। আদব রক্ষা করতে না পারলে গোনাহ হবে। সুতরাং সাবধান! খুব সাবধান ! আল কুরআনের নিম্নলিখিত আদবসমূহের প্রতি যত্নশীল হন ঃ

প্রথম আদব - নিয়ত বিশুদ্ধ করুন ঃ লোকের প্রশংসা অর্জন যেন আপনার উদ্দেশ্য না হয়। কিয়ামতের কঠিন দিবসকে স্মরণ করুন। আল্লাহপাক তেলাওয়াত কারীকে বলবেন, আমি কি তোমাকে তা শিখাইনি যা আমার রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছিলাম? তেলাওয়াত কারী বলবে, হ্যাঁ রব। আল্লাহ বলবেন, তুমি যা শিখেছো তার কি আমল করেছ ? সে বলবে, আমি দিবারাত্রি নানা প্রহরে নামাযে এ কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তাকে আল্লাহ

Pdf by Syed Abul Kwayes

বলবেন, তোমার অভিপ্রায় ছিল লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে ডাকবে। আর তা তো তোমাকে বলা হয়েছেই। ফলে তুমি পৃথিবীতেই তোমার প্রতিদান পেয়ে গেছো। (সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ – হাদীস নং ২৩৮২)

দ্বিতীয় আদব- ওযূ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করুন ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, প্রথমে ওযূ করে আদবের সঙ্গে বসে বা দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে মস্তক অবনত করে চারজানু না হয়ে, হেলান না দিয়ে এবং সাহংকারে না বসে কুরআন তেলাওয়াত করবে। শিক্ষকের সামনে বসার ন্যায় উপবেশন করবে (সূত্রঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

তৃতীয় আদব- কুরআন পাঠের আগে মিসওয়াক করুন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমাদের মুখ সমূহ হল আল কুরআনের পথ। সুতরাং সেগুলিকে মিসওয়াক দ্বারা সুরভিত করো। (ইবনে মাজাহ –হাদীস নং ২৯১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আর ও বলেন, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট না হতো তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

চতুর্থ আদব- আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করুন ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাও।" (সূরাহ আন নাহল– আয়াত নং ৯৮)। ওলামায়ে কেরামের মতে, তিলাওয়াতের প্রারম্ভে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা অপরিহার্য। তাছাড়া, সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য সূরা সমূহের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পাঠ করুন।

পঞ্চম আদব - তেলাওয়াত ধীরে ধীরে করুন ঃ ধীরে ধীরে অর্থ উপলব্ধি করে কুরআন তিলাওয়াত করুন। আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীলের সঙ্গে।" (সূরাহ আল মুয্যাম্মিল–আয়াত নং ৪)। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর একজন সহধর্মিনী যখন কুরআন তেলাওয়াত করলেন, স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে পড়লেন। (আব্দুর রাজ্জাক –মুসান্নাফ)। সাহাবী ইবনে মাসউদ বলেন, তোমরা একে (কুরআন) নষ্ট খেজুরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঠ করো না কিংবা কবিতার মত গতিময় ছন্দেও পাঠ করো না। বরং এর যেখানে বিষ্ময়ের কথা আছে সেখানে থামো এবং তা দিয়ে হৃদয়কে আন্দোলিত করো। আর সূরার সমাপ্তিতে পৌঁছানো যেন তোমাদের কারো লক্ষ্য না হয়। (সূত্রঃ ইবনে আবী শাইবাহ–মুসান্নাফ–৮৭৩৩)

ষষ্ঠ আদব- আল কুরআন পাঠকালে কাঁদুনঃ ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কুরআন পাঠকালে ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কুরআন পাঠ কর এবং ক্রন্দন কর। যদি ক্রন্দন না হয়, ক্রন্দনের ভাব কর। ছালেহ মারবী বলেছেন, "আমি স্বপ্নে রসূল করীমের নিকট কুরআন পাঠ করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে ছালেহ, তোমার কুরআন পাঠে ক্রন্দন কোথায় ?" (এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)। একজন সাহাবী বলেন, একদা আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর কাছে এলাম। তিনি নামায পড়ছিলেন আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। (সূত্র ঃ নাসাঈ)

সপ্তম আদব - সুরেলা কণ্ঠে সুন্দর করে কুরআন পাঠ করুন ঃ হযরত বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে শুনেছি, তিনি এশার নামাযে সূরাহ তীন পড়েছেন। আমি তার চেয়ে সুন্দর কণ্ঠে আর কাউকে তেলাওয়াত করতে শুনি নি। (সহীহ বুখারী–হাদীস নং ৭৫৪৬)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমরা নিজ কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্য দান করো। কারণ সুরেলা কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (দারেমী, সুনান– ৩৫০১)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় সুকণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য। (ইবনুল যাদ–মুসনাদ)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন, "সে আমার উম্মত নয় যে সুর সহযোগে কুরআন পড়ে না।" (সহীহ বুখারী–৭৫২৭)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন, আল্লাহ পাক কোনো নবীকে এতটুকু সুর দিয়ে পড়ার অনুমতি দেননি যতটা দিয়েছেন (মহা) নবীকে কুরআন তেলাওয়াতে সূর আরোপ করার অনুমতি, যা তিনি সরবে পড়েন। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ, সুনান)

অষ্টম আদব - প্রত্যেক আয়াতের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করুন ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন সেজদার আয়াত পড়বে তখন সেজদা করবে। অজু ব্যতীত সেজদা করবে না। কুরআনে ১৪টি সেজদার আয়াত আছে। (সূত্রঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

নবম আদব - নিদ্রাভাব এলে তেলাওয়াতে বিরত থাকুনঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ রাত্রে নামায পড়ে এবং তার জিহ্বায় কুরআন এমনভাবে জড়িয়ে আসে যে, সে কি পাঠ করছে তা টের না পায়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

Pdf by Syed Abul Kwayes

দশম আদব- কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ব উপলব্ধি করুনঃ আল কুরআন মানব জাতির জন্য বিশেষ রহমত। আল্লাহর কালাম, আল্লাহর একটি আদি গুন। আল কুরআন আল্লাহ পাকের সত্ত্বার সঙ্গে জড়িত। এর গৌরব ও মাহাত্ব হৃদঙ্গম করুন। আল্লাহ পাক বলেন, "এটা মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত" (সূরাহ জাসিয়া–আয়াত নং ২০)। আল্লাহ পাক আরও বলেন , " আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থাপন করি যেন তারা চিন্তা করতে পারে। (সূত্র ঃ সূরা হাশর – আয়াত নং ২১)। **একাদশ আদব- মনোযোগ সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন ঃ** কুরআন শরীফ পাঠকালে মনে করুন যে আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তার নিকট কুরআন তেলাওয়াত করছেন। এও মনে করুন যে, আল্লাহপাক আপনাকে দেখছেন এবং আপনার তেলাওয়াত শুনছেন। সুতরাং অন্যমনস্ক হবেন না। অমনোযোগী হবেন না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ধৈর্য্যপূর্বক তেলাওয়াত করুন।

দ্বাদশ আদব- কুরআন শরীফের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক বলেন, "আমি তোমার প্রতি এক বরকতময় গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা এর আয়াত সমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে" (সূরাহ সোয়াদ–আয়াত নং ২৯)। আল্লাহপাক আরও বলেন, "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? না কি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?" (সূরাহ মুহাম্মাদ – আয়াত নং ২৪)। আল্লাহর মহিমা এবং তার মহান বানীর মহিমা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করুন এবং অন্তরকে পবিত্র করুন।

ত্রয়োদশ আদব- মাঝামাঝি স্বরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করুন ঃ হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নীরবে কুরআন পাঠ করতেন। হযরত উমর ফারূক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সরবে কুরআন পাঠ করতেন। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সরবে পড়ে আমি শয়তানকে বিতাড়ন করি এবং ঝিমুনি তাড়াই। হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দান করা হল আওয়ায একটু উঁচু করতে এবং হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দান করা হল একটু (আওয়ায) নীচু করতে। (সূত্র ঃ আব্দুর রাযযাক–মুসান্নাফ–হাদীস নং ৪২১০)

চতুর্দশ আদব- তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করবেন না ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

পঞ্চদশ আদব - আল্লাহকে সম্মান করুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল কুরআন আল্লাহর বানী। এই কথাটি উপলব্ধি করুন। আল্লাহপাকের গুনাবলী এবং তার সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবুন। তিনি রাজাধিরাজ। তিনি অভিভাবক। তিনি মহা পরাক্রান্ত। তিনি গৌরবান্বিত। ইমাম জাফর সাদিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তার বান্দার জন্য তার কালামের ভিতর তাজাল্লী বা নূর প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা তা দেখছে না। তিনি একবার নামাযের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "আমি বার বার কুরআনের আয়াতকে আমার হৃদয়ের ভিতর তেলাওয়াত করছিলাম, তখন যেন আমি তা কালামকারীর (আল্লাহ) নিকট হতে শুনছিলাম। তার কুদরত দেখে আমার শরীর স্থির থাকতে পরলো না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

একটি আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! পার্থিব ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে কুরআন শিক্ষার প্রতি উদাসীন হবেন না। নিজে কুরআন শিখুন। নিজের সন্তানকে কুরআন শেখানোর বিষয়ে যত্ন নিন। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবেন না। মাস্টার ডিগ্রি, পি.এইচ.ডি, এফ.আর.সি.এস. ডিগ্রি, অর্জিত হল কিন্তু শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফের একটি বাক্যও পাঠ করা যাচ্ছে না, এ শিক্ষা মূল্যহীন। প্রয়োজনে সুদক্ষ কারীসাহেবের শরণাপন্ন হন। প্রতিটি শিশুকে সুন্দরভাবে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন শেখান। এটা বাধ্যতামূলক। নিজে কুরআন শরীফ বুঝবার জন্য তফসীর সমূহের সাহায্য নিন। তবে নিজেকে মুফাসসির ভাববেন না। অহংকারী হবেন না। আজকাল স্রেফ আরবী ভাষায় সামান্য দক্ষতা অর্জন করেই এবং তফসীর-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা না অর্জন করেও কিছু ইংরেজী শিক্ষিত লোক নিজেকে সুবিজ্ঞ মুফাসসির ভাবতে শুরু করেন এবং মনগড়াভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে দেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে পূর্ববর্তী মহান তফসীরকার এবং ইমামগণের সমালোচনা শুরু করে দেন। এই প্রবনতা ভয়াবহ এবং ফিৎনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কুরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামেই নিজের স্থান করে নেয়।"

(সূত্র ঃ আবূ দাউদ)।

প্রিয় পাঠক! আল কুরআনই আল্লাহর যিকির। আল কুরআনই বিশ্ব সংবিধান। আল কুরআনকে আঁকড়িয়ে ধরুন।

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

নবম অধ্যায় ঃ

আল্লাহ পাকের হক আদায় করুন

প্রিয় পাঠক! আমরা আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের হক আদায় করতে অক্ষম কিন্তু তবুও তার হক আদায় করতে জীবনকে উৎসর্গ করুন। কতই না সৌভাগ্য আমাদের! তিনি আমাদেরকে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বোপরি তার প্রিয়তম হাবীব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আমাদের উপর আল্লাহ পাকের প্রথম হক হলো, তার উপর ঈমান রাখা। আল্লাহর উপর ঈমান রাখার অর্থ হল– তার অস্তিত্বে ঈমান রাখা, আল্লাহ পাক যে সৃষ্টি জগতের একমাত্র সার্বভৌম মালিক এ কথার উপর ঈমান রাখা, আল্লাহ পাক যে একমাত্র উপাস্য এ কথার উপর ঈমান রাখা এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র জাত ও সিফাতের উপর ঈমান রাখা।

আক্বীদা নং ১ ঃ প্রিয় পাঠক! আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয় জগৎ প্রথমে অস্তিত্বহীন ছিল। কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ পাক নিজ কুদরতে সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সমস্ত আলাম ও সমস্ত জাহানকে সৃষ্টি করেছেন, সেই পাক জাতের নাম হল আল্লাহ তাআলা। (সূত্রঃ জান্নাতী জেওর, পৃষ্ঠা নং ৫)

আক্বীদা নং ২ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ এক। তার ব্যক্তিসত্ত্বা, গুনাবলী, কার্যাবলী, হুকুমাদি এবং নামসমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। তিনি ওয়াজিবুল ওজূদ। তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকবেন। ইবাদত বা উপাসনার একমাত্র তিনিই যোগ্য।

(সূত্রঃ আল কুরআন, বাহারে শারীয়াত–পৃঃ ৭)

আক্বীদা নং ৩ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহপাক কারো মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র সৃষ্টি তারই মুখাপেক্ষী। (সূত্রঃ সূরা ইখলাস)

আক্বীদা নং ৪ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহর ব্যক্তিসত্ত্বা ও গুনাবলী ব্যতীত অবশিষ্ট সব কিছু সৃষ্ট। এগুলি পূর্বে ছিল না। পরে হয়েছে। আল্লাহ পাকের গুনাবলীকে যে ব্যক্তি সৃষ্ট বা অস্থায়ী বলবে সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী। যে ব্যক্তি জগতের কোন কিছুকে চিরস্থায়ী মনে করে, সে কাফির। (সূত্রঃ বাহারে শারীয়াত, পৃ ঃ ৭)

আক্বীদা নং ৫ ঃ প্রিয় পাঠক ! আল্লাহ পাক কারও পিতা নন। কারও পুত্রও নন। তার কোন স্ত্রীও নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর পিতা, সন্তান বা স্ত্রী থাকা সম্ভবপর বলে, সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী। ইদানিং জনৈক টাইধারী টিভি-প্রচারক প্রচার চালাচ্ছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মান্য করে, তাকে আল্লাহর সন্তান বলা যাবে। এরূপ আক্বীদা গোমরাহী।

আক্বীদা নং ৬ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক সদা জীবিত। সবার জীবন তার উপর নির্ভরশীল। তিনি সকল দোষ-ত্রূটি থেকে মুক্ত। মিথ্যা, ধোকাবাজী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, অত্যাচার, নির্লজ্জতা, অজ্ঞতা ইত্যাদি খুঁত তার কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত–পৃঃ ৮)

আক্বীদা নং ৭ ঃ প্রিয় পাঠক! জীবন, কুদরত, শোনা, দেখা, বাকশক্তি, ইলম, ইচ্ছা হচ্ছে তার নিজস্ব গুনাবলী। কিন্তু কান, চোখ ও মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা নয়। কেননা এগুলো হচ্ছে সাকার। কিন্তু আল্লাহ সাকার থেকে পবিত্র। অথচ তিনি ক্ষীন থেকে ক্ষীনতর আওয়াজ শোনেন এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা যায় না, তিনি প্রত্যেক কিছু দেখেন ও শোনেন। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত–পৃষ্ঠা নং ৯)

আক্বীদা নং ৮ ঃ প্রিয় পাঠক ! অন্যান্য গুনাবলীর ন্যায় আল্লাহ পাকের বাকশক্তিও অনাদি। মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি কুরআন কারীমকে সৃষ্ট মনে করে, সে ইমাম আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ইমামগণের মতে কাফির বলে বিবেচ্য। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত –পৃষ্ঠা নং ৯)

আক্বীদা নং ৯ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাকের বাকশক্তি আওয়াজ থেকে পবিত্র। আমরা যে কুরআন শরীফ স্বীয় মুখ দিয়ে তেলাওয়াত করি ও কাগজে লিখি এর বানী অনাদী ও উচ্চারণহীন। আমাদের এই তেলাওয়াত, লেখা ও উচ্চারণ করা হল সৃষ্ট অর্থাৎ আমাদের পাঠ করাটা সৃষ্ট কিন্তু আমরা যা পড়েছি সেটা হচ্ছে অনাদী। আমাদের লেখাটা হচ্ছে সৃষ্ট কিন্তু আমরা যা লিখেছি তা হচ্ছে অনাদী। আমাদের শোনাটা সৃষ্ট কিন্তু আমরা যা শুনেছি তা অনাদী। আমাদের মুখস্থ করাটা সৃষ্ট কিন্তু যা আমরা মুখস্থ করেছি তা অনাদী। (সূত্রঃ বাহারে শারীয়াত–পৃষ্ঠা নং ৯)

আক্বীদা নং ১০ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাকের জ্ঞানের বাইরে কোনো বস্তু নেই। আংশিক–সামগ্রিক, বর্তমান–অবর্তমান, সম্ভব–অসম্ভব সবকিছুই তিনি

Pdf by Syed Abul Kwayes

অনাদীকাল থেকে জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। তিনি মনের ধ্যান–ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞাত। তার জ্ঞানের কোন শেষ নেই। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত –পৃঃ ৯)

আক্বীদা নং ১১ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক দৃশ্য–অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। সত্ত্বাগত জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি সত্ত্বাগত অদৃশ্য বা দৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রমাণ করে সে কাফির। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত – পৃঃ ১০)

আক্বীদা নং ১২ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক হচ্ছেন প্রকৃত রিজিকদাতা। ফিরিশতা ও অন্যান্যগণ হচ্ছেন বাহক ও পরিবেশক। (সূত্রঃ বাহারে শারীয়াত – পৃঃ ১০)

আক্বীদা নং ১৩ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক দিক, কাল, গতি, স্থিতি, আকার–আকৃতি থেকে পবিত্র। (সূত্রঃ বাহারে শারীয়াত – পৃঃ নং ১)

আক্বীদা নং ১৪ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক যা চান এবং যেরকম চান, সেরকম করেন। এ বিষয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তার ইচ্ছা থেকে তাকে বিরত রাখারও কেউ নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টির রক্ষক ও পালনকর্তা। তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি পিতামাতার চেয়েও অধিক দয়ালু। তার রহমত হচ্ছে ভগ্নহৃয়ের আশ্রয় স্থল। তিনিই গুনাহ মাফকারী, তওবা গ্রহনকারী এবং শাস্তিদানকারী। (সূত্রঃ বাহারে শারীয়াত)

আক্বাদা নং ১৫ ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বড় করেন এবং যাকে ইচ্ছা ছোট করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী করেন এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তিনি অপদস্থ ব্যক্তিকে মর্যাদাবান এবং মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্থ করতে পারেন। তিনি যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন এবং যাকে চান বিপথগামী করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং যাকে ইচ্ছা মরদূদ করে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নেন। তিনি যা কিছু করেন, তা ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফমাফিক। তিনি অত্যাচার থেকে পবিত্র। সবকিছু তার অধীনে, তিনি কারো অধীনে নন। সওয়াব-আযাব বান্দাহর সাথে ভাল-মন্দ আচরণ কোনটার ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য নন। (সূত্র ঃ বাহারে শারীয়াত–পৃঃ ১৪)

আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং তার উপাসনা করা অপরিহার্য

প্রিয় পাঠক ! আল্লাহ পাক আমাদেরকে সীমাহীন নিয়ামতরাজি দ্বারা আবৃতকরে রেখেছেন। তার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং তার উপাসনা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। পাঠক! এই আয়াতগুলি পাঠ করুন এবং আল্লাহ পাকের হক আদায় করতে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করুন।

সতর্কীকরণ নং ১ ঃ "যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূত্র ঃ সূরাহ নাহাল – আয়াত নং ১৭)

সতর্কীকরণ নং ২ ঃ "যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। আফসোস! মানুষ সীমাহীন অন্যায়পরায়ণ, অকৃতজ্ঞ।" (সূত্র ঃ সূরাহ ইব্রাহীম – আয়াত নং ৩৪)

সতর্কীকরণ নং ৩ ঃ "বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কারা ? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহর! বলুন তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? বলুন, সপ্ত-আকাশ ও মহা আরশের মালিক কে ? এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বলুন তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? বলুন ঃ জানলে বল, কার হাতে সব কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তারা বলবে আল্লাহর । বলুন! তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ?" (সূত্র ঃ সূরা মু'মিনূন –আয়াত নং ৮৪-৮৯)

সতর্কীকরণ নং ৪ ঃ "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন ? কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যাবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তুমি বল, তারপরেও ভয় করছ না ? (সূত্র ঃ সূরাহ ইউনুস – আয়াত নং ৩১)

সতর্কীকরণ নং ৫ ঃ "আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন মরণ বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য। তার কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্য পোষণকারী।" (সূত্রঃ সূরাহ আল আনআম–আয়াত নং ১৬১-১৬২)

Pdf by Syed Abul Kwayes

সতর্কীকরণ নং ৬ ঃ "এসো ! আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাব যা তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন, তোমরা তার কোনো শরীক করবে না, এবং মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যাবহার করবে, এবং তোমাদের সন্তানগণকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদের সবাইকে জীবিকা দেবো এবং অশ্লীল কাজ কর্মের নিকটে যেও না, যা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ রয়েছে এবং যা গোপন, এবং যেই জীবের হত্যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমাদের সুবোধোদয় হয়।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল আনআম – আয়াত নং ১৫২)

সতর্কীকরণ নং ৭ ঃ "এবং এতীমদের সম্পত্তির নিকটে যেও না, কিন্তু (যাবে) খুব উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে যৌবনে উপনীত হয়, এবং পরিমান ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো। আমি কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পন করি না, এবং তোমরা যখন একথা বলবে তখন নায্যই বলবে যদিও তোমাদের স্বজনের মামলা হয় এবং আল্লাহরই অঙ্গীকার পূর্ণ করো, এটা তোমাদের তাকীদ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল আনআম – আয়াত নং ১৫৩)

সতর্কীকরণ নং ৮ ঃ "এবং এই পথই হল সরল পথ সুতরাং এই পথের অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথে চলো না, তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তিনি তোমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করো।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল আনআম –আয়াত নং ১৫৪)

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ পাকের হক আদায়ে সচেষ্ট হন। এটিই আপনাকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য, শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবে।

****

দশম অধ্যায়

রোলমডেল করুন রসূলুল্লাহ, সাহাবাবর্গ, আহলে বাইত ও আউলিয়া-এ-কেরামকে

প্রিয় পাঠক ! হলিউড-বলিউডের সুপারস্টার, ক্রিকেট-ফুটবল-টেনিসের মেগাস্টার বা সঙ্গীত -শিল্পের কোন গ্ল্যামার ব্যক্তিত্বকে নিজের রোলমডেল বানাবেন না। একজন মু'মিনের রোলমডেল হলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং তার আশিকগণ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, আউলিয়া আল্লাহ এবং স্কলারবর্গ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতিটি নামাযে এই দোআ চাইতে বলেছেন– "হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।" (সূরাহ ফাতিহা)। আল্লাহ পাক স্বয়ং এই পুরস্কৃত বান্দাগনের পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ।(সূরাহ নিসাহ – আয়াত নং ৬৯)

(ক) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে গভীরভাবে ভালোবাসুন ও অনুসরণ করুন ঃ প্রিয় পাঠক ! হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন অনুপম নমুনা। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাকে অনসরণীয় এবং অনুকরণীয় নমুনা বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবন আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসা, তাযীম করা এবং অনুসরণ করা ঈমানের মূলশর্ত।

নির্দেশিকা নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে রসূল বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আলে ইমরান – আয়াত নং ৩১-৩২)

নির্দেশিকা নং ২ ঃ বল! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দ হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ, এবং সে বাসস্থল যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার রসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত।" (সূরাহ আত তওবাহ–আয়াত নং ২৪)

Pdf by Syed Abul Kwayes

নির্দেশিকা নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "শপথ ঐ সত্বার যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না যতক্ষন না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তান হতে অধিকতর প্রিয় হই।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী – হাদীস নং ১৩)

নির্দেশিকা নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না যতক্ষন আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না হই।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী – হাদীস নং ১৫)

নির্দেশিকা নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুন থাকবে, সে ঈমানের সুস্বাদ অনুভব করবে।" (ক) যে আল্লাহ ও তার রসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসবে। (খ) যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অপরকে ভালোবাসবে।(গ) আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে মুক্ত করার পর সে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় অপছন্দ করবে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নির্দেশিকা নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের তাজীম-তাকরীম এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অযূ করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম অযূর পানিকে মাটিতে পড়তে দিতেন না। অযূর পানি গ্রহন করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যেত। থুথু মোবারক নিয়ে তারা নিজেদের মুখমন্ডলে ও শরীরে মালিশ করে নিতেন। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নির্দেশিকা নং ৭ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর উপর সালাম পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার উপর সালাত ও সালাম পেশ কর"। (সূত্র ঃ সূরাহ আহযাব – আয়াত নং ৫৬)

নির্দেশিকা নং ৮ ঃ "তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক, রসূলকে তোমাদের মধ্যে সেভাবে আহ্বান কর না।" (সূত্র ঃ সূরাহ নূর – আয়াত নং ৬৩)

নির্দেশিকা নং ৯ ঃ "নিশ্চয় রসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, বিশেষ করে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূত্র ঃ সূরাহ আহযাব – আয়াত নং ২১)

নির্দেশিকা নং ১০ ঃ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (সূত্র ঃ সূরাহ নিসা – আয়াত নং ৮০)

আত্মবিশ্লেষণ ঃ সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে এত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন যে, সমগ্র মানব ইতিহাসে এর তুলনা নজিরবিহীন। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যবহৃত ওযূর পানি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি করতেন। (সহীহ বুখারী)। তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের থুথু মোবারক নিজেদের মুখে মেখে নিতেন (সহীহ বুখারী)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা বলতেন, "আল্লাহ ও রসূলুহু আলামু" অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলই সর্বাপেক্ষা ভালো জানেন । (সহীহ বুখারী)। আসুন! একবার আআবিশ্লেষণ করি। হযরত রসূলুল্লাহর প্রতি আমাদের তাযীম ও ভালোবাসা কি ঐ গভীরতায় পৌছেছে? যদি না পৌছিয়ে থাকে, তাহলে উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করুন।

(খ) সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসুন এবং অনুসরণ করুন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! সাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মাহর দিশারী। সত্যের মাপকাঠি। এই মনিষীগণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঈমানের সাথে দর্শন করেছেন এবং তার নিকট থেকে সরাসরি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। সাবধান! খু–উ–ব সাবধান! সাহাবায়ে কেরামের শানে সামান্যতম কটুক্তি, সমালোচনা, বেআদবী ও বিদ্বেষ ঈমান ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তারা সমস্ত সমালোচনার উর্দ্ধে । সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসুন এবং তাদের সোনালী আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরুন। আল্লাহ পাক আল কুরআনে একাধিক আয়াতে এই মনিষীগণের উচ্চ মর্যাদা ও ফযিলত আলোচনা করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তার মহান সাহাবাগনের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে সচেতন করে গেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সংশ্রব ও সহচর্যে ধন্য এই মহান মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের এই বানীসমূহ পাঠ করুন এবং সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে নিজের ঈমান যাচাই এর কষ্টিপাথর সাব্যস্ত করুন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ১ নং হাদীস ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা ঐসকল লোককে দেখবে, যারা আমার সাহাবাকে গালমন্দ করে,

Pdf by Syed Abul Kwayes

তখন তোমরা বলে দাও, তোমাদের এই মন্দ আচরণের জন্য তোমাদের উপর আল্লাহর লানত। (সূত্র ঃ মিশকাত - পৃঃ ৫৫৪, তিরমিযী- ২য় খন্ড - পৃঃ ২২৫)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ২ নং হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যারা আমার সাহাবাকে ভালোবাসল, তারা আমার ভালোবাসায় তাদেরকে ভালোবাসল এবং যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, তারা আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। (সূত্রঃ তিরমিযী, ২য় খন্ড পৃঃ ২২৫, মিশকাত পৃঃ ৫৫৪)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ৩ নং হাদীস ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে (সমালোচনার) লক্ষ্যবস্তু স্থির করো না।(সূত্র ঃ তিরমিযী, মিশকাত)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ৪ নং হাদীস ঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীবর্গ আকাশের তারকাতুল্য। তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হবে । (মিশকাত – পৃঃ নং ৫৫৪)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ৫ নং হাদীস ঃ হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামের আগুন ঐ মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না যে আমাকে দেখেছে (সাহাবী) কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। (সূত্র ঃ তিরমিযী, মিশকাত)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ৬ নং হাদীস ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবীগনকে গাল মন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর তবুও তাদের এক মুদ (প্রায় ৩ ছটাক) বা অর্ধমুদ (যব খরচ) এর সমান সওয়াবে পৌঁছতে পারে না। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী –১ম খন্ড –৫১৮ পৃঃ, –হাদীস নং ৩৩৯৭)

প্রিয় বোন! প্রিয় ভাই !! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম উম্মাহকে এ সম্পর্কে অতি মূল্যবান উপদেশ দান করেছেন।

তার উপদেশের মর্মার্থ হল, যদি তোমরা হিদায়েতের পথ প্রাপ্ত হতে চাও, সাফল্য অর্জন করতে চাও, মহান আল্লাহর পরিচয় ও ইশকে রসূলের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে চাও, তাহলে পুন্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের পথ ধরে চল। তাদের আচরণ ও আদর্শকে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর একমাত্র পন্থা স্থির করে নাও। তাদের অনুকরণ ও অনুসরণকে নিজেদের জন্য চুড়ান্ত সফলতার মাধ্যম বিবেচনা কর এবং তাদের প্রতি অপরিসীম প্রেম ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে সমগ্র জীবনকে আলোকিত করতে সচেষ্ট হও। কেননা তারা সরল -সঠিক পথে ছিলেন। (সূত্রঃ মিশকাত শরীফ – পৃঃ ৩২)

(গ) আহলে বাইতকে ভালোবাসুন এবং আঁকড়িয়ে ধরুন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! আহলে বাইত বলতে বোঝান হয় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার অর্থাৎ তার প্রিয়তমা কন্যা মা ফাতিমা, জামাতা হযরত আলী এবং নয়নের মনি ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র সহধর্মীনীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। এই আহলে বাইতকে গভীরভাবে ভালোবাসুন এবং অনুসরণ করুন। আল্লাহ পাক স্বয়ং আহলে বাইতকে 'পুতপবিত্র' বলে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে 'পুতপবিত্র' রাখতে" (সূত্র ঃ সূরাহ আহযাব – আয়াত নং ৩৩)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একাধিক হাদীসে পাকে আহলে বাইতের মাহাত্ব বর্ণনা করেছেন এবং স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দান করেছেন আহলে বাইতকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার জন্য।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মূল্যবান জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। প্রথমটি হল, আল্লাহর গ্রন্থ। এটি হিদায়েত এবং নূর। আল্লাহর গ্রন্থকে শক্তভাবে ধরে থাক। দ্বিতীয়টি হল, আমার আহলে বাইত। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে

Pdf by Syed Abul Kwayes

দিচ্ছি। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম – হাদীস নং ১৮৮৩)

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যে, তোমরা যদি সেগুলিকে আকড়ে ধরে থাক, তাহলে আমার পরে তোমরা বিপথগামী হবে না। (জিনিসগুলি হল) আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার আহলে বাঈত।

(সূত্র ঃ তিরমিযী – সুনন –৫ম খন্ড –পৃঃ ৬৬৬–হাদীস নং ৩৭৮৬)

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৩ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আয়াতে মুবাহিলা অবতীর্ণ হয় (সূরাহ আলে ইমরান – আয়াত নং ৬১), তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন কে ডাকেন এবং বলেন – "হে আল্লাহ ! এরাই আমার আহলে বাইত" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম – চতুর্থ খন্ড –পৃঃ ১৮৭১ – হাদীস নং ২৪০৪)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৪ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, পৃথিবীর বাগানে এই দুজন (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন) হল আমার দুই ফুল (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩৭১, হাদীস ৩৫৪৩) ।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের হাত ধরে বলেন, যারা আমাকে ভালোবাসবে এবং এই দুজনকে এবং তাদের পিতা–মাতাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন তারা আমার সঙ্গে থাকবে (সূত্র ঃ তিরমিযী, সুনান, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬৪১, হাদীস ৩৭৩৩)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইনকে বলেন, তোমরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও তার সঙ্গে সন্ধি করব (সূত্রঃ ইবনে মাযাহ–১ম খন্ড পৃঃ ৫২ –হাদীস নং ১৪৫)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৭ ঃ রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের দিকে তাকালেন এবং আল্লাহর

নিকট প্রার্থনা করলেন– হে আল্লাহ! আমি এই দুজনকে ভালোবাসি। আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন। যারা এদেরকে ভালোবাসবে তাদেরকেও ভালোবাসুন। (সূত্রঃ তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬০৬, হাদীস নং ৩৭৫৯)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, হাসান ও হুসাইন হলেন জান্নাতের তরুনদের সর্দার। (সূত্র ঃ ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪, হাদীস নং ১১৮)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত হল হযরত নূহ এর নৌকার ন্যায়। যারা এতে আরোহন করল, তারা পরিত্রাণ পেল। যারা আরোহন করল না, তারা ধ্বংস হল। (সূত্র ঃ হাকীম, মুসতাদরাক, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৩, হাদীস নং ৪৭২)।

আহলে বাইত সম্পর্কে হাদীস নং ১০ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) হযরত আলীর প্রতি কোনও ব্যক্তির বিদ্বেষ দেখে তার মুনাফিক হওয়া বুঝে নিতাম। (সূত্রঃ জামে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬৩৫, হাদীস নং ৩৭১৭)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, হযরত আলীকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির লক্ষণ। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)।

(ঘ) আউলিয়ায়ে কেরামকে ভালোবাসুন এবং অনুসরণ করুন

প্রিয় পাঠক! আউলিয়া বর্গ-আল্লাহ পাকের মাহবূব বান্দাহ। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনন্য। তওহীদ ও রিসালাতের জন্য তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এবং কঠোর আঅত্যাগ ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইসলামের আলোকে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই আউলিয়াবর্গকে নিজের রোল মডেল করুন এবং তাদের আদর্শে নিজের জীবনকে পরিচালিত করুন। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন, "মনে রেখো যে, আল্লাহর আউলিয়াগণের না কোন আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে।" (সূত্র ঃ সূরাহ ইউনুস, আয়াত নং ৬২)।

আওলিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কঠোর সতর্কবাণী ঃ আল্লাহর আউলিয়া বর্গ সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণকারী

Pdf by Syed Abul Kwayes

গণকে আল্লাহপাক কঠোর ভাবে সতর্ক করে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় হল, বান্দাহ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। সে যখন নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, তখন আমিও তাকে ভালোবাসতে থাকি। আমি যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যায় যার দ্বারা সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার নিকট কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে দান করি। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

প্রিয় পাঠক! ! এই মহা মানবগণের আদর্শে নিজের জীবনকে গঠন করুন এবং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপযোগী গুনাবলী অর্জন করুন।

****

একাদশ অধ্যায়

ইসলামের সোনালী অতীতকে জানুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে পাঠ নিন

প্রিয় বোন! প্রিয় ভাই !! সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুকৌশলে রটিয়ে দিয়েছে যে, মধ্যযুগ হল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এই রটনাকে চুর্ন-বিচূর্ণ করুন। নিজের সন্তানাদিকে মুসলিম মনিষীদের জ্ঞান–বিজ্ঞান অনুসন্ধান ও গবেষণা সম্পর্কে সম্যক অবহিত করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণার অবসান ঘটান। তরুন প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিন যে, ইসলাম কেবল ধর্মতত্ত্ব চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ঘটায় নি, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পূর্ণ আত্ম-উৎসর্গ করে নবজাগরণের ভিত প্রস্তুত করেছিল এবং আধুনিক মানবসভ্যতা রচনায় এক বিস্ময়কর অবদান সংযোজন করেছিল। ঐতিহাসিক ডক্টর তারাচাঁদ মন্তব্য করেন – "হাজার বছর ধরে এই সভ্যতা (ইসলাম) কেন্দ্রীয় আলোকবর্তিকা হয়েছিল এবং এই আলোর ধারা বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। এটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির জননী ছিল, কারণ এই সভ্যতায় লালিত ব্যক্তিগন মধ্যযুগে শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তাদের পদতলে উপবেশন করে স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজ, ইটালিয়ান ও জার্মানরা দর্শন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও শিল্পের কলা-কৌশল শিক্ষা করেছিল। তাদের নামগুলি পারিবারিক, পরিচিত শব্দ হিসাবে উচ্চারিত হত।" (সূত্র ঃ প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডড্রেস, ফোর্থ অল ইন্ডিয়া ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্স)।

প্রিয় পাঠক! নবীন প্রজন্মকে জানান যে, মুসলিম উম্মাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ঝর দ্বার উন্মুক্ত না করলে এবং অভূতপূর্ব মৌলিক অবদান সংযোজন না করলে পরবর্তীকালে গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, স্যার আইজাক নিউটনের ন্যায় প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকগণের বিকাশ ঘটত না। এক সময় মুসলিম বিশ্বের কাইরো, বাগদাদ, কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো, মন্ট পেলিয়ার, সালার্নো, ইত্যাদি ইউনিভার্সিটিসমূহ শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। নিশাপুর, সিরাজ, সমরকন্দ, কর্ডোভা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানমন্দির। ইমাম

Pdf by Syed Abul Kwayes

গায্যালী, ইবনে খালদুন, আবূ মাশার, (বৈজ্ঞানিক), আল সূফী (বৈজ্ঞানিক), আবুল ওয়াফা (বৈজ্ঞানিক), আল কুহি (বৈজ্ঞানিক), আল সাগানি (বৈজ্ঞানিক), ইবনে ইউনুস (বৈজ্ঞানিক), সাবিত ইবন কাররাহ (বৈজ্ঞানিক), আল খাওয়ারযাম আল বাত্তানী (বৈজ্ঞানিক), আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন বাজ্জাহ (বৈজ্ঞানিক), আল বিরুণী (বৈজ্ঞানিক), উমর খৈয়াম (বৈজ্ঞানিক), আল তুসি (বৈজ্ঞানিক), আল কিনদি (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), আল রাজি (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), সিনান ইবন সাবিত (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), ইবনে সিনা (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), ইবন আল জাজ্জার (চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক), ইবন আল খঅতিব (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), ইসমাইল আল জারজানি (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), আল হাইসাম (চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক), আম্মার ইবনে আলী আল মাওসিলি (চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক), আলী ইবনে ঈসা (চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), জারির ইবনে হাইয়ান (রসায়ন বৈজ্ঞানিক), আল খাজিনি (ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানি), আবু জায়েদ আল বালখি (ভূগোল শাস্ত্রবিদ), আল মুকাদ্দামি (ভূগোল শাস্ত্রবিদ), আল মাসউদি (ভূগোল শাস্ত্রবিদ), ইবনে ইসহাদ (ঐতিহাসিক), ইবনে হিশাম (ঐতিহাসিক), জিয়াউদ্দীন বারনী (ঐতিহাসিক), মিনহাজউদ্দিন সিরাজ (ঐতিহাসিক), ইমাম আহমাদ রেযা খান (ইসলামী থিওলজিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক) প্রমুখ মুসলিম মনিষী ও চিন্তানায়কগণ বিশ্বসভ্যতার সমৃদ্ধিতে তাদের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন।

প্রিয় পাঠক ! তরুন সমাজকে মুসলিম সভ্যতার অবদান সম্পর্কে অবহিত করা আপনার দায়িত্ব । জ্ঞান-অন্বেষীদের নিকট মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার গুরুত্ব অপরিসীম। নিজের পূর্বসূরীগণের গৌরবজনক অবস্থান জানতে পারলে সামনে পথ চলা সহজতর হবে। নিজের মৌলিকত্ব, মর্যাদা ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

প্রিয় পাঠক ! পশ্চিমি সভ্যতা আপনার সন্তানের উপর নিজেদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। একথা স্যামুয়েল হান্টিংটন এর মত মার্কিন চিন্তাবিদও স্বীকার করেছেন। নিজের সন্তানকে ইসলামের সোনালী অতীত সম্পর্কে সচেতন করুন। নিজের সন্তানকে বুঝিয়ে দিন যে, নিজের মহান অতীতকে জানতে হবে। কিন্তু অতীতের কৃতিত্বের কেবল বাকসর্বস্ব আস্ফালন করে তৃপ্ত থাকলে হবে না। কাজ করতে হবে। প্রচুর, প্রচুর কাজ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিশ্বকে অনেক কিছু উপহার

দিয়েছেন। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি, তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার দেউলিয়াপনা ইন্শা আল্লাহ বিশ্বের নিকট প্রকট হয়ে পড়বে। অবাধ যৌনাচার, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, তালাক, গর্ভপাত ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা এমনিতেই জর্জরিত। তারা চাই আত্মিক শান্তি । তাদেরকে এই শান্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। অনন্য চিন্তাবিদ জর্জ বার্নার্ড শ ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, "হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর ইসলাম ধর্ম আগামী দিনের ইউরোপবাসীগণের নিকট অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য হবে।" জর্জ বার্নার্ড শ আরও বলেছিলেন, "সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষতঃ ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না" (Genuine Islam, volume I)। লন্ডনের 'দৈনিক টাইম্স' লিখেছে, "পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবনতা, পারিবারিক ব্যাবস্থা ধ্বংস ও মাদকাশক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।" (সূত্র ঃ দৈনিক টাইম্স, ৯ই নভেম্বার, ১৯৯৩– ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন ?)

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সেবামুলক কর্মে মহানবীর আদর্শ রূপায়িত করুন

মানবাধিকার বা সার্বজনীন মানবিক মূল্য-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম মৌলিক আদর্শ। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অ্যামনেসটি ইন্টারন্যাশনাল এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বারংবার অভিযোগ করছে। কিন্তু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি-আদর্শ যদি অনুসৃত হত তাহলে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লংঘনের এই ভয়াবহ চিত্র পরিলক্ষিত হত না। প্রিয় পাঠক! বর্তমান সভ্যতার প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মানবতাবাদী নীতি-দর্শন মনোযোগপূর্বক অধ্যায়ন করুন এবং সেই নীতি-দর্শনকে রূপায়িত করুন। বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সর্বাধিক নিকৃষ্ট অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা এবং মানুষকে হত্যা করা।(আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, কোনও অমুসলিম নাগরিককে হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত লাভ করবে না। যদিও বেহেশতের সুঘ্রাণ ৪০ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। (সূত্রঃ সহীহ বুখারী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং আত্মহত্যাকারী শাস্তি স্বরূপ আত্মহত্যার অনুরূপ পন্থায় জাহান্নামে শাস্তিলাভ করবে বলে কঠোর ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন । (সূত্রঃ সহীহ বুখারী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হে মুসলিমগণ! আমার পরে তোমরা কাফেরগণের ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করতে আরম্ভ কর।"(সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বানী ৫ ঃ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আল কুরআন নির্দেশ করে, তারা "(স্ত্রীগণ) হল তোমাদের (স্বামীদের) পোষাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) হলে তাদের (স্ত্রীগণের) পোষাক।" (সূত্র ঃ সূরাহ বাকারাহ–আয়াত নং ১৮৭)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" (আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ! কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অন্য ভাই এর জন্যও তা পছন্দ করে। (আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন লভ্যাংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না। (আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে মুসলিম একজন বিশ্বাসী দাসদাসীকে মুক্ত করবে, মুক্ত দাসদাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কথা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মনে রেখো! যদি কোন মুসলিম অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোনো বস্তু কেড়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমি তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব। (আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দন্ড প্রদান করা যাবে না। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

Pdf by Syed Abul Kwayes

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের যে কতর্ব্য, আশ্রয়প্রার্থী ও যুদ্ধবন্দিদের প্রতি কর্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশি।" (সূত্র ঃ তিরমিযী শরীফ)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ পাক তাকে দয়া করেন না।"(আল হাদীস)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সামর্থের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "বিনিয়োগকারী যেন শ্রমিকের নিকট থেকে তার সামর্থের বাইরে কোন কাজ আশা না করে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে এমন কাজে তাদের যেন বাধ্য করা না হয়।" (সূত্রঃ ইবনে মাজাহ)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব এবং যার সঙ্গে ঝগড়া করবো তাকে আমি পরাজিত করে ছাড়বো। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হল – শ্রমিক থেকে যে পুরোপুরি কাজ আদায় করে কিন্তু সে অনুপাতে পারিশ্রমিক প্রদান করে না। (সূত্রঃ বাইহাকী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (সূত্রঃ বাইহাকী)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ১৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পিতাদেরকে সতর্ক করে বলেন, কন্যা তার জন্য লজ্জার কারণ নয়। বরং কন্যা সন্তান প্রতিপালন তার জন্য জাহান্নামের পথে বাধা এবং জান্নাত লাভের ওয়াসীলা হতে পারে। (আল হাদীস) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন, "যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে লালন পালন করে তাহলে তার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক ঢাল হবে। (সূত্র ঃ নাসাঈ)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বানী ২০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আমল করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণ অন্যায় করা হবে না"। (সূত্র ঃ সূরাহ নিসাহ, আয়াত নং ১২৪)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ২১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ক্ষুধার্তকে খাবার প্রদান কর। পীড়িত ও রুগ্নকে দেখতে যেও। মুসলিম হোক বা অমুসলিম সকল নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য কর।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ২৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কষ্টসূহের মধ্যে কোন কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের কষ্ট সমূহ থেকে তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে দুনিয়াতে ছাড় দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে ছাড় দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষন সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে যায়।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম– পৃঃ ৭০২৮)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ২৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হে মুসলিম নারীগণ! এক প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীর পাঠানো দানকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, যদিও তা ছাগলের পায়ের একটি ক্ষুর হয়।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী পৃঃ ২৫৬৬)

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর বানী ২৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "বিধবা ও অসহায়কে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী – পৃঃ ৬০০৭)

ইয়া আল্লাহ ! আমাদের সকলকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজসেবামূলক কর্মে মহানবীর আদর্শ রূপায়িত করার তৌফীক দান করুন। আমিন!

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই মিষ্টি-মধুর মুমিনসুলভ চারিত্রিক গুনাবলী অনুশীলন করুন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন!! ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই আক্বীদার পাশাপাশি আখলাকের প্রতিও ইসলাম অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একজন মুসলিমের চারিত্রিক গুনাবলী হওয়া উচিত ঈমানের প্রমানবাহী। আসুন! চারিত্রিক গুনাবলী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা অধ্যায়ন করে নিই এবং সেগুলি অনুশীলন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

(ক) মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করবেন না ঃ প্রিয় পাঠক! বর্ণভেদ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, ইসলামে ধিকৃত। কালো-সাদা, ধনী-গরীব, বর্ণ-গোত্র ইত্যাদি ভেদাভেদের ইসলামে স্থান নেই। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ধর্মভীরুতা ভিত্তিক। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হে মানবমন্ডলী ! নিশ্চয় তোমাদের রব এক। তোমাদের পিতা এক। অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়া ভিত্তিক" (সূত্র ঃ মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বাল, দ্বাদশ খন্ড, পৃঃ ২২৬)। সুতরাং নেক আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন।

(খ) সত্যবাদী হন ঃ প্রিয় পাঠক ! সত্যবাদীতা মুমিনের বৈশিষ্ট। সত্যবাদীতা মুমিনের অলঙ্কার। সত্যবাদীতা মুমিনের পরিচয়। আসুন একনজরে সত্যবাদীতার গুরুত্ব এবং মিথ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলীর প্রতি নজর বুলিয়ে নিই ঃ

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ১ ঃ আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গে থাক।" (সূত্র ঃ সূরাহ আত তওবা, আয়াত নং ১১৯)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা তাদের উপকার করবে। তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গ, যার নিম্নে প্রবাহিত হবে নদী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল মায়েদা, আয়াত নং ১১৯)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি–

(১) কথা বললে মিথ্যা বলে

(২) প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং

(৩) তার কাছে আমানত রাখলে খিয়ানত করে।

(সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৪ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমার মা একদিন আমাকে ডাকলেন। আমার মা বললেন, 'এসো! আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব।' হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার মাকে বললেন, তুমি ওকে কী দিতে চেয়েছো? মা বললেন– আমি ওকে খেজুর দিতে চেয়েছি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি ওকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমল নামায় একটা মিথ্যা লেখা হত।' আবূ হুরাইরা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার শিশুকে বলল, এসো,নাও । তারপর তাকে সে কিছু দিল না, তবে তা হবে মিথ্যা। (সূত্র ঃ আহমদ ইবনে হাম্বাল)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৫ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানাত।" (সূত্র ঃ সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ৬১)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদান করা, মানুষকে হত্যা করা, কোন জিনিসকে কেন্দ্র করে মিথ্যা শপথ নেওয়া।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৭ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "মুর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩০)

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাতের আমল কি? তিনি উত্তর দিলেন, সত্যবাদীতা।

সত্যবাদীতা সম্পর্কে বানী নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদীতা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পূণ্য নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে। নিশ্চয়ই মানুষ যখন সর্বদা সততা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী বলে তালিকাভুক্ত হয় এবং মিথ্যা অবশ্যই

Pdf by Syed Abul Kwayes

পাপাচারের পথ দেখায় এবং পাপাচার নরকের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যা বলতে বলতে মানুষ আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

প্রিয় ভাই! সত্যবাদীতা সকল কল্যাণের এবং মিথ্যাচার সকল অনিষ্টের মূল। নিজের সন্তান-সন্ততীকে ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তুলুন।

(গ) আমানত রক্ষা করুন

প্রিয় পাঠক! আপনার নিকট কেউ আমানত রাখলে তা আদায় করুন। সহীহ বুখারীর হাদীসে রয়েছে, আমানত রক্ষা না করা মুনাফিকের একটি লক্ষণ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত সমূহ তার হাকদারগণের নিকট আদায় করতে।" (সূত্র ঃ সূরাহ আন নিসা, আয়াত নং ৫৮)

(ঘ) অঙ্গীকার পূর্ণ করুন

প্রিয় ভাই ! আল্লাহপাক নির্দেশ দান করেছেন, "অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূত্র ঃ সূরাহ ইসরা, আয়াত নং ৩৪)। সহীহ বুখারীর হাদীসে রয়েছে অঙ্গীকার পূর্ণ না করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) বিনয়ী আচরণ করুন

প্রিয় পাঠক! অন্যের সঙ্গে বিনয়ী আচরণ করা আল্লাহ পাকের নিকট খুব পছন্দনীয় কর্ম। আল্লাহপাক বলেন, "তুমি তোমার বাহুকে বিশ্বাসীদের জন্য অবনমিত কর।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল হিজর, আয়াত নং ৮৮) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহপাক আমাকে ওহী দ্বারা জ্ঞাত করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও যেন একজন অপরজনের নিকট অহংকার না করে। একজন অন্যজনের উপর যেন সীমালঙ্ঘন না করে।" (সূত্র ঃ মুসলিম শরীফ)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সুব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে সুলামা বিন উসমান ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অংশগ্রহণ করার পর বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহর শপথ! ধরিত্রীতে আপনার চেহারার চেয়ে অপছন্দনীয় চেহেরা আমার নিকট অন্যটি ছিল না। এখন আমার নিকট আপনার চেহেরা সর্বাধিক প্রিয়। আমার নিকট আপনার ধর্মের চেয়ে অপছন্দীয় ধর্ম অন্যটি ছিল না। এখন আপনার ধর্মই

আমার নিকট প্রিয়তম ধর্ম। ধরিত্রীতে আপনার দেশ ছিল আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। এখন আপনার দেশ আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৭২)

(চ) অতিথি আপ্যায়ন করুন

প্রিয় পাঠক ! উত্তম চারিত্রিক গুনাবলীর একটি হল আতিথেয়তা। সুতরাং অতিথিকে সম্মান করুন এবং আপ্যায়ন করুন। সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

(ছ) দয়া ও ভালোবাসা দেখান

প্রিয় ভাই! ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম ক্ষমার ধর্ম। ইসলাম দয়ার ধর্ম। অন্যকে দয়া দেখান ও ভালোবাসা দিন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। স্বয়ং আল্লাহ পাক তার মাহবূব সম্পর্কে বলেন, "আমি তো আপনাকে কেবল সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি" (সূত্র ঃ সূরাহ আল আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)। দয়ার নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষাদানের প্রেমসিক্ত আদর্শ সম্পর্কে মুআবিয়া ইবনুল হাকাম বলেন, "আমার পিতা-মাতা তার জন্য উৎসর্গ হোক! শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি তার ন্যায় শিক্ষক কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি অন্যায় করা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেন নি, কটু কথা বলেন নি" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা মানুষের উপর সহজ কর। কঠিন করো না। তাদের সুসংবাদ দাও। আতঙ্কিত করো না। আনুগত্য করো। মতবিরোধ করো না।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৪৪)

(জ) দানশীল হন ঃ

প্রিয় পাঠক! দানশীলতা ও বদান্যতা ইসলামে অতিমর্যাদাপূর্ণ কর্ম। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যায় করে এবং যা খরচ করে তা থেকে কারো প্রতি অনুগ্রহ ও কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্য না করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে না।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত নং ২৫২)

Pdf by Syed Abul Kwayes

(ঝ) ন্যায় পরায়ণ হন

প্রিয় পাঠক ! আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, "ন্যায় কর। এটা তাক্বওয়ার খুব নিকটবর্তী। (সূরাহ আল মায়িদা, আয়াত নং ৮)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিগণ আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বারের উপর বসবে। তারা হল সে সব লোক, যারা বিচার-মিমাংসার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং যে দায়িত্ব পেয়েছে তাতেই ইনসাফ করে।"

(ঞ) চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করুন

প্রিয় পাঠক! চারিত্রিক পবিত্রতা আমল গৃহীত হওয়ার মৌলিক শর্ত। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও। আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। যখন কেউ কথা বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন যেন খেয়ানত না করে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর। তোমাদের হস্তদ্বয় সংযত কর। তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত কর।" (সূত্র ঃ তাবারানী)

****

চতুর্দশ অধ্যায়

আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায় করুন

প্রিয় পাঠক! এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের হক বা অধিকার রয়েছে। বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর হক। এই হক আদায় করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল কুরআনের ভাষায়, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরাহ আল হুজুরাত, আয়াত নং ১০)। এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশাবলী পাঠ করুন এবং সেই নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করুন ঃ

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ১ ঃ আল্লাহপাক বলেন, "ক্ষমতায় আসীন হলে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পার এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে পার। এদের উপরই আল্লাহ পাক লানত করেছেন এবং তাদেরকে বধির ও অন্ধ করেছেন। (সূত্র ঃ সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত নং ২২-২৩)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ পাক সৃষ্টিকুলকে সৃষ্ট করা সমাপ্ত করলে রক্ত-সম্পর্ক আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়াল এবং বলল, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তার থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।' আল্লাহপাক বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে একত্রিত করবে আমি তার সঙ্গে মিলিত হব, এবং যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার থেকে ছিন্ন হব, এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? জবাবে সে বলল, 'হে রব, অবশ্যই।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৩০)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর ইবাদত, সালাত, সত্যবাদীতা, চারিত্রিক শুভ্রতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ করেন। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮০)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিজিক প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৫)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

Pdf by Syed Abul Kwayes

আলাইহি অসাল্লাম বললেন, যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্ভাব রাখে, সৎকার্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে অধিক নিষেধ করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তোমাদের একজনের সঙ্গে তার ভাইয়ের বিবাদ হবে। যদি সে জানতো যে তার ও এর মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্কের কী গুরুত্ব রয়েছে তাহলে তারা তাদের এই সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখতো। (সূত্রঃ তফসীরে তাবারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৭ ঃ হযরত আতা বিন আবী রাবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার আত্মীয়ের জন্য খরচ করাকে দরিদ্র ব্যক্তির জন্য এক হাজার টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। একজন তাকে প্রশ্ন করল, যদি আত্মীয়টি ধন্যাঢ্যতায় আমার মতো হয় তবুও? তিনি বললেন, যদি সে তোমার চেয়েও অধিক বিত্তশালী হয় তবুও। (সূত্র ঃ ইবনে আবী দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক, পৃঃ ৬২)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সূত্রঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৮৫)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যাবহার কর, তাতে তুমি মুসলমান হবে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ১১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির উৎপীড়ন হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে মুসলিম নয়।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ১২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যখন তোমার প্রতিবেশীর কুকুরকে ঢিল মার, তুমি প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দাও।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ইসলামী নির্দেশাবলী নং ১৩ ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "প্রতিবেশীর হক হল ঃ

(১) তাকে প্রথমে সালাম দিবে।

(২) তার অসুখের সময় তাকে দেখতে যাবে।

(৩) তাকে বিপদে সহানুভূতি জানাবে।

(৪) তার দুঃখে দুঃখী হবে এবং তার সুখে সুখী হবে।

(৫) তার দোষ-ত্রূটি ক্ষমা করবে।

(৬) ছাদের উপর থেকে তার গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করবে না।

(৭) তার দেওয়ালের উপর তোমার কড়িবর্গা রেখে তাকে কষ্ট দিবে না।

(৮) তার আঙ্গিনাতে জল ফেলবে না।

(৯) তোমার গৃহের পাশ দিয়ে বা সীমানার ভিতর দিয়ে তোমার প্রতিবেশী তার গৃহের জল নিস্কাসনের নর্দমা নির্মান করলে তা বন্ধ করিও না।

(১০) তার গৃহে যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ করো না।

(১১) তার গৃহে যে যাহা বহন করে নিয়ে যায়, তার দিকে দৃষ্টিপাত করো না।

(১২) তার দোষত্রূটি প্রকাশ হয়ে পড়লে তা ঢেকে রাখবে।

(১৩) যদি সে কোন বিপদে পতিত হয়, তাহলে তা তাড়াতাড়ি দূর করার চেষ্টা করবে।

(১৪) তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহের তত্ত্বাবধান করবে।

(১৫) তার নিন্দা শ্রবন করবে না।

(১৬) তার পুত্র-কন্যাগণের সঙ্গে সস্নেহে কথা বলবে।

(১৭) দুনিয়া ও ধর্ম সম্পর্কে যা সে অবগত নহে, তাকে তা জানিয়ে দিবে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্রোধ-অহঙ্কার-গীবত-রীয়া বর্জন করুন

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন ! ইসলামী আচরনবিধি অনুযায়ী, শান্তিপূর্ণ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করা একজন মুসলিমের মৌলিক দায়িত্ব। সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ যদি কোন মুসলিমের চরিত্রে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তা ঐ ব্যক্তিকে হিদায়েত বা সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। সমাজকে সজ্জিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিমের এবং এজন্য অপরিহার্য হল নিন্দনীয় বিষয় সমূহ বর্জন করা। আসুন এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলীর উপর চোখ বুলিয়ে নিই ঃ

গীবত সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ

গীবত সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ১ ঃ আল্লাহপাক বলেন, "তোমরা কেউ কারো গীবত করো না, তোমরা কি কেউ নিজের মৃত ভাই এর মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? একে তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।" (সূত্রঃ সূরাহ হুজুরাত, আয়াত নং ১২)

গীবত সম্পর্কে শীরয়তের নির্দেশ নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জান, কাকে গীবত বলে? সাহাবাবর্গ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামই ভালো জানেন। তিনি (রসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তাই গীবত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমি যে দোষের কথা বলি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তর দিলেন, তুমি যে দোষের কথা বল, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তবে তুমি অবশ্যই তার গীবত করলে আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ। (সূত্র ঃ মুসলিম শরীফ)।

গীবত সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।"(সূত্র ঃ সূরাহ হুমাযাহ, আয়াত নং ১)

গীবত সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "পরনিন্দা হতে সতর্ক থাকবে। পরনিন্দা যেনা থেকেও জঘণ্যতর পাপ। কোন লোক যেনা করে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করতে পারেন কিন্তু যে পর্যন্ত নিন্দিত ব্যক্তি ক্ষমা না করে, সে পর্যন্ত পরনিন্দাকারীর তওবা কবুল হয় না। (সূত্রঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

গীবত সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মিরাজের সময় আমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমন্ডল ও শরীর আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা নিজ ভাইদের গীবত করত ও ইজ্জতহানি করত। (সূত্র ঃ মাযহারী)

ক্রোধ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ

ক্রোধ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ১ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিন। তিনি বললেন, ক্রোধ করিও না। সেই লোকটি পুনরায় নিবেদন করল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ক্রোধ করিও না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ক্রোধ সম্পর্কে শরীয়াতের নির্দেশ নং ২ ঃ হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন, যার ফলে আমি মঙ্গলের আশা করতে পারি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ক্রোধ করিও না। হযরত ইবনে উমর আরও দুবার একই নিবেদন করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেক বারই বললেন, ক্রোধ করিও না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ক্রোধ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল আমাকে আল্লাহর ক্রোধ হতে কোন বস্তু রক্ষা করবে ? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ক্রোধ প্রকাশ করিও না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ক্রোধ সম্পর্কে শারীয়তের নির্দেশ নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা

Pdf by Syed Abul Kwayes

শক্তিশালী বিবেচনা কর ? সঙ্গীগণ বললেন, এমন ব্যক্তি যাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তা নয়। ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী যে ক্রোধের সময় তার প্রবৃত্তিকে দমন রাখতে পারে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

ক্রোধ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সির্কা যেমন মধু নষ্ট করে, ক্রোধ সেরূপ ঈমানকে নষ্ট করে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন। হযরত মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ইবলীস বলে, আদম সন্তান আমাকে তিনটি বিষয়ে ব্যর্থ করতে পারবে না। (ক) যখন তাদের মধ্যে কেউ নেশায় বিভোর হয়, আমরা তার নাকে দড়ি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা টানি এবং আমাদের পছন্দমত কাজ করিয়ে নিই। (খ) যখন কেউ ক্রুদ্ধ হয়, সে এমন বাক্য উচ্চারণ করে যা তার জানা থাকে না, সে এমন কাজ করে যাতে সে অনুতপ্ত হয়। (গ) সে এমন বস্তুতে কৃপণতা করে যা তার অধিকারে থাকে এবং তাকে এমন কাজে নিযুক্ত করি যা তার শক্তির বহির্ভূত। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)। আল্লাহ পাক কোন পূর্ব ধর্ম গ্রন্থে বলেছেন, হে আদম সন্তান! যখন তোমার ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ করিও। তাহলে যখন আমার ক্রোধ হয়, তখন আমি তোমাকে স্মরণ করব। যাদেরকে ধ্বংস করব, তোমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করব না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

অহঙ্কার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়াতের নির্দেশ নং ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" (সহীহ মুসলিম)। অহংকার হল, সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অহংকার করে তার কাপড় কে ঝুলিয়ে পরিধান করে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত সে ব্যক্তি যে ইচ্ছা করে বেশী কথা বলে, কথার মাধ্যমে মানুষের উপর অহংকার করে এবং যে ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বলে অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে।

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে যখন তার নাম জাব্বারীনদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন তাকে এমন শাস্তি গ্রাস করে যা অহংকারীদের গ্রাস করেছিল। (সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২০০০)

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্বের সময়ের এক ব্যক্তি একটি কাপড় ও লুঙ্গি পরিধান করে এবং তার চুলগুলি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে অহংকার সহকারে হাঁটছিল। কাপড়দ্বয় লোকটিকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত লোকটিকে মৃত্তিকার মধ্যে পুঁততে থাকবেন এবং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতে থাকবে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯)

অহঙ্কার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইজার। যে ব্যক্তি এই দুই বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় আমার নিকট থেকে কেড়ে নেয়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

অহঙ্কার সম্পর্কে শারীয়তের নির্দেশ নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে মনে মনে বড় মনে করে এবং হাঁটার সময় অহংকার করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করবে যে অবস্থায় আল্লাহপাক তার উপর ক্ষুদ্ধ। (সূত্র ঃ আহমদ বিন হাম্বাল, হাদীস নং ৫৯৫৯)

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কলহ ও সহিংসতা বর্জন করুন

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! কলহ এবং সহিংস ক্রিয়াকলাপ পরিহার করা এবং এগুলিকে ঘৃণা করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। মানবতাবাদের কান্ডারী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসারী হয়ে একজন মুমিন কিভাবে ঝগড়া-বিবাদ ও সহিংস কর্মাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং আল্লাহর আউলিয়াবর্গ এ জিনিসগুলিকে অন্তরের কঠিন ব্যাধি বিবেচনা করতেন এবং মুসলিমগণকে এগুলো পরিহার করার নির্দেশ দিতেন। আসুন ! এই ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে আমরা ইসলামের নীতিমালা জেনে নিই এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি যে অধিক ঝগড়া-বিবাদ করে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৬৭)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিতর্ককে পরিহার করে যদিও সে হকের পক্ষে হয়, আমি তার জন্য বেহেশতের পার্শ্ববর্তী একটি প্রাসাদের দায়িত্বশীল। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৮০০)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আলেমগণের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য এবং মুর্খদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য বা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জন করে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে ঢুকাবেন। (সূত্র ঃ তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬৪৫)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমরা যদি দুটি জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। একটি হল দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থান জিহ্বা এবং অন্যটি হল দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান লজ্জাস্থান। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দিন)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে পর্যন্ত কোন লোকের হৃদয় ঠিক না হয়, সে পর্যন্ত তার ঈমান ঠিক হয় না। যে পর্যন্ত তার রসনা ঠিক না হয়, তার হৃদয় ঠিক হয় না। যে ব্যক্তির অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ঐ বান্দাকে দয়া করুন যে কথা বলে সওয়াব অর্জন করে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে নিরাপদ থাকে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হস্ত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সূত্র ঃ তিরমিযী–সুনান, হাদীস নং ২৬২৭)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হস্ত এবং জিহ্বা থেকে সকল লোক নিরাপদ থাকে।" (সূত্র ঃ নাসাঈ–সুনান, হাদীস নং ৪৯৯৫)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ১১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মুমিন ঐ ব্যক্তি যার নিকট মানুষ স্বীয় প্রাণ এবং মালপত্র নিরাপদ বিবেচনা করে।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৩৪)

কলহ ও সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের হুঁশিয়ারী নং ১২ ঃ জুমআতুল বিদার ঐতিহাসিক খুৎবায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

Pdf by Syed Abul Kwayes

মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে বলেন, "তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ একে অপরের জন্য আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতই ঐ দিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ যেদিন তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে, আমার পর পরস্পরকে হত্যা করে কাফের হয়ে যেও না। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৫৪)

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! একজন মুসলিম কখনো সন্ত্রাসমূলক কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। ইসলাম সার্বজনীন শান্তি ও মানবতার ধর্ম। যদি কোন পাপিষ্ট আল কুরআন এবং ইসলামের নাম ব্যবহার করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের জন্য সন্ত্রাসমূলক কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তা ঘৃণ্য অপরাধ ও ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। আল কায়দা, তালিবান প্রভৃতি জঙ্গী গোষ্ঠীসমূহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাদের সহিংসা ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরুদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সর্বাধিক মর্মান্তিক সন্ত্রাসবাদী কর্মাবলীর সঙ্গে মুসলিমগণ কখনো জড়িত ছিল না। আসুন! একটু ভাবি!

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কে আরম্ভ করেছিল ? লাখ লাখ মানুষকে কারা হত্যা করেছিল ? মুসলিমরা ? না।

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে আরম্ভ করেছিল ? লক্ষ লক্ষ মানুষকে কারা হত্যা করেছিল ? মুসলিমরা ? না।

* হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে পাশবিক ভাবে খুন করেছিল কারা ? মুসলিমরা ? না।

* উত্তর আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইন্ডিয়ানদের হত্যা করেছিল কারা ? মুসলিমরা ? না।

* প্রায় ১৮ কোটি আফ্রিকাবাসীকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল কারা ? মুসলিমরা ? না।

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! আল্লাহপাক তো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। কেবল মানুষই নয়, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পশুপাখির প্রতিও দয়াশীল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সমস্ত সৃষ্ট জীবই আল্লাহর শিশুস্বরূপ। যারা এই শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তারা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। বিড়ালটিকে সে বেঁধে ছিল এবং ঐ অবস্থায় সেটি মারা যায়। এই কারণে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সে যখন বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল তখন তাকে খেতেও দেয় নি, পান করতেও দেয় নি এবং বন্ধনমুক্তও করে দেয় নি যাতে সে যমীনের পোকামাকড় খেতে পারে।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে শান্তিময়-করুণাসিক্ত-ক্ষমাপূর্ণ ইসলাম ধর্মের চিরায়ত আদর্শ অনুসরণ করার তৌফীক দিন। আমীন !

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ

পিতামাতার হক আদায় করুন

প্রিয় পাঠক!! বান্দাহর হকের মধ্যে পিতামাতার ও সন্তানের হক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জেনে রেখো যে, আত্মীয় যতই নিকট হয়, তার হকও ততই অধিক হয়। তন্মধ্যে পিতা-মাতার হক অসীম। পিতা-মাতার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান, তা সর্বপ্রকার সম্পর্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)। পিতা-মাতার হক সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ১ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, সময় মতো নামায আদায় করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন আমল সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, এর পরে কোন আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয় ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ২ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে এসে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন ? সে বলল, হ্যাঁ, উভয়েই জীবিত আছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, যাও, তাদের ভালো করে সেবা কর। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি লজ্জিত হোক, ঐ ব্যক্তি লাঞ্জিত হোক যে পিতা-মাতার কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে। তার পরেও জান্নাতে যেতে পারে নি। (সূত্র ঃ মুসলিম শরীফ)

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ৪ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদিন এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কে সর্বাধিক সদ্ব্যাবহার পাওয়ার অধিকারী ? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তোমার মা। এভাবে সে তিনবার জিজ্ঞাসা করল। প্রত্যেকবারই তিনি উত্তর দিলেন, তোমার মা। চতুর্থবারে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, তখন বললেন, তোমার পিতা। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, পিতা-মাতা তোমার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম। (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ–হাদীস নং ৩৬৬২)

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সকল গুনাহর শাস্তি আল্লাহ চায়লে কিয়ামত দিবসের জন্য অবশিষ্ট রাখেন। তবে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেন। (সূত্র ঃ হাকিম–মুসতাদরাক, হাদীস নং ৭৩৫৪)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পিতা-মাতার প্রতি দয়া করুন। আমীন !

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ

সন্তানের হক আদায় করুন

প্রিয় পাঠক ! দিন দিন অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী কর্মাদী সমাজ ব্যাবস্থাকে গ্রাস করছে। এই লাজুক পরিস্থিতিতে আপনার প্রিয় সন্তান যেন বিপথগামী না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানের হক সম্পর্কে নির্দেশ নং ১ ঃ আল্লাহপাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনগণকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূত্র ঃ সূরাহ তাহরীম, আয়াত নং ৬)

সন্তানের হক সম্পর্কে নির্দেশ নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই দেখা শোনাকারী। এই দেখা শোনার বিষয়ে সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

সন্তানের হক সম্পর্কে নির্দেশ নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিন ধরণের আমল ব্যাতীত অন্যান্য সমস্ত আমলের সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলি হল সদকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা এবং ধার্মীক সন্তান যে তার পিতা–মাতার জন্য দুআ করে। (সূত্র ঃ মুসলিম)

সন্তানের হক সম্পর্কে নির্দেশ নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

হে অভিভাবক ! আল্লাহপাক আপনাকে সন্তান-সন্ততির ন্যায় অতুলনীয়, আকর্ষণীয় ও প্রাণস্নিগ্ধকারী উপহার প্রদান করেছেন। তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন। এমনভাবে মানুষ করুন যেন তারা এই দুনিয়াতে সুখী থাকে, পরকালেও সুখী থাকে। আপনার উপর আপনার সন্তানের হক আছে। আল্লাহ ও তার মাহবূব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় এই হকগুলি আদায় করুন। ইন্‌শা আল্লাহ, আপনি ও আপনার সন্তান উভয়েই আনন্দে থাকবেন।

সন্তানের প্রথম হক – কানে আযান দিন ঃ সন্তান ভূমিষ্ট হলে প্রথমেই স্নান করিয়ে ডান কানে আযান দিন। আবূ রাফে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে হাসান ইবনে আলীর কানে আযান দিতে দেখেছি। (সূত্র ঃ সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫১০৫)

সন্তানের দ্বিতীয় হক – সুন্দর নাম রাখুন ঃ সন্তানের সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বহু অবাঞ্ছিত নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

সন্তানের তৃতীয় হক – আক্বীকা দিন ঃ সামর্থ্য হলে সন্তানের আক্বীকা দিন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আক্বীকা প্রদানে উৎসাহ দিয়েছেন। (সূত্র ঃ সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৮৩৮)

সন্তানের চতুর্থ হক – খাতনা দিন ঃ পুত্র সন্তানের খাৎনা দেওয়া সুন্নত। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের সপ্তম দিনে আক্বীকা এবং খাৎনা করিয়ে ছিলেন। (সূত্র ঃ আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং ৬৭০৮)

সন্তানের পঞ্চম হক – আল্লাহর একত্ববাদ শিক্ষা দিন ঃ নিজের সন্তানকে শৈশবেই কলেমা তৈয়াবাহ, কলেমা শাহাদাত, কলেমা তওহীদ, কলেমা তামজীদ, কলেমা রদ্দেকুফর, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাস্‌সাল শিক্ষা দিন। এগুলির অর্থ সুচারু রূপে তাকে বুঝিয়ে দিন। তাকে আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, ইমাম, মুহাদ্দিস এবং আল্লাহর আউলিয়া বর্গের মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষা দিন।

সন্তানের ষষ্ঠ হক – আল কুরআন শিক্ষা দিন ঃ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তার মধ্যে একটি হল তাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দেওয়া। (সূত্র ঃ জামেউল কাবীর)

সন্তানের সপ্তম হক – নামায শিক্ষা দিন ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও। দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং ঘুমানোর জন্য পৃথক স্থান দাও । (সূত্র ঃ সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫)

Pdf by Syed Abul Kwayes

সন্তানের অষ্টম হক – ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন ঃ আল কুরআনে নির্দেশিত আছে, "আর যমীনে দম্ভ ভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চই আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূত্র ঃ সূরাহ লুকমান, আয়াত নং ১৮)

সন্তানের নবম হক – ভালোবাসা ও আদর দিন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে চুম্বন দিলেন এবং আদর করলেন। সেখানে হযরত আকরা ইবনে হাবিস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশজন সন্তান রয়েছে কিন্তু কখনো তাদেরকে আদর করিনি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, যে অন্যের প্রতি দয়া করে না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী – ৫৯৯৭)

সন্তানের দশম হক – আদর্শ শিক্ষা দান করুন ঃ সন্তানকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন। সে যেন নাস্তিকতা ও গোমরাহ ফির্কাসমূহকে খন্ডন করতে পারে এবং ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে পারে। হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।" (সূত্র ঃ সুনান–ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)

সন্তানের একাদশ হক – স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করুন ঃ সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা পিতা-মাতার কর্তব্য। সে যেন বড় হয়ে উপার্জন করতে সক্ষম হয় তা সুনিশ্চিত করাও পিতা-মাতার কর্তব্য। উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম আবূ সালমার সন্তানের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৬৯)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমার সন্তানগণকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী রেখে যাওয়া অভাবী ও মানুষের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১২৯৫)

সন্তানের দ্বাদশ হক – সঠিক সময়ে বিবাহ দিন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই

পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে যে, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার বিবাহ দিবে। (সূত্র ঃ জামেউল কবীর)

সন্তানের ত্রয়োদশ হক – অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখুন ঃ আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন কর।" (সূরাহ তাগাবুন, আয়াত নং ১৪)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সঙ্গে সাদৃশ্যতা রাখবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। (সূত্র ঃ সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১)

হে আল্লাহ ! আপনি আমাদেরকে এমন সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে এবং ইসলামের সেবা করবে। আমীন !

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

উনবিংশ অধ্যায়

পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সুন্দর জীবন-যাপন করুন

প্রিয় বোন আমার ! প্রিয় ভাই আমার !! মুসলিম উম্মাহ হল শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরাই মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ১১০)। তাই একজন মুমিনের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব অগণিত। এই দায়িত্ব সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনই মুমিন জীবনের সৌন্দর্য। প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন আমার ! পৃথিবীর সর্বাধিক মধুর সম্পর্কটি হল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আপনি যদি স্বামী হন তাহলে ইসলামের আলোকে স্ত্রীর অধিকারগুলোকে সঠিকভাবে নিরুপন করুন এবং মূল্যায়ণ করুন। আপনি যদি স্ত্রী হন, তাহলে ইসলামের আলোকে স্বামীর অধিকারগুলিকে সঠিকভাবে নিরুপন করুন এবং মূল্যায়ণ করুন। পরস্পর পরস্পরের হক আদায় করুন। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করুন। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসুন। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন, "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোষাক এবং তোমরাও (স্বামীরা) তাদের পোষাক।" (সূত্র ঃ সূরা আল বাকারাহ, আয়াত নং ১৮৭)

ইসলামের আলোকে স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন আমার ! স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারকে ইসলামের অনুপম বিধানের আলোকে উপলব্ধি করে নিন এবং মনোরম জীবন-সৌন্দর্যের জ্যোতিতে পরিবারকে স্বর্গীয় করে তুলুন।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, যেমন নারীদের উপর তাদের (পুরুষদের) অধিকার রয়েছে, অনুরূপ নারীদেরও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। তবে তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূত্র ঃ সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত নং ২২৮)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোষাক এবং তোমরাও (স্বামীগণ) তাদের পোষাক।" (সূত্র ঃ সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন-যাপন কর।" (সূত্র ঃ সূরাহ আন নিসা, আয়াত নং ১৯)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের নিকট ভাল, সেই সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট ভাল। (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ–হাদীস নং ১৯৫৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৫ ঃ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যেমন আমার সহধর্মীনির জন্য সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্ব নিকৃষ্ট বিবেচিত হবে সেই ব্যক্তি যে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৭ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা সৎ কর্ম করতে এবং সংযমী হতে পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ ও শত্রুতার বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করো না।" (সূত্র ঃ সূরাহ মায়িদা, আয়াত নং ২)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে নারী পাঁচবার নামায পাঠ করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী, বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।" (মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল, হাদীস নং ১৫৭৩)। তবে আল্লাহ ও তার রসূলের বিধানাবলীর অমান্য করার বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য অবৈধ।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৯ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "পুরুষ হচ্ছে কর্তা – নারীদের উপর। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষগণ তাদের উপর ধনসম্পদ ব্যয় করে।" (সূত্র ঃ সূরাহ আন নিসা, আয়াত নং ৩৪)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১০ ঃ আল্লাহ পাক নারীগণকে সম্বোধন করে বলেন, "এবং নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান কর এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পদর্হীনতা।" (সূত্র ঃ সূরাহ আহযাব, আয়াত নং ৩৩)

Pdf by Syed Abul Kwayes

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘরের জিম্মাদার। এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৪৬)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে ঘরে প্রবেশে অনুমতি দানে নিষেধ করছেন। তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে বিছানায় জায়গা না দেওয়া স্ত্রীগণের কর্তব্য।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৩৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। অনুরূপ অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া বৈধ নয়।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৬৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১৪ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "এবং নারীদেরকে তাদের 'মহর' সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করো। অতঃপর যদি তারা সন্তুষ্ট মনে 'মহর' থেকে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে দেয় তবে তা খাও স্বচ্ছন্দে।" (সূত্র ঃ সূরাহ নিসা, আয়াত নং ৪)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১৫ ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "সামর্থ্যবান যেন স্বীয় সামর্থ্য –উপযোগী ব্যয় করে এবং যার উপর তার জীবিকা সংকীর্ণ করা হয়েছে সে তা থেকেই ব্যয় করবে যা তাকে আল্লাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা চাপান না। কিন্তু সেই পরিমাণ, যতটুকু তাকে প্রদান করছেন। অবিলম্বে আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি প্রদান করেন।" (সূত্র ঃ সূরাহ তালাক, আয়াত নং ৭)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তোমরা নারীদের বিষয়ে কল্যাণকামী। তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি একে সোজা করতে চাইলে ভেঙে ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও এবং তাদের সম্পর্কে সৎ উপদেশ গ্রহণ কর। (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "দাইয়ুস (অসতী নারীর

অভিভাবক, যে স্বীয় অধিনস্থ নারীদের অপকর্ম সহ্য করে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সূত্র ঃ দারিমী, হাদীস নং ৩৩৯৭)

প্রিয় ভাই আমার! স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে নিম্নের এই ১৫টি টিপস অনুসরণ করুন

১. প্রিয় ভাই! আপনার স্ত্রীকে পরকাল সম্পর্কে সচেতন করুন। তাকে নিজের মত করে গড়ে তুলুন। তার ব্যাক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশে উদ্যোগী হন।

২. স্বীয় স্ত্রীকে আকন্ঠ ভালোবাসুন। তার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন।

৩. আপনার স্ত্রীর সুকর্ম ও অবদানকে স্বীকৃতি দিন।

৪. স্বীয় স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হন। এ সম্পর্কে নুন্যতম বিচ্যুতি ইসলামের আদালতে অপরাধ।

৫. স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে হাসি মুখে আন্তরিকভাবে কথা বলুন।

৬. আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। তার পরামর্শকে গুরুত্ব দিন।

৭. তার ত্রূটিসমূহ তাকে নমনীয় ভাবে ধরিয়ে দিন এবং সংশোধন করতে সাহায্য করুন। ছোট ছোট ত্রূটিসমূহ এড়িয়ে যান। অন্যের সামনে তাকে অপমানিত করবেন না।

৮. পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করুন এবং পরিপাটি থাকুন।

৯. আপনার স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখুন।

১০. অন্যের নিকট আপনার স্ত্রীর সমালোচনা করবেন না। স্মরণ রাখবেন, আপনি তার পোষাক।

১১. সাংসারিক কাজকর্মে আপনার স্ত্রীকে সাধ্যমতো সহায়তা করুন।

১২. আপনার স্ত্রীকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব দিন। সাংসারিক খরচের পাশাপাশি তাকে কিছু হাত খরচও দিন। স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করবেন না।

১৪. আপনার স্ত্রীকে প্রতিদিন কিছু সময় ইসলামিক জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করুন। যদি সে শুদ্ধ ভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তাকে শিক্ষা দিন।

১৫. সন্তান-সন্ততি যেন আদর্শ মানুষ হিসেবে বড় হতে পারে এবং ইসলামের প্রচারক হয়ে সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে, সে সম্পর্কে স্বীয় স্ত্রীকে যত্ন নিতে বলুন।

Pdf by Syed Abul Kwayes

প্রিয় বোন আমার! স্বীয় স্বামী সম্পর্কে নিম্নের এই ২৬টি টিপস অনুসরণ করুন

১. স্বামীর লক্ষ, উদ্দেশ্য, চাহিদা, আকাঙ্খা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিন এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বামীকে সহযোগীতা করুন।

২. স্বামীকে বুঝান, প্রকৃত গন্তব্যস্থল হল পরকাল। পরকালের জন্য নিজে প্রস্তুত হন এবং আপনার স্বামীকে প্রস্তুত করুন।

৩. আপনার স্বামীর মনকে জানুন। বুঝুন। আপনার স্বামীর সুখে-দুঃখে, বিরহ-বেদনায়, আনন্দে-যন্ত্রনায় সঙ্গে থাকুন।

৪. আপনার স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করুন । আপনার স্বামীর সাফল্য ও খ্যাতি আপনারই। এমার্সন বলেছেন, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া সম্পন্ন হয়নি।

৫. আপনার স্বামীকে প্রতিটি কাজে উৎসাহিত করুন। প্রতিটি কাজে অনুপ্রাণিত করুন। তাকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করুন।

৬. আপনার স্বামীকে দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করুন। স্বামীকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করুন।

৭. স্বামীর কর্মে সহায়তা করার মনোভাব গড়ে তুলুন। স্বামীর কর্মে সহায়িকা হয়ে উঠুন। বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিউবার অন্ধ হয়ে গেলে, তার স্ত্রী তাকে বিখ্যাত করার উদ্দেশ্যে তাকে বই পড়ে শোনাতেন।

৮. স্বামীকে বোঝান, ব্যার্থতা এলেও সাফল্য অর্জন অসম্ভব নয়।

৯. আকস্মিক দূর্যোগে মনকে সুদৃঢ় রাখুন।

১০. স্বামীর কাজটিকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলুন। স্বামীর কর্মসংক্রান্ত বিষয়ে বিরক্ত হবেন না।

১১. অপ্রয়োজনে স্বামীর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

১২. স্বামীকে সুখী করা নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুন। পারিবারিক জীবনকে সুখে রাখুন।

১৩. গৃহের পরিবেশকে আকর্ষনীয় ও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলুন। আপনার স্বামীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দকে অগ্রাধিকার দিন। দৈনন্দিন জীবনে আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ করুন।

১৪. আপনার স্বামীকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করুন। আপনার স্বামীর গুনাবলীকে গুরুত্ব দিন। তার ত্রুটিসমূহ সংশোধনে তাকে নমনীয় ভাবে সাহায্য করুন।

১৫. স্বামীর আয় বুঝে ব্যয় করুন।

১৬. স্বামীর শরীরের দিকে নজর দিন। স্বামীকে অতিরিক্ত কাজ করতে দিবেন না। আপনার স্বামীর পরিমিত বিশ্রামের প্রতি নজর রাখুন।

১৭. উদারতার পরিচয় দিন। সুবিবেচনার পরিচয় দিন।

১৮. স্বামী যেভাবে চান সাজুন, সাধ্যমত স্বামীর সেবা করুন। তার রুচিমত রান্না-বান্না, কাজকর্ম করুন।

১৯. স্বামীর আদেশ মান্য করুন। কোনমতেই স্বামীর অবাধ্য হবেন না, খুব সাবধান! স্বামী ক্রুদ্ধ হলে, আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন।

২০. স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসুন। তার সংকটে তাকে সান্তনা দিন। সঙ্গে থাকুন।

২১. স্বামীকে অভিভাবক মান্য করুন। তার অনুমতি ব্যতীত চাকুরী বা কোন কাজ করবেন না।

২২. কখনো স্বামীকে ছোট করবেন না। অপমানিত করবেন না।

২৩. স্বামীর জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন।

২৪. স্বামীর পিতা-মাতাকে নিজের পিতা-মাতার ন্যায় ভালোবাসুন ও সেবা করুন। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধা করুন।

২৫. স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান।

২৬. আপনার স্বামীর সকল আমানত রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে শান্তির নীড় বানিয়ে দিন এবং প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে ভালোবাসার নিবিড় উষ্ণতা উপভোগ করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

বিংশ অধ্যায়

হালাল রুজী উপার্জন করুন

প্রিয় ভাই! জীবিকা অর্জন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের মৌলিক অধিকার যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতির যোগান দিতে একটি যে কোন পেশা অবলম্বন জরুরী। তবে এ পেশা যেন বৈধ হয়। উপার্জনে যেন প্রতারণা, মিথ্যা, ধোকাবাজি ও জনগণের অকল্যাণ না থাকে। সম্পদ অর্জন করুন। কিন্তু মস্তিস্ক-মননে সম্পদ-অর্জন নেশায় পরিণত করা ক্ষতিকর।

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ১ ঃ হযরত রাফে ইবনে খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্ধ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়।" (সূত্র ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল–মুসনাদ, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪১)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয। (সূত্র ঃ সুনান আল বাইহাকী)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সৎ ও ন্যায় পরায়ণ ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গী হবে। (সূত্র ঃ জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৯)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৫৯)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি স্রেফ পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু–সামগ্রী আহার কর, যেগুলি আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।" অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে

দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধুলি-ধূসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের পানে হাত তুলে প্রার্থনা করে– হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে ?" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে বলেন, "হে সা'দ! তোমার পানাহারকে হালাল কর, তবেই তোমার দুআ কবুল হবে।" (সূত্র ঃ ইমাম তাবারানী–মুজামুল আওসাত)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোজখের আগুনই উত্তম। (তাবারানী)

হালাল উপার্জন সম্পর্কে হাদীস নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে শরীর হারাম দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট, তা জান্নাতে যাবে না। (সূত্র ঃ মুসনাদ আবী ইয়ালা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৪)

ইয়া আল্লাহ! অর্থবিদ্যার মহাকোষ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী আমাদেরকে জীবন-যাপন করার ও হালাল জীবিকা অর্জন করার তৌফীক দান করুন। আমীন!

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

একবিংশ অধ্যায়

আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে তওবা এবং কান্নাকাটি করুন

প্রিয় পাঠক! মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু মুমিন বা ধর্মপথের পথযাত্রী ঐ ভুলের জন্য তওবা করেন এবং একই ভুল না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। আল্লাহ এবং তার রসূল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোষ-ত্রুটি-গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার নির্দেশ দান করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আসুন আল কুরআন ও পবিত্র হাদীসের আলোকে তওবার তাৎপর্য ও তওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী জেনে নিই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচারণ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তার আনুগত্যের পথে ধাবিত হই।

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও ভালোবাসেন। (সূত্র ঃ সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত নং ২২২)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমিনগণ, সকলে তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর যেন তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার।" (সূত্র ঃ সূরাহ নূর, আয়াত নং ৩১)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের রবের নিকট একনিষ্ঠতার সঙ্গে কবুলযোগ্য তওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নীচে ঝরণা প্রবাহিত হয়।" (সূত্র ঃ সূরাহ আত তাহরীম, আয়াত নং ৮)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, তওবাকারী আল্লাহর নিকট প্রিয়পাত্র। পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী পাপশূণ্য ব্যক্তির ন্যায়। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তওবা করে থাকি। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক তার বান্দাহর তওবার কারণে খুব খুশী হন। যখন বান্দাহ তার নিকট তওবা করে, তখন বান্দা যে অবস্থায় থাকুক না কেন আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনের সময় পাপকারীগণ তওবা করে নেয়। দিনের সময়ও আল্লাহ ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাত্রে পাপকারীগণ তওবা করে নেয়। এমনিভাবে তা খোলা থাকবে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত। (সূত্র ঃ মুসলিম শরীফ)

তওবা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, অবশ্যই আল্লাহ পাক তার বান্দাহর তওবা কবুল করেন মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের (গড়গড় করা) পূর্ব পর্যন্ত। (সূত্র ঃ তিরমিযী শরীফ)

হে ধর্মপথের পথযাত্রী! আমাদের বুযুর্গগণ তওবা কবুল হওয়ার কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। এই শর্তগুলো পালন করুন।

প্রথমত ঃ একনিষ্ঠতার সঙ্গে তওবা করুন।

দ্বিতীয়ত ঃ নিজের পাপ কর্মের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট কাঁদুন।

তৃতীয়ত ঃ স্বীয় পাপ কর্মের জন্য লজ্জিত হন এবং আল্লাহ পাকের নিকট নিজেকে হীন-তুচ্ছ মনে করুন।

চতুর্থত ঃ স্বীয় পাপ কর্মের জন্য দ্রুত তওবা করুন।

পঞ্চমত ঃ তওবা করার সময় একই গুনাহ পুনরায় করবেন না বলে আল্লাহ পাকের নিকট অঙ্গীকার করুন।

ষষ্ঠত ঃ হালাল রুযী ভক্ষন করুন।

সপ্তমত ঃ নিজের জিহ্বাকে অবাঞ্ছিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ থেকে সংযত রাখুন।

ইন্‌শা আল্লাহ, অপরাধ যতই মারাত্মক হোক, তওবা যদি খাঁটি হয় আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

দ্বাদবিংশ অধ্যায়

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করুন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে

প্রিয় পাঠক! ঈমানের একটি মৌলিক শর্ত হল আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাহগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা। আল্লাহ এবং তার রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) শত্রুবর্গকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির কর্ম নয়। হ্যাঁ সকলের মানবাধিকার রক্ষা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ কিন্তু নাস্তিক, মুশরিক এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। আসুন! এ সম্পর্কে আল কুরআন ও পবিত্র হাদীসের বিধান জেনে নিই এবং তার আলোকে নিজের বন্ধু-পরিমন্ডল সাজানোর চেষ্টা করি।

ইসলামের বিধান নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে পথ দেখান না। (সূত্র ঃ সূরাহ মা–ইদাহ, আয়াত নং ৫১)

ইসলামের বিধান নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের নিকট খবরাদি পৌঁছাচ্ছো বন্ধুত্বের কারণে; অথচ তারা অস্বীকারকারী ঐ সত্যের, যা তোমাদের নিকটে এসেছে।" (সূত্র ঃ সূরাহ মুমতাহিনাহ, আয়াত নং ১)

ইসলামের বিধান নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও ভাইদেরকে অন্তরঙ্গ মনে কোরো না যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তবে তারাই যালিম।" (সূত্র ঃ সূরাহ তওবাহ, আয়াত নং ২৩)

ইসলামের বিধান নং ৪ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, আপনি পাবেন না ঐসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে,

তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐসব লোকের সঙ্গে যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই কিংবা নিজ জাতি-গোত্রের লোক হয়।" (সূত্র ঃ সূরাহ মুজাদালাহ, আয়াত নং ২২)

ইসলামের বিধান নং ৫ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমাদের ওলী (বন্ধু বা সাহায্যকারী) কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহরই সামনে বিনয়ী হয়।" (সূত্র ঃ সূরাহ মা ইদাহ, আয়াত-নং-৫৫)

ইসলামের বিধান নং ৬ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই ভাই।" (সূত্র ঃ হুজুরাত, আয়াত নং ১০)

ইসলামের বিধান নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস)। যারা ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় প্যান্ট-শার্ট টাই পরিধান করে বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেলে নিজেদেরকে ইসলামের সংস্কারক এবং দায়ী (আহ্বায়ক) বলে দাবি করছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পোষাকসমূহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। অনুরূপভাবে, ধুতি, শাড়ি ইত্যাদি পোষাক ব্যবহারও অবাঞ্ছিত। এগুলি বর্জন করতে হবে।

ইসলামের বিধান নং ৮ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ! (আপন লোকদের ব্যতীত) অপর লোকদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তাদের কামনা হচ্ছে– যত কষ্টই আছে তোমাদের নিকট পৌঁছুক। শত্রুতা তাদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা যা অন্তরে গোপন রেখেছে তা আরও জঘন্য।" (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৮)

ইসলামের বিধান নং ৯ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা শুনছো! তোমরা তো তাদেরকে চাও, অথচ তারা তোমাদেরকে চায় না।" (সূত্র ঃ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৯)

ইসলামের বিধান নং ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমরা কোন মুশরিকের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করব না।" (সহীহ মুসলিম)

Pdf by Syed Abul Kwayes

ইসলামের বিধান নং ১১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদিও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হয়। যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ঐসব লোক প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিকারী।" (সূত্র ঃ সূরাহ তওবাহ, আয়াত নং ১১৩)

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

প্রিয় পাঠক! এখানে যেন কেউ ভুল না বুঝেন! উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের আলোকে, ইসলামের বিধান হল, নাস্তিক-কাফির-মুশরিকগণকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা এবং আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা এবং তাদের মানবিক অধিকার সমূহ রক্ষা করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। এই সম্পর্কে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন, "দ্বীনের বিষয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণগণকে ভালোবাসেন।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল মুমতাহানা, আয়াত নং ৮)

প্রিয় পাঠক! পরমত-সহিষ্ণুতা ইসলামের অঙ্গ। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের নির্দেশ। অমুসলিমগণের সঙ্গে পার্থিব সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যাবহার করা তাদেরকে দাওয়াত প্রদানের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আসুন! এ সম্পর্কে ইসলামের বিধানাবলীর উপর নজর বুলিয়ে নিই ঃ

পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, " তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে আহ্বান করে (উপাসান করে), তাদেরকে তোমরা গালি প্রদান করো না, নতুবা শত্রুতাবশতঃ তারাও না জেনে আল্লাহকে গালি দিবে।" (সূরাহ আল আনয়াম, আয়াত নং ১০৮)

পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ২ ঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও বেসামরিক লোকজনকে কষ্ট প্রদান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা কোন নারীকে

হত্যা করবে না; অসহায় কোন শিশুকেও না; কোন অক্ষম বৃদ্ধকেও না। কোন বৃক্ষ উপড়াবে না। কোন খেজুর গাছ জ্বালাবে না। কোন গৃহ ধ্বংস করবে না।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩১)

পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট প্রদান করে এবং তার কোন কিছু বলপূর্বক কেড়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব।" (সূত্র ঃ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩০৫২)

পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান নং ৪ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যে ব্যক্তি হত্যা বা ফাসাদ ব্যতীতই কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচাল।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল মাইদাহ, আয়াত নং ৩২)

ইয়া আল্লাহ! মুমিনগণ যেন স্বকীয়তা বজায় রেখে শান্তি-সৌহার্দের সঙ্গে বসবাস করতে পারে তার তৌফীক দান করুন। আমীন !

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নামাযের হক আদায় করুন

প্রিয় পাঠক! নামায ধর্মের খুঁটি। নামায ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকবচ। নামায ধর্ম কাজের নিউক্লিয়াস। নামাযের হক আদায় করুন। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন। আপনার হৃদয় আলোকিত হবে। আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই হয়ে উঠবে আনন্দময়। আসুন! প্রথমেই এক নজরে দেখে নিই কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাযের গুরুত্ব।

নামাযের গুরুত্ব ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত, সাক্ষ্যপ্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং সক্ষম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরে হজ্জ পালন করা।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ)

নামাযের গুরুত্ব ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মুমিন ও কুফর-শির্কের মধ্যে ব্যবধান হল নামায পরিত্যাগ করা।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

নামাযের গুরুত্ব ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, "কোন আমল উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন সময় মত নামায আদায় করা।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের গুরুত্ব ৪ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে তার রবের নিকট মুনাজাত করে বা গোপনে আলাপ করে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের গুরুত্ব ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল না, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কারুণ, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খালাফের সঙ্গে থাকবে।" (সূত্র ঃ আহমদ বিন হাম্বাল)

নামাযের গুরুত্ব ৬ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয়ই নামায মুমিনকে নির্লজ্জ এবং অপছন্দনীয় কর্মাবলী থেকে বিরত রাখে।" (সূরাহ আনকাবূত, আয়াত নং ৪৫)

নামাযের গুরুত্ব ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ হতে পরবর্তী জুমআ এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান এবং মধ্যকার যাবতীয় গুনাহর কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কবীরা গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

নামাযের গুরুত্ব ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা গৃহের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে পাঁচবার স্নান করলে তোমাদের শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে কি ? . . . পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা বান্দাহর গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের গুরুত্ব ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল, নামায তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে।" (সূত্র ঃ আহমাদ বিন হাম্বাল)

নামাযের গুরুত্ব ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায নিয়মিত আদায় করে, সে জাহান্নামে যাবে না। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম)

নামাযের গুরুত্ব ১১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মুনাফিকদের নিকট ফজর ও ইশার চেয়ে কঠিন কোন নামায নেই।" (সূত্রঃ বাইহাকী)

নামাযের গুরুত্ব ১২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নামায ধর্মের খুঁটি। যে এটিকে ত্যাগ করে, সে খুঁটিকে নষ্ট করে।" (সূত্র ঃ বাইহাকী)

নামাযের গুরুত্ব ১৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নামায বেহেশতের কুঞ্জী।" (সূত্র ঃ তিরমিযী)

নামাযের গুরুত্ব ১৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায পরিত্যাগ করে, সে কাফের হয়ে যায়।" (সূত্র ঃ আবূ দারদায়া)

নামাযের গুরুত্ব ১৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালল্লাম) এর জিম্মাহ থেকে মুক্ত।" (সূত্র ঃ উম্মে আইমান)

নামাযের গুরুত্ব ১৬ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ কারীগণকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে

Pdf by Syed Abul Kwayes

হবে এবং নামায আদায় না করা পর্যন্ত জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে।" (সূত্র ঃ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৩)।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ঐ ব্যক্তিকে নামাযের জন্য ডাকার পরও যদি সে অস্বীকার করে এবং এইভাবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাকে কতল করা ওয়াজিব।" (সূত্র ঃ নায়লুল আওত্বার)

প্রিয় পাঠক ! নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর, আসুন, এবার নামাযের হক সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশাবলী জেনে নিই এবং এই হকসমূহ আদায়ে সচেষ্ট হই ঃ

নামাযের হক ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পাঠরত অবস্থায় দেখলেন যে, ব্যক্তিটি তার রুকু পূর্ণভাবে আদায় করছে না এবং সাজদায় ঠোকর দিচ্ছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যদি এই ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বীনের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। কাক যেমন রক্তের মধ্যে ঠোকর প্রদান করে, লোকটিও অনুরূপ নামাযে ঠোকর প্রদান করছে। যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে রুকু করে না এবং সাজদায় ঠোকর মারে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এক দুটি খেজুর খায় কিন্তু এতে মোটেও তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না।" (সূত্র ঃ আবূ ইয়ালাহ)

নামাযের হক ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে নামায চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে নামাযে চুরি করবে? তিনি উত্তর দিলেন, 'যে নামাযের রুকু ও সাজদাগুলি পূর্ণ করে না।" (সূত্র ঃ ইবনে আবী শাইবাহ)

নামাযের হক ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একসময় নামাযে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে তার মেরুদন্ডকে রুকু ও সাজদায় সোজা করছে না। নামায সমাপ্তির পর তিনি বললেন, "হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় স্বীয় মেরুদন্ডকে সোজা করে না তার কোন প্রকারেই নামায হবে না।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

নামাযের হক ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দুই ব্যক্তি নামাযে দন্ডায়মান হলে তাদের সাজদা একই রূপ হয় বটে, কিন্তু উভয়ের নামাযের দূরত্ব আকাশ ও ভূমির দূরত্বের ন্যায়।" (সূত্রঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

নামাযের হক ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সময় মত নামায পড়ে না, উত্তমরূপে ওযূ করে না, রুকু ও সাজদা এবং আল্লাহর ভয়কে সম্পূর্ণ রূপে করে না, এটা অন্ধকার হয়ে উপরের দিকে এই বলে উঠতে থাকবে 'তুমি আমাকে যেরূপ নষ্ট করেছ, আল্লাহও তোমাকে তদ্রুপ নষ্ট করুন। পুরাতন বস্ত্র যেরূপ ভাঁজ করে রাখা হয়, আল্লাহও যেখানে ইচ্ছা এটাকে ভাঁজ করে রেখে দিবেন।" (বাইহাকী)।

নামাযের হক ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "জামাআতের এক নামাযের সওয়াব একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুন অধিক।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের হক ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যারা নামাযে (জামাআতে) যোগ দেয় না, তাদের বিরোধিতা করি এবং (যেন) তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিই।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের হক ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দু রাকআত নামায পাঠ করে এবং তার মধ্যে পৃথিবীর কোন বিষয়ের কথা তার মনে উদিত না হয়, তার অতীত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

নামাযের হক ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই নামায বিনয়, নম্রতা, কাকুতি-মিনতি, অনুতাপ, হস্ত উত্তোলন এবং এই কথা বলার সমন্বয়- ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! যে ব্যক্তি এটা করে না, তা প্রতারণা মাত্র।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

নামাযের হক ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যখন নামায পাঠ কর, যেন বিদায় গ্রহণ করছ এরূপভাবে নামায পাঠ কর।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

নামাযের হক ১১ ঃ মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূল করীম আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমরাও তার সঙ্গে কথা বলতাম। যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি যেন আমাদের চিনতেন না এবং আমরাও তাকে যেন চিনতাম না। কেননা আল্লাহর গৌরবের ঘোষণায় আমরা ব্যস্ত থাকতাম।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

নামাযের হক ১২ ঃ মাহাত্মা হাতেম আসেম থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তাকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, যখন নামাযের

Pdf by Syed Abul Kwayes

সময় হয়, তখন ওযূকে সম্পূর্ণ করি এবং যেখানে নামায পাঠ করব সেখানে আসি। তথায় উপবিষ্ট থাকি যতক্ষন পর্যন্ত পাড়া-প্রতিবেশীগণ না আসে।

অতঃপর নামাযে দাঁড়াই।

আমার সম্মুখে রাখি কাবাকে।

আমার পায়ের নীচে রাখি পুলসিরাতকে।

আমার ডান পার্শ্বে রাখি জান্নাতকে

আমার বাম পার্শ্বে রাখি দোজখকে।

আমার পিছনে রাখি মালেকুল মওতকে।

ভাবি, এটাই আমার অন্তিম নামায।

নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী পালন করুন ঃ প্রিয় পাঠক! নামাযের হক আপনি তখনই আদায় করতে পারবেন, যখন আপনি বিনম্র হৃদয়ে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে নামায পাঠ করবেন। এজন্য প্রয়োজন, নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী জ্ঞাত হওয়া এবং এই শর্তাবলী পালন পূর্বক নামায পাঠ করা। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার অমর 'এহইয়াউল উলূমুদ্দীন' গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। আমি সংক্ষেপে এই গ্রন্থ থেকে নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী নিম্নে পরিবেশন করছি ঃ

একাগ্রচিত্তে নামায পাঠ করুন ঃ প্রিয় পাঠক! বিনম্র হৃদয়ে নামায পাঠ করুন। নতুবা নামায ব্যর্থ হবে এবং নামাযের হক আদায় হবে না। অমনোযোগী নামাযীগণ সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "এমন অনেক নামাযী আছে যাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তি ব্যাতীত তাদের নামায হতে আর কিছুই লাভ হয় না" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)। একাগ্রচিত্তে নামায পাঠের অর্থ হল, ঐ সময় হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা থাকবে না।

প্রিয় পাঠক! নামাযে হৃদয় উপস্থিত না থাকার কারণ হল, নামাযী পার্থিব যে সকল জিনিসে মোহগ্রস্ত, সেই জিনিসগুলি তার হৃদয়কে গ্রাস করে নেয়। সে কেবল ঐ জিনিসগুলির কথাই ভাবতে থাকে। যখন আপনি দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন নামাযে হুযূরী-এ-দিল অর্জন করতে পারবেন। যখন আপনি কোন বড় লোকের নিকট উপস্থিত হন, তখন আপনার হৃদয় উপস্থিত থাকে। কিন্তু যখন আপনি উপলব্ধি করেন যে, কোন ব্যক্তি আপনার উপকার বা অপকার করতে পারবে না, তখন তার

নিকট আপনার হৃদয় উপস্থিত থাকে না। "সুতরাং সম্রাটেরও সম্রাট, যার হাতে আসমান ও যমীনের রাজত্ব, উপকার ও অপকার, তার নিকট প্রার্থনা করার সময় যদি আপনার হৃদয় উপস্থিত না থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানবেন যে, ঈমানের দূর্বলতাই এর বিশেষ কারণ। সুতরাং ঈমান শক্ত করার চেষ্টা করুন।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

প্রিয় পাঠক! মুমিনের বৈশিষ্ট হল, আল্লাহর গৌরব ঘোষণা করা এবং তাকে ভয় করা। আল্লাহ পাকের নিকট আশা পোষণ করুন এবং স্বীয় গোনাহর জন্য তার নিকট লজ্জিত হন। নামাযে বাজে চিন্তা, অন্যমনস্কতা, মুনাজাতে অমোনোযোগীতা, ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তায় মনকে ব্যস্ত রাখার কুফল। মনকে নামাযে ও মুনাজাতে মনোযোগী রাখার ঔষধ হল, সকল অবাঞ্ছিত চিন্তাকে মন থেকে দূরীভূত করা। মনের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা উৎপত্তির মূল হল, চক্ষু এবং মনকে অবাঞ্ছিত জিনিস সমূহে বিভোর রাখা। "চক্ষুকে অবাঞ্ছিত বস্তুর দর্শন থেকে সংযত রাখতে হবে। মনকে পার্থিব লোভ-লালসা থেকে বলপূর্বক মুক্ত রাখতে হবে। নামাযে যা পাঠ করা হয় নফসকে বলপূর্বক তা বুঝতে দিতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে অন্য জিনিসের চিন্তা ভূলে হৃদয়ে আখেরাতের স্মরণ নিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ পাকের সম্মুখে নিজেকে দন্ডায়মান বিবেচনা করতে হবে এবং মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার কথা নিজের নিকট পেশ করতে হবে" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)। দুনিয়ার ভালোবাসা সকল চিন্তার মূল। সকল পাপের মূল। সকল জটিলতার উৎপত্তিস্থল। দুনিয়ার প্রেম ও বৈভবে যে ব্যক্তির মন অনুরক্ত হয়ে পড়েছে, সে নামাযের আস্বাদ এবং মুনাযাতের মাধুর্য লাভ করতে অক্ষম।

শব্দাবলীর অর্থ বুঝুন ঃ প্রিয় পাঠক! নামাযে মনোযোগের জন্য শব্দের অর্থ বুঝা আবশ্যক। নামাযে শব্দাবলীর অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

আল্লাহর গৌরব ও মহত্ব উপলব্ধি করুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তাআলার গৌরব ও উপলব্ধি পরিচয় ঈমানের মূল। আল্লাহর মহত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করুন এবং তার সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র ও হীন মনে করুন। আল্লাহর গৌরবের তুলনায় নিজের দৈন্যতার যদি পরিচয় না হয়, তাহলে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও ভীতি উৎপন্ন হয় না। নামাযের মাধুর্য্য উপভোগ করার জন্য এই দুটি জিনিস অপরিহার্য।

Pdf by Syed Abul Kwayes

আল্লাহকে ভয় করুন ঃ প্রিয় পাঠক! হৃদয়ে আল্লাহর ভয় প্রবাহমান রাখা নামাযে মনোযোগী থাকার জন্য অপরিহার্য। হৃদয়ে এই অবস্থা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তার শাস্তি এবং তার পুরস্কারের পরিচয় হতে উৎপন্ন হয়।

আল্লাহর করুণা আশা করুন ঃ প্রিয় পাঠক! আল্লাহর করুনা ও দানের পরিচয়, তার যাবতীয় নেয়ামত, তার কারুকার্য, তার সত্যতার পরিচয়, নামাযের উসিলায় জান্নাতের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করা –এ সকল বিষয়ের উপর দৃঢ় ঈমান হতে আশার উৎপত্তি হয় ।

নিজের অক্ষমতা এবং অলসতার জন্য লজ্জা বোধ করুন ঃ প্রিয় পাঠক! উপাসনায় অবহেলা এবং অলসতার পরিচয় থেকে লজ্জা জন্ম নেয়। নিজের দোষ ত্রূটি, দায়িত্বজ্ঞানহীতা এবং পার্থিব ধন সম্পদের প্রতি আসক্তির প্রকৃত পরিচয় যখন হৃদয় উপলব্ধি করে, তখন হৃদয়ের মধ্যে লজ্জা আসে। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেন, "হে মূসা! যখন তুমি আমাকে স্মরণ করতে চাও তখন আমাকে এভাবে স্মরণ কর যেন তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ প্রকম্পিত হয় এবং যেন আমাকে স্মরন করার সময় তুমি ভীত এবং সন্তুষ্ট চিত্ত হও। যখন তুমি আমাকে স্মরণ কর, তোমার রসনাকে তোমার দিলের পশ্চাতে রাখিও। যখন তুমি আমার সামনে দাঁড়াও, নিকৃষ্টতম দাসের ন্যায় ভীত-হৃদয়ে আমার সামনে দাঁড়াও এবং সত্যবাদী রসনার দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বল।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

কোন সাহাবী বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ তার নামাযের গুনানুসারে উত্থিত হবে। যে অবস্থার উপর যার মৃত্যু হবে, সে সেই অবস্থায় উঠবে। যে অবস্থার ভিতর যে জীবিত থাকে, সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এতে বুঝা যায় যে, লোকের মনের অবস্থা দেখা হবে, তার শরীরের অবস্থা নয়। দিলের গুনানুসারে আখেরাতে আকৃতি তৈরী হবে। যে সুস্থ আত্মা নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, সে ব্যতীত আর কেউ নাজাত পাবে না।

নামাযের বিভিন্ন আরকানের অন্তর্নিহিত অর্থ জেনে নিন

প্রিয় পাঠক! যদি আখিরাত আপনার গন্তব্যস্থল হয়, তাহলে নামাযের বিভিন্ন আরকানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জেনে নিন। এটি আপনাকে নামাযের হক আদায়ে সহায়তা করবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) তার এহইয়াউল উলূমুদ্দীন গ্রন্থে এই সম্পর্কে সুগভীর আলোচনা করেছেন।

আযানের অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক! যখন মুয়াযযিনের ডাক কানে আসবে, তখন কিয়ামতের ভয়ঙ্কর ডাকের কথা স্মরণ করুন এবং দ্রুত সাড়া দিন। নিজের দিলকে আযানের উপর রাখুন। যদি আযানের মধুর শব্দে আপনার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে এবং উৎসাহের সঙ্গে দ্রুত উত্তর প্রদান করে, তাহলে জেনে নিন যে, বিচার দিবসে সুসংবাদের ডাক এবং কৃতকার্যতা আপনার নিকট আসবে, এজন্যই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলতেন, "হে বিলাল ! আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর! অর্থাৎ আযানের দ্বারা আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর কারণ আযানই তার নয়নের মনি ছিল।"

কিবলামুখী হওয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক ! আপনার বাহ্যিক মুখকে সকল দিক থেকে ফিরিয়ে কেবল কাবা শরীফের দিকে রাখার তাৎপর্য এই যে, সকল জিনিস হতে হৃদয়কে ফিরিয়ে কেবল আল্লাহ পাকের আদেশের দিকে মুখ করা। সুতরাং আপনার মনের মুখকে শরীরের মুখের সঙ্গে রাখুন।

নামাযে দন্ডায়মান থাকার অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক! শরীর ও হৃদয়সহ আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান থাকার অর্থ হল, কিয়ামতের দিন অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের সামনে প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। স্মরণ রাখুন যে, আপনি যখন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তিনি আপনার ভিতর-বাহির সকল অবস্থা দর্শন করছেন, তখন নামাযে কোন মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের সামনে দাঁড়ানোর ন্যায় দন্ডায়মান থাকুন।

তকবীরের অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক ! যখন আপনার রসনা তকবীর বলবে, আপনার হৃদয় যেন তা মিথ্যা না বলে। আপনার হৃদয় যেন অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা না করে। আল্লাহু আকবার অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এই কথা কেবল রসনা দ্বারা উচ্চারণ করলেই হবে না, হৃদয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করতে হবে।

উদ্বোধনী দোয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক ! আপনার প্রথম বাক্য (ইন্নি অজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বরাস সামাওয়াতি অল আরদ্বা অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মুখ ফিরালাম তার দিকে যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি

Pdf by Syed Abul Kwayes

করেছেন), যেন অন্তঃসারশুন্য না হয়। এই বাক্যের উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিকভাবে মুখ ফিরানো নয় কারণ আল্লাহ পাক বিশেষ কোন দিক বা স্থানে সীমিত থাকার চেয়ে পবিত্র। আল্লাহ পাক সর্বত্রই বিরাজমান। শরীরের মুখ নয়, এখানে হৃয়ের মুখের কথা বলা হচ্ছে। ভাবুন! আপনি কার দিকে মুখ ফিরাচ্ছেন! আপনার গৃহ-পরিবারের দিকে না কি বাজারের দিকে? আপনার কামনা-বাসনার দিকে না কি সৃষ্টিকর্তার দিকে ? প্রথম মুনাজাতেই মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক হন। সকল কিছুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল আল্লাহ পাকের দিকেই মুখ করুন।

সূরাহ পাঠের অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক! আপনার রসনা যখন নামাযে সূরাহ পাঠ করবে, তখন যেন হৃদয় অন্যমনস্ক না থাকে। হৃদয় যেন রসনাকে অনুসরণ করে এবং রসনার দ্বারা উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। হৃদয় যেন রসনাকে অনুগত বানিয়ে নেই।যখন আপনি 'রহমান ও রহিম' পাঠ করবেন, তখন হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ পাকের সকল করুণা উপলব্ধি করুন। আল্লাহর রহমত যেন আপনার উপর অবতীর্ণ হয় এবং আপনার মধ্যে আশার উৎপত্তি হয়। যখন আপনার রসনা পাঠ করবে বিচার দিনের মালিক, তখন সাক্ষ্য প্রদান করুন যে, তার রাজত্ব ব্যতীত আর কার ও রাজত্ব নেই। বিচার ও হিসাবের দিবসকে ভয় করবেন, যে দিবসের মালিক আল্লাহ। 'তোমারই ইবাদত করি বাক্য দ্বারা ইখলাসকে সঞ্জীবিত করুন। কেবল আপনার নিকট হতেই সাহায্য চাই। পাঠ করার সময় একথার সাক্ষ্য দান করুন যে, আল্লাহ পাকের সাহায্য ব্যতীত আপনার ধর্মকর্ম সহজ হতে পারে না। আমাদেরকে সরলপথে পরিচালিত কর, পাঠ করার সময় নবী–সিদ্দীক ও আল্লাহর আউলিয়াগণের পথে কায়েম থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের রাস্তায় পরিচালনা করিও না ; পাঠ করার সময় ইহুদী-খ্রীষ্টান-নাস্তিক সকল অবিশ্বাসীগণের ধর্ম এবং আহলে সুন্নাত অ-জামাআত বহির্ভূত সকল ফির্কাহ থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় কামনা করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত নামাযী এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক নামাযীর নিকটে থাকেন। সেরূপ মস্তক ও নয়নযুগলকে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে আপনার বিরত রাখা কর্তব্য, অনুরূপ আপনার অন্তরকেও নামায ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ।

অন্তর অন্যমনস্ক হলেই স্মরণ করুন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে দেখছেন। আপনার সাজদা, আপনার রুকু, আপনার কিয়াম সবই আল্লাহ পাক দেখছেন।

সাজদার অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক! সাজদার সময় আল্লাহর গৌরব নতুন করে স্মরণ করুণ এবং তার মহাশাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য তার নিকট আশ্রয় কামনা করুণ। অত্যন্ত বিনম্রভাবে আল্লাহ পাকের সঙ্গে আলাপ করুন। হৃদয়ে তার ভয়কে স্থায়ী করুন। রুকুতে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিন এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা করুণ। রুকু থেকে উঠুন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, তিনি মেহেরবান এবং আশা পূর্নকারী। সাজদা দীনতা ও হীনতার শ্রেষ্ঠ স্থান। স্বীয় নফসকে দীনতা ও হীনতার স্থানে রাখুন এবং জেনে নিন যে, আপনি তাকে এমন স্থানে স্থাপন করেছেন যা আপনার মূল এবং যা দ্বারা আপনি সৃষ্টি হয়েছেন। এই মৃত্তিকাতেই আপনাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তাশাহুদের অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ প্রিয় পাঠক! তাশাহুদে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে উপবেশন করুন। দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করুন যে, সকল সালাত ও তাইয়িহাত অর্থাৎ পবিত্র গুনাবলী সকলই আল্লাহ পাকের জন্য। সমগ্র রাজত্ব তারই। "অতঃপর নিজ অন্তরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সশরীরে উপস্থিত জানুন এবং বলুন– 'হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত। সুদৃঢ় আশা পোষণ করুন যে এই সালাম তার নিকট পৌঁছাবে এবং তার চেয়ে ও অধিক সালাম আপনার নিকট ফিরে আসবে। এরপর নিজের উপর এবং সকল মুমিন বান্দাগণের উপর সালাম প্রদান করুন। ইন্‌শা আল্লাহ মুমিন বান্দাগণের সংখ্যানুসারে পূর্ন সালাম আপনার নিকট ফিরিয়ে দিবেন।"

ইয়া আল্লাহ ! আমাদেরকে নামাযের পূর্নাঙ্গ হক আদায় করার তৌফীক দান করুন।

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অবৈধ নারী-প্রীতি ও যৌন উন্মাদনা থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করুন

প্রিয় পাঠক! আধুনিক বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অভিশপ্ত বৈশিষ্ট হল, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ সম্পর্ক এবং নির্লজ্জতা । ইহুদী-খৃষ্টানদের পাতা ফাঁদে আমাদের ছেলে মেয়েরা পা দিচ্ছে। MP4 এবং You tube এর নগ্ন সমুদ্রে ডুবে থাকছেন অনেক তরুন-তরুনী। এতে ধ্বংস হচ্ছে তাদের চরিত্র। লোপ পাচ্ছে ইসলামী শিষ্টাচার।

কো-এড বিদ্যালয়গুলির কমন দৃশ্য হল, ছাত্ররা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ছাত্রীদের মুখের পানে এবং ছাত্রীরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ছাত্রদের মুখের পানে। ছাত্র-ছাত্রী তো ছাত্র-ছাত্রী, কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যেও এই দৃশ্য বিরল নয়। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমি জানি যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের জন্য স্বতন্ত্র অফিস ঘরের বন্দোবস্ত করা হলে, কিছু শিক্ষক এমন প্রতিবাদ করেছিলেন যে এদের সহধর্মীনিগণকে অন্যত্র রাখার প্রস্তাব দিলেও সম্ভবতঃ এমন জোরালো প্রতিবাদ করতেন না। বলাইবাহুল্য, ম্যাডামগণও স্বতন্ত্র অফিস ঘরের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ ও অপমাণ বোধ করেছিলেন। এখানে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, এই শিক্ষক-মহাশয় এবং শিক্ষিকা-মহাশয়াগণ প্রায় সকলেই বিবাহিত বা বিবাহিতা। এই স্যার-ম্যাডামগণের ঢলাঢলি, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আর চাউনি কিশোর-কিশোরীদেরও লজ্জায় ফেলবে। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক তার চেয়ে দশ বছরের সিনিয়র এক সুন্দরী ম্যাডামকে বলছেন, "ম্যাডাম! আপনি যদি দশ বৎসর পর পৃথিবীতে আসতেন, তাহলে আপনাকে আমি শয্যাসঙ্গীনী করতাম।"

প্রিয় পাঠক! এই যদি সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত সুসভ্য ব্যক্তিবর্গের নৈতিক স্ট্যাটাস হয়, তাহলে সার্বিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই দূরাবস্থার মূল কারণ হল কুরআন এবং হাদীস থেকে দূরে সরে থাকা এবং আল্লাহর উপাসনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা। আমাদের অজান্তে আমরা আমাদের নফসের দাসত্ব আরম্ভ করে দিয়েছি এবং খ্যাতি-সম্পদ-নারীকে আমাদের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছি। টাকাকড়ি–গানবাজনা-নারীসঙ্গের প্রতি আমাদের আসক্তি এবং মোহ আমাদেরকে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে দূরে আর দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! জৈবিক চাহিদা মানুষের মূল প্রতিপাদ্য হতে পারে না। এটি পাপাচার। ইসলাম কখনও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতে বলেনি। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অবৈধ নারী প্রীতি–গানবাজনা–রঙ্গবিনোদন মানুষকে উন্মাদ করে তুলে। একসময় তার সত্বার সঙ্গে এগুলো একাকার হয়ে যায় এবং সে আপাদমস্তক পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ইমাম শাফেই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে প্রকারান্তরে দুনিয়াদার লোকদের দাসে পরিণত হবে।" (সূত্র ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা – ১০/৯৭)

প্রিয় পাঠক! পৃথিবী হল পরীক্ষাগার। নাফস আমাদেরকে ভোগ ও আনন্দের প্রতি প্ররোচিত করে। কিন্তু একজন মুমিন তা কঠোরভাবে পদাঘাত করেন। তিনি জানেন যে, ভোগ-বিলাস আর বিনোদনের পশ্চাতে রয়েছে নিরানন্দন, যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনা। অস্থায়ী পার্থিব সুখের পরিবর্তে আখিরাতের স্থায়ী সুখ নিশ্চিত করতে হলে, নাফসের আহ্বানে সাড়া প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রিয় পাঠক! পুরুষের জন্য নারী হচ্ছে পরীক্ষা বিশেষ। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমার পরে পুরুষের জন্য নারীরাই হবে পরীক্ষার বস্তু। নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুরুষরা দূর্বল এবং ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "পূর্বযুগে মানুষ নারীদের জন্য কুফরে লিপ্ত হয়েছে, পরবর্তী যুগেও নারীদের জন্য কুফরে লিপ্ত হবে।" (সূত্র ঃ যাম্মুল হাওয়া) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যদি কোন মানুষের দুটি সোনার উপত্যকা থাকে, সে তৃতীয়টির অনুসন্ধানে প্রয়াসী হবে। মৃত্তিকা ব্যতীত অপর কোন বস্তু তার উদর পূর্ণ করতে পারবে না। অনুরূপ, যে ব্যক্তি বৈধ-অবৈধ যাচাই না করে, কামলিপ্সায় মত্ত হয়, সেও কোনদিন পরিতৃপ্ত হবে না। তার চাহিদা কখনো মিটবে না।

প্রিয় পাঠক! জনৈক চিন্তাবিদ কি সুন্দরই না বলেছেন যে, স্মরণ রেখ! নারী-প্রেম ও নারী-প্রীতি দ্বীনকে খতম করে দেয়। স্বাস্থ্য ও সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। জীবনের উপর কলঙ্কের ছাপ নিয়ে আসে। ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ ও মর্যাদা বিলুপ্ত করে। কি অদ্ভূত! একজন সুস্থ্য বিবেকবান ব্যক্তি একজন নারীকে দর্শন করে। অতঃপর হৃদয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্যের ছবি অঙ্কন করে

Pdf by Syed Abul Kwayes

এবং এক পর্যায়ে তার প্রেমে পড়ে যায়। কখনো তার সঙ্গে অবৈধ বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়। তবুও তার স্বাদ মিটে না। সে বিরত হয় না অন্য নারী থেকে। অথচ অন্য নারীরও দৈহিক গঠন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ব নারীরই ন্যায়। বরং অনাস্বাদিত প্রতিটি নারীর জন্য তার হৃদয় থাকে বেচাইন ও লালায়িত। এমনটি পৃথিবীর বুকে যদি একটি নারীও অবশিষ্ট থাকে, ঐ একটি মাত্র নারী সম্পর্কেও তার কৌতুহল শেষ হবে না। সে ভাবতে থাকে, এর মধ্যে রয়েছে ভিন্ন স্বাদ যা অন্য নারীদের মধ্যে ছিল না। এটাই তার নির্বুদ্ধিতা, মুর্খতা ও বোকামী।

প্রিয় পাঠক! হারাম দৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। টি.ভি. হোক বা সিনেমা, ইন্টারনেট হোক বা পত্র-পত্রিকা, অশ্লীল ও আপত্তিকর ছবি বা বস্তুর দর্শন থেকে সংযত থাকুন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যেখানে দৃষ্টি পতিত হলে ফিৎনার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে দৃষ্টি প্রদান না করাই শ্রেয়। যেহেতু অনেক দৃষ্টিই ব্যক্তির অন্তরে ভূমিকম্পের ঝড় তুলেছে" (সূত্র ঃ যাম্মুল হাওয়া)। ইবনে জাওযী বলেন, চোখ অন্তরের বার্তাবাহক। সে বাইরে দেখা সকল জিনিসের সংবাদ দ্রুত অন্তরে পৌঁছে দেয়। তুলে ধরে তার ছবি। তখন অন্তর তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরকাল নিয়ে তখন আর চিন্তা করার সময় থাকে না। আল্লাহ পাক নির্দেশ দান করেছেন যে, "বিশ্বাসী পুরুষগণকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে" (সূত্র ঃ সূরাহ নূর, আয়াত নং ৩০) । আল্লাহ পাক আরও নির্দেশ দান করেছেন যে, "এবং বিশ্বাসী নারীগণকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।" (সূত্র ঃ সূরাহ নূর, আয়াত নং ৩১)

প্রিয় পাঠক! নর-নারীর অবাধ মেলামেশা হল ফেৎনার মূল। এখান থেকেই ফেৎনার বিস্তার। এখান থেকেই সমাজ জীবনে প্রসার লাভ করে বিশৃঙ্খলা। নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'নয়ন যুগলও যেনা করে। নয়নের যেনা হল দৃষ্টি। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)। ব্যাভীচারীদের শাস্তি সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,".....রাত্রে দেখলাম, দুজন ব্যক্তি আমার নিকটে এল আমাকে ঘর থেকে বের করে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলল। আকস্মাৎ, উনুনের আকৃতির ন্যায় একটি ঘর দেখলাম। উপরের অংশ সরু এবং মাঝের অংশ বেশ প্রশস্ত। তার নীচে আগুন জ্বলছে। আগুনের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও উলঙ্গ

পুরুষ। যখন আগুন প্রজ্জলিত হয়, তারা আগুনের সঙ্গে উপরে উঠে যায়। মনে হয়, এই বুঝি তারা বাইরে ছিটকিয়ে পড়ল। আগুন নিস্তেজ হলে তারা আবার নীচে চলে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা ? উত্তর দিল, এরা ব্যাভীচারী।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

প্রিয় পাঠক! এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রবৃত্তির অনুসরণ ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করুন। স্বীয় প্রবৃত্তির অনুকরণ একজন মানুষকে কেবল প্রবৃত্তিপুজারী এবং অহংকারীই বানাই। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, সে যেন সঙ্গে সঙ্গে সে নারীর বর্জ্য ও দূর্গন্ধময় মৃতদেহের কথা চিন্তা করে।" (সূত্র ঃ যাম্মুল হাওয়া)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার তৌফীক দান করুন। আমীন!

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অমুসলিম সংস্কৃতি ও কুসংস্কার বর্জন করুন

প্রিয় পাঠক! আমাদের মুসলিম সমাজে কিছু অমুসলিম সংস্কৃতি ও সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এই সংস্কৃতি এবং সংস্কারসমূহ ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই অপসংস্কৃতি এবং কুসংস্কারগুলি বর্জন করতে হবে এবং মুসলিম সমাজ ব্যাবস্থার পরতে পরতে সাজাতে হবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নির্দেশিত আদর্শ ও ভাবধারা। আসুন! আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে এই অবাঞ্ছিত সংস্কৃতি এবং কুসংস্কার সমূহের মূলোৎপাটন করি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে ব্রতি হই।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ১ ঃ প্রিয় পাঠক! আজকাল বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সংগীতের মাধ্যমে। কখনও রবীন্দ্র সংগীত। কখনও নজরুল সংগীত। কখনও বা ছায়াছবির সংগীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সংগীতগুলির বিষয়বস্তু ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়ে থাকে। আর এমনিতেই গান-বাজনা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই সংগীত-সংস্কৃতি বিলোপ করার প্রয়াস চালাতে হবে। যে কোন শুভ ও গঠনমূলক অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া কাম্য আল কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এছাড়া, অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ পাকের প্রশংসা সম্বলিত হামদ এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসা সম্বলিত নাত শরীফ পাঠ অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ২ ঃ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ক্লাবে অমুসলিম মনিষীগণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় পুষ্প মাল্য অর্পন করে এবং করজোড়ে নমস্কার এর দ্বারা। এই পৌত্তলিক সংস্কৃতি অচিরে বর্জন করতে হবে।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৩ ঃ বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুলে ব্যান্ড বাজিয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। এই সংস্কৃতি বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৪ ঃ স্কুল-মাদ্রাসায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতি বা প্রধান অতিথিকে বরণ করার সময় কোন তরুনী বা কিশোরী পুস্প স্তবক অর্পন করে এবং হ্যান্ডশেক করে। এই সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৫ ঃ দেশের কোন নেতা-নেত্রী বা খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালত সমূহে এক-দুই মিনিট

নীরবতা পালন করা হয় এবং এই নীরবতা পালনের মাধ্যমে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করা হয়। এটি অপসংস্কৃতি। এটি বর্জন করা প্রয়োজন।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৬ ঃ শীতকালে বন্ধু-বান্ধব মিলে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে নাচ-গান সহযোগে পিকনিক করা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটিও অপসংস্কৃতি।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৭ ঃ কেক কেটে এবং মোম বাতি প্রজ্জ্বলন করে খ্রীষ্টান রীতিতে সন্তান-সন্ততির জন্মদিন পালন করা উচ্চবিত্ত সমাজে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এই খ্রীষ্টান সংস্কৃতি পরিহার করুন।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৮ ঃ পহেলা বৈশাখ বা ফার্স্ট জানুয়ারী নববর্ষ উদযাপন সম্পূর্ন অপসংস্কৃতি। সাধারণতঃ নাচ-গান, বিনোদনের মাধ্যমে নববর্ষ উৎযাপন করা হয়। এগুলি পরিহার করুন। এগুলি ইসলাম দ্রোহীতা।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ৯ ঃ দশমী, রথযাত্রা, পৌষপার্বন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলাতে বহু মুসলিম প্রফুল্ল চিত্তে অংশগ্রহণ করেন। এটি বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ১০ ঃ নাটক, থিয়েটার-অপেরা, সিনেমা-সঙ্গীতকে অনেকে সুসংস্কৃতি এবং প্রগতিশীলতার প্রতীক বিবেচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো অপসংস্কৃতি। এগুলো কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ১১ ঃ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে বহু মুসলিমও স্লোগান দেন "বন্দে মাতরম!" সাবধান! খুব সাবধান! 'বন্দে মাতরম' এর অর্থ হল, "হে মা (ভারতমাতা)! আমি তোমার পূজা করি" ! অর্থ বুঝে এই স্লোগান উচ্চারণ করা শির্ক।

অমুসলিম সংস্কৃতি নং ১২ ঃ ভ্যালেন্টাইনস ডে উদযাপন করা ইসলাম দ্রোহীতা। এর দ্বারা কেবল অশ্লীলতা, ব্যাভিচার এবং ফাসাদই বিস্তার লাভ করে। এই সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বর্জন করুন।

অপসংস্কৃতি নং ১৩ ঃ আল্লাহর আউলিয়া গণের মাযার সমূহে সাজদা করা হারাম। সাধারণতঃ কোন মুসলিম মাযার শরীফে সাজদা করেন না। যদি ভূলবশতঃ করে ফেলে, তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলুন, যে এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। ইন্‌শা আল্লাহ, সে বুঝে নিবে। নারীদের মাযার শরীফ গমনও অপসংস্কৃতি। এটি বন্ধ করার ব্যাবস্থা করতে হবে।

অপসংস্কৃতি নং ১৪ ঃ কোন ব্যক্তির ইন্তেকালে ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত করা নিঃসন্দেহে ভালো কর্ম। চল্লিশতম দিবসে ঈসালে সওয়াবের যে

Pdf by Syed Abul Kwayes

অনুষ্ঠান করা হয়, তাও ভালো কর্ম। কিন্তু এই চল্লিশা উপলক্ষে বিবাহ-ভোজের ন্যায় উৎসবের পরিবেশ তৈরী করা এবং ভোজ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করা নিন্দনীয় কর্ম। এগুলি পরিহার করুন।

অপসংস্কৃতি নং ১৫ ঃ আশুরা বা মুহাররাম উপলক্ষে মেলা আয়োজন, ঢাক-ঢোল সহযোগে লাঠি খেলা, অসত্য ঘটনা সম্বলিত ঝর্নি ইত্যাদি বর্জন করুন।

কুসংস্কার নং ১ ঃ রাস্তা অতিক্রমকালীন কালো বেড়াল সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করলে, বহু মানুষ একে অশুভ মনে করেন। তারা কিছুক্ষণের জন্য থেমে যান এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। অনেকে যাত্রাই বন্ধ করে দেন। এটি কুসংস্কার। এটি বর্জন করুন।

কুসংস্কার নং ২ ঃ কথাবার্তা বলা কালীন টিকটিকি ডেকে উঠলে, টিকটিকি কথাটিকে ঠিক বলে সাক্ষ্য দিল, এরূপ বিশ্বাস করা কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৩ ঃ শিশুদের দাঁত পড়লে, শিশুটিকে বলা হয় দাঁতটিকে ইঁদুরের গর্তে ফেলতে। দাঁতটিকে গর্তে ফেলার সময় শিশুটিকে বলতে শেখানো হয়- "ইঁদুর রে ইঁদুর! তোর দাঁত দে, আমার দাঁত নে।" এগুলো কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৪ ঃ অধিক চুল উঠলে অনেকে ঐ চুলগুলি গোছা করে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দেন এবং বিশ্বাস করেন যে বাঁশ যেরূপ লম্বা হয়, তার চুলও সেভাবে লম্বা হবে। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৫ ঃ কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা চলাকালীন সে যদি আলোচনা স্থলে উপস্থিত হয়ে পড়ে, তাহলে বলা হয় যে, সে দীর্ঘ দিন বাঁচবে। এরূপ বিশ্বাস কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৬ ঃ খাবার সময় হেঁচকি বা হাঁচি উঠলে বলা হয়, তার কথা কোন আত্মীয় আলোচনা করছে। এটি কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৭ ঃ ডান হাতের তালু চুলকালে নাকি টাকা পয়সা আসবে। বাম হাতের তালু চুলকালে নাকি বিপদ আসবে। সবই কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৮ ঃ বহু পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খেতে দেওয়া হয় না। কারণ ডিম খেলে নাকি পরীক্ষায় ডিমের মত শূন্য নম্বর পাবে। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ৯ ঃ পিছন থেকে ডাকলে নাকি অমঙ্গল হয়। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১০ ঃ জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হবে, এরূপ ধারণা অনেক ব্যক্তির মধ্যেই আছে। এটিও সম্পূর্ণ কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১১ ঃ বহু মা সর্বশেষে তৈরী করা রুটি তার সন্তান-সন্ততিকে খেতে দেন না। সব পিছনে তৈরী করা রুটি খেলে না কি ছেলেমেয়ে পড়াশুনায় পিছিয়ে যাবে। এটিও বাজে ধারণা।

কুসংস্কার নং ১২ ঃ ব্যাঙ ডাকলে না কি বৃষ্টি হবে। এ ধারণাও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১৩ ঃ রবিবার দিন বাঁশ কাটা যাবে না , এরূপ ধারণা বহু জায়গায় প্রচলিত আছে। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১৪ ঃ কোথাও যাওয়ার পথে প্রথমেই কোন বিধবা মহিলার উপর নজর পড়লে নাকি যাত্রা অশুভ হয়। এটিও বাজে ধারণা।

কুসংস্কার নং ১৫ ঃ বিধবা মহিলাকে সাদা কাপড় পরিধান করা অপরিহার্য, এরূপ ধারণা বহু জায়গায় প্রচলিত আছে। এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

কুসংস্কার নং ১৬ ঃ রাত্রিবেলা কাউকে নাকি টাকা পয়সা দিতে নেই। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১৭ ঃ মাথায় মাথায় টোকা লাগলে দ্বিতীয়বার আবার টোকা লাগাতে হবে নতুবা মাথায় শিঙ গজাবে। এরূপ ধারণা সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১৮ ঃ থালায় ভাত নেওয়ার সময় নাকি একবার নিতে নেই। এটিও কুসংস্কার।

কুসংস্কার নং ১৯ ঃ প্রভাতে দোকান খুলে প্রথমেই কাউকে ধার বিক্রি করলে সারাটাদিন নাকি ধারেই বিক্রি করতে হবে। এই ধারণাও কুসংস্কার।

প্রিয় পাঠক! এই যুক্তিহীন প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে নিজে বর্জন করুন এবং অন্যকে বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করুন। এগুলির সঙ্গে না তো ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে, না তো বিজ্ঞানের।

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

ষড়বিংশ অধ্যায়

পরিবারে পর্দার নির্দেশ দিন

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন আমার ! নিস্কলুস ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ ব্যাবস্থার জন্য ইসলাম পর্দা ব্যাবস্থাকে অত্যাবশ্যক করেছে। পর্দা আবশ্যক পুরুষদের প্রতি। পর্দা আবশ্যক নারীদের প্রতি। তবে নারী ও পুরুষের পর্দার বিধান উভয়ের শারীরিক কাঠামো এবং চেহেরানুযায়ী স্বতন্ত্র। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে 'নারীর পর্দাকে' 'সেকেলে', পশ্চাদপদতা' ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করার প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। এমন সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যে, যে মহিলা যত অধিক 'ছোট' পোষাক ব্যাবহার করবেন, তিনি তত অধিক আপ-টু-ডেট! তত অধিক সভ্য! বাস-ট্রেন-রাস্তা-বিদ্যালয়-অফিস-আদালতে শালীন পোষাকাবৃতা নারী যেন ঈদের চাঁদ।

প্রিয় ভাই! নিজ পরিবারের নারীগণকে এই নোংরা সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করুন। তাদেরকে বুঝান যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দান করেছেন। তাদেরকে বুঝান হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দান করেছেন। তাদেরকে বুঝান যে, পর্দা-পরিবৃত না থাকার অর্থ হল আল্লাহ ও তার রসূলের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। আসুন! পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশাবলী জেনে নিই এবং নিজ নিজ স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নীগণকে এই নির্দেশাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তুলি ঃ

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ১ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন মহিলাগণকে বলে দিন, তারা যেন উপরের দিক থেকে নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (সূত্র ঃ সূরাহ আহযাব, আয়াত নং ৫৯)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ২ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা নবীর সহধর্মীনীবৃন্দের নিকট থেকে কোন কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" (সূরাহ আহযাব, আয়াত নং ৫৩)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৩ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে, তাহলে তাদের কোন গোনাহ হবে না। তবে শর্ত হল তারা স্বীয় রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারীনী হিসেবে তা খুলতে পারবে না। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।" (সূরাহ নূর, আয়াত নং ৬০)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক প্রথমেই মুহাযির নারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন কারণ তারা যখনই আল্লাহর এই ঘোষণা "আর অবশ্যই তারা তাদের গ্রীবা ও বক্ষ দেশের উপর নিজেদের ওড়না (মাথার কাপড়) ফেলে রাখবে, শুনতে পেয়েছে তখন থেকেই নির্দ্বিধায় এর উপর আমল শুরু করে দিয়েছে এবং সে জন্য নিজেদের ওড়নাকে করেছে অনেক লম্বা ও প্রশস্ত।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৫ ঃ হযরত মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মেয়েরা নিজেদের কাপড়কে নীচের দিকে কতটুকু ঝুলিয়ে রাখবে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তারা স্বীয় পদতালুর সামনে অর্থাৎ গোড়ালির নীচে রেখে কাপড় পরিধান করবে। হযরত মা আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, যখন তারা লম্বা কদমে হাঁটে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তারা কখনও এক হাতের বেশী লম্বা কদমে হাঁটবে না। (সূত্রঃ সহীহ বুখারী)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "দুই দল নিকৃষ্ট জাহান্নামী.....অপর দলটি হল এমন মহিলা যারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় কাপড় পরিধান করে। ফলে তারা লোকদেরকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরা ও দুষ্ট লোকদের দ্বারা আকর্ষিত এবং ব্যাভিচারের শিকার হয়.....এরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের গন্ধ পাবে না।" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, দাইউস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হল, দাইউস কে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করে না, বরং উপেক্ষা করে চলে। অন্য বর্ণনায় উল্লেখিত আছে

Pdf by Syed Abul Kwayes

যে, দাইউস হল ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারে বেহায়াপনার বাস্তবায়নে সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকে। (সূত্র ঃ আহমদ বিন হাম্বাল)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মেয়েরা যখন সুগন্ধী ব্যবহার করে পুরুষদের কোন সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন পুরুষরা বলাবলি শুরু করে দেয় যে, ঐ মহিলাটি এমন অর্থাৎ সুন্দর, সুঘ্রান ব্যবহারকারিণী ইত্যাদি। (সূত্র ঃ তিরমিযী)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঐ সকল পুরুষদের উপর অভিসম্পাত, যারা স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিধান করে। অপরদিকে, ঐ মহিলাগণের উপরও অভিসম্পাত যারা পুরুষদের পোষাক পরিধান করে। (সূত্র ঃ আবূ দাউদ)

পর্দা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ নং ১০ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের পোষাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরাবেন এবং ঐ কাপড়ে তাকে প্রজ্জ্বলিত করবেন। (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ)

প্রিয় ভাই! নিজের মেয়েকে, নিজের বোনকে এই আয়াত ও হাদীসগুলি বার বার শোনান এবং উপলব্ধি করান। তারা যেন ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুকরণ করতে গিয়ে পরকাল নষ্ট না করে ফেলে। প্রবৃত্তির অনুকরণ থেকে তারা যেন বেঁচে থাকে। তারাই মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত বংশধরের জননী। একজন জননী হলেন একটি শিক্ষা নিকেতন। তিনিই প্রথম শিক্ষক। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলতেন, আমাকে একটি ভাল মা দাও। আমি তোমাদেরকে একটি ভাল জাতি উপহার দেব। মুসলিম উম্মাহর এখন আশু প্রয়োজন ঘরে ঘরে ভাল মা। আসুন ! এই লক্ষ্যে আপনিও এগিয়ে আসুন।

****

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করুন

ভাইটি আমার! বোনটি আমার! মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করুন। আপনাকে কবরের বাসিন্দা হতে হবে। পৃথিবী মরিচীকাময়। এর ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে আখেরাতকে বিস্মৃত হবেন না। সর্বদা এবং সর্বত্র মৃত্যুকে স্মরণ করুন।

* আপনি তো জানেন যে, আপনার মৃত্যু অনিবার্য।
* আপনি তো জানেন যে, আপনার শয্যা হবে মৃত্তিকা।
* আপনি তো জানেন যে, আপনার সঙ্গী হতে পারে কীট পতঙ্গ।
* আপনি তো জানেন যে, আপনার উপর নিয়োজিত হবে মুনকার-নাকীর।
* আপনি তো জানেন যে, আপনার গন্তব্যস্থল বেহেশত বা দোযাখ।

তাহলে, মৃত্যুকে স্মরণ না করে আপনি কিভাবে থাকতে পারেন? তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হয়ে আপনি কিভাবে থাকতে পারেন? এখন থেকেই নিজেকে মৃত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করুন। এখন থেকেই নিজেকে কবরের অধিবাসী মনে করুন। যা ঘটবে তা অত্যন্ত নিকটবর্তী । হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার জন্য কর্ম করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

যে ব্যক্তি সংসারে নিমগ্ন, তার প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত এবং তার লোভে ব্যস্ত নিশ্চয় তার মন মৃত্যু-স্মরণ হতে উদাসীন। সংসার-প্রেমিক ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ করে না। তাকে যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করানো হয়, সে তা পছন্দ করে না। আল্লাহ পাক বলেন, "বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন কর, তা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। তারপর তোমাদেরকে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা যে কর্ম করেছ, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।" (সূত্র ঃ আল কুরআন– ৬২ ঃ ৬)

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন !! হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ঃ

Pdf by Syed Abul Kwayes

(১) সংসার প্রিয় ব্যক্তি। এই ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরন করে না। যদি স্মরণ করেও, সে তা স্মরণ করে সংসারের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে এবং মৃত্যুর নিন্দা করতে থাকে।

(২) অনুতপ্ত ব্যক্তি। এই ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং তওবাকে সম্পূর্ণ করে। সে কখনও কখনও মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এই ভয়ে অপছন্দ করে যে, সে তওবা শেষ করবার পূর্বে এবং চরিত্র সংশোধনের পূর্বে মৃত্যু তার প্রাণ হরণ করবে। এরূপ ব্যক্তি এই হাদীসের আওতায় পড়ে না– "যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই না, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান না।"

(৩) আরেফ ব্যক্তি। সে সদাসর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে। সে তার প্রিয় জনের সঙ্গে সাক্ষাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে বিশ্ব প্রভূর সান্নিধ্যের প্রতীক্ষা করে। প্রিয় পাঠক! আমরা যেন প্রথম শ্রেণি বা সংসার প্রিয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভূক্ত না হই। আমরা যেন তৃতীয় শেণি বা আরেফ বর্গের কিংবা ন্যুনতম দ্বিতীয় শেণি বা অনুতপ্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভূক্ত হই।

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ভোগবিলাস বিনষ্টকারীর চিন্তা অধিক পরিমাণে কর। অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করে ভোগবিলাসকে বিনষ্ট কর যেন মৃত্যুর প্রতি তোমাদের মন অনুরক্ত হয় এবং আল্লাহর দিকে মন ধাবিত হয়।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আদম সন্তান মৃত্যুর অবস্থা যেরূপ জানে, পশুপক্ষি যদি তা তদ্রুপ জানত, তাহলে তোমরা স্থুলকায় জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করতে পেতে না। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, মোমিনের উপহার মৃত্যু।" (সূত্রঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৪ ঃ হযরত মা আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শহীদগণের সঙ্গে কি কারও পুনরুত্থান হবে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হ্যাঁ ঐ ব্যক্তির হবে যে দিন-রাতে কুড়ি বার মৃত্যুকে স্মরণ করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৫ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মৃত্যু প্রত্যেক মুসলিমের পাপের প্রায়শ্চিত্য করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর কারণ এটি পাপকে নিশ্চিহ্ন করে এবং তোমাকে সংসারে আল্লাহ-ভীরু করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৭ ঃ একদা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মজলিসে হাসি-কৌতুক চলছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "হাস্য-কৌতুক বিনষ্টকারীকে স্মরণ করে তোমাদের মজলিসকে সুন্দর কর। তারা জিজ্ঞাসা করল, হাস্য-কৌতুক বিনষ্টকারী কি? তিনি বললেন, 'মৃত্যু।' (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৮ ঃ একদা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদের দিকে বের হয়ে এলেন। ঐ সময় কিছু লোক গল্প-গুজব ও হাস্য-কৌতুক করছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "মৃত্যুকে স্মরণ কর। সতর্ক হও। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই অল্প হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ৯ ঃ আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তিগণ সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও সম্মানিত? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, যারা সর্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং তার জন্য অধিক প্রস্তুত হয়, তারাই তদ্রুপ বুদ্ধিমান। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১০ ঃ খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি রাত্রে আলেমগণকে ডেকে মৃত্যুর কথা শ্রবণ করতেন। তারপর তারা এমন করুন স্বরে রোদন করতেন যে মনে হোত যেন তাদের সামনে কোন মৃতদেহ স্থাপন করা হয়েছে। (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

Pdf by Syed Abul Kwayes

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১১ ঃ হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, " দুটি জিনিস আমার জীবন থেকে পৃথিবীর স্বাদ কেড়ে নিয়েছে। মৃত্যু চিন্তা এবং আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয়।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১২ ঃ মাহাআ আশমাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইমাম হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে গেলে তিনি কেবল মৃত্যু, দোযখ ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করতেন। (সূত্র ঃ এহইয়উল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১৩ ঃ মাহাত্মা রাবী ইবনে আসীম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় কক্ষের মধ্যে একটি কবর তৈরী করে নিয়েছিলেন। তিনি তথায় দৈনিক কয়েকবার নিদ্রা যেতেন। এতে তার মৃত্যুর স্মরণ হত। তিনি বলতেন, যদি আমার হৃদয় থেকে মৃত্যু চিন্তা এক ঘন্টার জন্যও চলে যায়, তাহলে আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইসলামের আলোকে মৃত্যু স্মরণ নং ১৪ ঃ ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মৃত্যু চিন্তার উত্তম পন্থা হল প্রতিবেশী এবং সমবয়সীগণের মৃত্যু, কবরে তাদের অবস্থান এবং তাদের অবস্থা স্মরণ করা। মৃত্তিকা কিভাবে তাদের সুন্দর মূর্ত্তি বিনষ্ট করে দিয়েছে, কিভাবে কবরের ভিতর তাদের অনুপম অঙ্গ প্রতঙ্গ বিনষ্ট হচ্ছে, কিভাবে তাদের স্ত্রী-সন্তানগণ ধুলিধুসরিত বেশে অসহায় ভাবে দিনাতিপাত করছে এবং কিভাবে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। মৃত্যু হঠাৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আপনার নিকটে চলে আসবে। আপনার পদদ্বয় গলে যাবে। আপনার গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হবে। আপনার রসনা কীটের খাদ্য হবে। আপনার দন্তরাজিকে মৃত্তিকা ভক্ষণ করবে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ভাববেন না যে, বৃদ্ধ বয়স যখন আসবে, তখন মৃত্যু আসবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমুলক। মৃত্যু আপনার ভরা যৌবনেও আসতে পারে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখুন! বৃদ্ধদের তুলনায় তরুনদের মৃত্যুর সংখ্যা বেশী । আপনি যুবক বলে মৃত্যুকে আগন্তুক মনে করবেন না। বৃদ্ধকাল হোক বা যৌবন কাল ! শীতকাল হোক বা গ্রীষ্মকাল! রাত হোক বা দিন! মৃত্যু নির্ধারিত সময়েই আসবে। ভাইটি আমার! প্রস্তুতি নিন। আজ আপনি অন্যের শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। কাল অন্যরা

আপনার শবদেহ বহন করে নিয়ে যাবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "হে আব্দুল্লাহ! যখন ভোর হয় তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কোর না। যখন সন্ধ্যা হয় তখন ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না।" এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি মানুষ অত্যান্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকে এবং উত্তম সঙ্গসুখে সময় অতিবাহিত করে, একজন সীপাহী এসে তাকে পাঁচবার বেত্রাঘাত করলে তার সমস্ত সুখ চলে যায় এবং তার জীবনের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। সে আহার-নিদ্রায় মনোযোগ দিতে পারে না। অথচ প্রত্যেক মূহুর্তে মালেকুল মউত তার প্রাণ হরণ করার কষ্ট নিয়ে তার নিকট আসতে পারে, অথচ সে তার প্রতি অমনস্ক। এটি অজ্ঞতা ও ভ্রম ব্যাতীত আর কি হতে পারে ? (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলূমুদ্দীন)

হে আল্লাহ ! মৃত্যুকে আমার জন্য সহজ করুন। ঈমান সহযোগে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন!

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন

কবস্তুবাদী শিক্ষা ও সভ্যতা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মহান নিয়ন্তা আল্লাহ ও তার একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে দ্বান্দিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা হল, আধুনিক তরুণ মুসলিম প্রজন্মও এই নাস্তিক-জড়বাদের শিকার। কেউ কেউ আল্লাহ ও ইসলামকেই অস্বীকার করে বসছেন। কেউ কেউ আল্লাহকে স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক এবং ইসলামকে অনুসরণ করা ব্যাকডেটেডনেস বিবেচনা করছেন। তারা মুখে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন বটে কিন্তু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কুরআনের বিশ্ব-সংবিধান হওয়া সম্পর্কে তারা সন্দিহান। যখন আল কুরআনের কোন বিষয় তাদের নিকট বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিপন্থী মনে হয়, তখন তারা কুরআনকে কটাক্ষ করে বসেন। এই ভাইরা যদি সত্য উপলব্ধি করার জন্য স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক, আপেক্ষিক জ্ঞান এবং যুক্তিময় চেতনার দ্বারা নির্মোহভাবে চিন্তা করা শুরু করেন, তাহলে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করতে পারবেন যে সমগ্র সৃষ্টি এক মহান নিয়ন্তার কল্যাণময় কুদরতি হস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তারই ইচ্ছা এবং অনুগ্রহের উপর।

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? তুমি তো মৃত ছিলে! তুমি তো ছিলে প্রাণহীন! তোমার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ পাকের দাসত্ব এবং উপাসনা করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয় কি যে, আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহ পাক বলেন, "আশ্চর্য! তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা মৃত ছিলে। তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন। আবার তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূত্র ঃ সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত নং ২৮)

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার? নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে খানিক ভেবে দেখ! তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ, প্রতিটি উপাদান, এক আল্লাহ ছাড়া আর কে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন? প্রথমেই নিজ দৃষ্টিশক্তির প্রতি লক্ষ করো। আহা! এই

নিয়ামত কতই না বিস্ময়কর! একের পর এক সাতটি স্তর। প্রতিটি স্তর একে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র। একটি স্তর দূর্বল হয়ে পড়লে চোখের দৃষ্টিশক্তি অসাড় হয়ে পড়বে। আল্লাহর এই অনন্য নিয়ামতের সাহায্যেই তুমি প্রাণভরে উপভোগ কর পৃথিবীর রূপ-রস-সুধা। তুমি মুক্ত কন্ঠে গেয়ে উঠ, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে।" তুমি কি করে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার ?

হে অকৃতজ্ঞ! তোমার চোখের পাপড়িগুলির প্রতি লক্ষ করো। ভেবে দেখ এর উপযোগিতা। তোমার সাধের নয়নকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহ পাপড়ি ও পাপড়িতে বিদ্যমান সুক্ষ পালকগুলিকে সক্রিয় রেখেছেন। চোখের মধ্যে ধুলা বালি, ময়লা পড়ার উপক্রম হলেই পাপড়িগুলি তা প্রতিরোধ করে। তোমার চোখের পাপড়িগুলি শোভাবর্দ্ধকও বটে। এগুলি ততটুকুই লম্বা করা হয়েছে যতটুকু প্রয়োজন। এরপরও তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কিভাবে অস্বীকার করতে পার ?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার ঠোঁট দুটির প্রতি লক্ষ্য করো। ঠোঁটদ্বয় যেন মুখের দরজা। প্রয়োজন মত এগুলি স্ফীত ও বন্ধ হয়। এগুলি সর্বদা খোলা থাকলে অনিষ্টকর বস্তু মুখ দিয়ে পেটে যেত এবং বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করত। কথা বলার জন্যও ঠোঁট অপরিহার্য। তুমি তোমার সারিবদ্ধ চমৎকার দাঁতগুলির প্রতি নজর কর। দাঁত ও মাড়িকে এমন শক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, হাড়ের মত শক্ত জিনিসও চিবিয়ে খাওয়া যায়। দাঁতগুলি এমন খন্ড খন্ড করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, একটি বা দুটি দাঁত অকেজো হয়ে পড়লেও অবশিষ্ট দাঁতগুলো ব্যাবহার করা যায়। যদি দাঁতগুলিকে একই খন্ডে সৃষ্টি করা হোত, তাহলে একটা দাঁত নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট দাঁতগুলোও নষ্ট হয়ে পড়ত। এতকিছু সত্বেও, তুমি কিভাবে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার ?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার মুখ ও জিহ্বার প্রতি লক্ষ্য করো। দেখ স্রষ্টার সুনিপুন শিল্প। পরিপাক ক্রিয়াকে মসৃণ করার জন্য তিনি মুখের ভিতর প্রয়োজনীয় লালা সৃষ্টি করেছেন যা কেবল খাবার গ্রহণের সময় নির্গত হয়। যদি এই লালা সর্বদা নির্গত হতে থাকতো তুমি তাহলে না তো মুখ খুলতে পারতে, না তো পারতে কথা বলতে। তোমার জিহ্বাও এক অপার বিস্ময়ের বস্তু। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুনাগুন ও স্বাদ নীরিক্ষণের দ্বারা উপাদেয় খাদ্য

Pdf by Syed Abul Kwayes

গ্রহণ ও ক্ষতিকর খাদ্য বর্জন জিহ্বাই করে থাকে। মুখ ও জিহ্বার এই নিয়ামত উপভোগ করার পরেও তুমি কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার ?

হে অকৃতজ্ঞ ! তুমি তোমার মলদ্বার ও মুত্রদ্বারের প্রতি লক্ষ্য করো! স্রেফ মল ও মুত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে তবেই এই দ্বারদ্বয় উন্মুক্ত ও সক্রিয় হয়। স্বাভাবিক সময়ে এগুলি বন্ধ থাকে। যদি এরূপ না হোত তাহলে অনর্গল তোমার মলমুত্র নির্গত হতে থাকত এবং ভেবে দেখ কি যন্ত্রণাদায়ক বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে। তুমি মলদ্বারের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করো। কত প্রচ্ছন্ন স্থলে আল্লাহ পাক এটিকে স্থাপিত করেছেন। তুমি তোমার জননিন্দ্রেয়ের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া লক্ষ্য কর। প্রয়োজনের সময় উত্তেজিত ও দৃঢ় হয় এবং স্বাভাবিক সময়ে শিথিল ও নিস্তেজ থাকে। তোমার পরিবর্দ্ধনশীল কেশ ও নখের প্রতি লক্ষ্য করো। এগুলি অনুভূতিহীন অথচ কি বিস্ময়কর। এমনই তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আল্লাহ পাকের এই অনুগ্রহসমূহ তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ ! তুমি তোমার নিদ্রা-প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করো। এই নিদ্রা আল্লাহ পাকের কি অসামান্য উপহার। নিদ্রা ছাড়া জীবন তুমি কল্পনা করতে পার? নব উদ্যমের জন্য নিদ্রা প্রয়োজন। প্রশান্তির জন্য নিদ্রা প্রয়োজন। ঝরঝরে প্রাণবন্ত জীবনের জন্য নিদ্রা প্রয়োজন। তুমি তোমার স্মৃতিশক্তি ও বিস্মৃতির প্রতি লক্ষ্য করো। পরস্পর বিরোধী এই উভয় গুণই তোমার জন্য আশীর্বাদ। জীবনকে উপভোগ্য ও সফল করে তুলার জন্য যেমন ক্ষিপ্র স্মৃতিশক্তি অপরিহার্য, তেমনি যন্ত্রণা-বেদনার দুর্বিসহতা থেকে মুক্তি পাপ্তির জন্য বিস্মৃতি অপরিহার্য। এই সব নিয়ামত এক আল্লাহ ছাড়া আর কে প্রদান করতে পারে ? অথচ তুমি আল্লাহ পাককে অস্বীকার করছ ?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার বাকশক্তি, লেখনীশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করো। আল্লাহ পাক তোমাকে বাকশক্তির নিয়ামত প্রদান না করলে তুমি অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারতে না। আল্লাহ পাক তোমাকে লেখনীশক্তির নিয়ামত না প্রদান করলে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সোনালী পরশ থেকে বঞ্চিত থাকতে। আল্লাহ পাক তোমাকে চিন্তাশক্তির নিয়ামত না প্রদান করলে পশুর সঙ্গে তোমার ফারাক থাকত না। অথচ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অস্বীকার করছ?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করো। আল্লাহ পাক কি বিস্ময়কর উপায়ে দ্রবনীয়, কঠিন ও জটিল খাদ্য বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে দ্রবনীয়, সরল ও তরল খাদ্যে পরিণত করে জীবদেহে শোষণ ও আত্তীকরণের উপযোগী করে তুলেন। তুমি কখনো ভেবেছ তোমার শরীরের খাদ্য কিভাবে পরিপাকনালী বা পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে পচিত হয়? তুমি যখন খাদ্য চর্বন কর তখন প্যারেনটিড, ম্যান্ডিবুলার ও সাবলিঙ্গুয়াল নামক তিনজোড়া লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারস চর্বিত খাদ্যবস্তুর মধ্যে মিশ্রিত হয় এবং খাদ্য পরিপাক শুরু হয়। তোমার মুখবিবরে কেবল শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয়। প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় পাকস্থলিতে। তোমার চর্বিত, লালামিশ্রিত ও আংশিক পাচিত খাদ্য গলাধঃকরণের পর খাদ্যের দলা গ্রাসনালীর পেরিস্টলসিস বা ক্রমসংকোচন চলনের দ্বারা পাকস্থলিতে এসে পৌছায়। তুমি সমগ্র প্রক্রিয়াটি গভীর ভাবে ভেবে দেখ। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার দুই কানের প্রতি লক্ষ্য করো। কানের প্রবেশপথ পেঁচালো ও তির্যকাকারের যেন পোকা-মাকড় সহজে প্রবেশ করতে না পারে। ঝিনুকের ন্যায় কানের পাখা শব্দকে সংযত করে এবং পরিমিত হারে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কানের অভ্যন্তরে এক ধরণের তরল পদার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে যা পোকা-মাকড় থেকে কানকে রক্ষা করার জন্য সদা-সতর্ক। তুমি তোমার নাকের প্রতি লক্ষ্য করো। কি সুন্দর। কি নিপুন! ঘ্রাণ-উপলব্ধি ও বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের বিস্ময়কর অনুভূতি-শক্তি আল্লাহ নাককে দিয়েছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াও শব্দ সৃষ্টি এবং শব্দ উচ্চারণ নাকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সবই আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। তুমি আল্লাহর এই অনুগ্রহ সমূহ উপভোগ করা সত্বেও কিভাবে তা অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার হাত দুটির প্রতি লক্ষ্য করো। ভেবে দেখ, যদি তোমার হাত দুটি না থাকত তাহলে কি অবর্ননীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে। ভাল বুঝতে না পারলে পঙ্গুদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো। বিভিন্ন বিপর্যয় ও প্রতিকুল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, সহজ বা কঠিন যে কোন প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে এবং শত্রুর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে হাত অপরিহার্য। তোমার নখগুলির প্রতি লক্ষ্য করো। এগুলো কেবল

Pdf by Syed Abul Kwayes

সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করে না। নখের কার্যকারিতা বহু। নখ থাকার কারণেই আঙ্গুল দ্বারা মাটি থেকে যে কোন জিনিস তোলা সম্ভব হয়। এরপরও তুমি কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার অস্থিগুলির কথা ভাব। শিরা-উপশিরা ও মাংসাবৃত অস্থিগুলি ভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন প্রকৃতির। এদের মধ্যে আল্লাহ পাক এক ধরণের তরল লালা সৃষ্টি করেছেন যা অস্থিগুলিকে সংরক্ষণ করে। এগুলি আমাদেরকে উঠতে, বসতে ও নাড়াচড়া করতে সাহায্য করে। সমগ্র দেহ মূলতঃ এদের উপরই নির্ভরশীল। আবার দেখ, অস্থিগুলি খন্ড খন্ড। অখন্ড হলে আমাদের চলন ও গমন অসম্ভব হয়ে উঠত। এই অনুপম অনুগ্রহ তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার মস্তকের প্রতি লক্ষ্য করো। কি নিখুঁত সৃষ্টি! আল্লাহ পাক মস্তককে গঠিত করেছেন অসংখ্য হাড়ের সমন্বয়ে। হাড়গুলি পরস্পর সংযোযিত। ঘাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো। সুবিন্যস্তভাবে সাজানো কয়েকটি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত ঘাড় মস্তকের দন্ডরূপে কাজ করে। দেহের অভ্যন্তরস্থ শিরা উপশিরা, পেশী, ঝিল্লি, প্রভৃতির গঠন ও বিন্যাস ভেবে দেখ! কি করে তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ! তুমি তোমার রক্তের প্রতি লক্ষ্য করো। এই অস্বচ্ছ, লবনাক্ত ও ক্ষারধর্মী তরল পদার্থ তোমার জীবনধারণের অন্যতম উপাদান। রক্তরস ও রক্তকণিকা দ্বারা গঠিত এই উপাদানটি অন্ত্র থেকে শোষিত সরল খাদ্যবস্তু দেহের বিভিন্ন কোষে পৌছে দেয়, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে কলা কোষে পৌছে দেয়, কোষে উৎপন্ন বিভিন্ন বিপাকীয় দূষিত পদার্থগুলোকে রক্তকোষ থেকে অপসারিত করে দেহের রেচন অঙ্গে প্রেরণ করে। এটি ব্যাতীতও রক্ত হরমোন, ভিটামিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসায়নিক পদার্থকে তাদের ক্রিয়ার স্থানে বহন করে আনে। দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখে এবং দেহের রক্ষণাঅক ব্যবস্থা গড়ে তুলে। আল্লাহ পাকের এই অভিনব অনুগ্রহকে তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার?

হে অকৃতজ্ঞ! তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার অনুপম সৃষ্টিশিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন। তোমার অস্তিত্বই তো আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্বের জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ পাকের সৃষ্টি রহস্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"সৃষ্টির এই বিশালতা, নিপুন কুশলতা, সুবিশাল মহাকাশ,
সুবিস্তৃত ভূমি, অকুল সমুদ্র, গভীর অরণ্য –সর্বত্র মনোযোগী
ও মননশীল দৃষ্টি নিয়ে তাকাও। ভাবো! চিন্তা করো, এসবের
একক সৃষ্টিকর্তার কথা । দেখবে, অনুভব ও অনুভূতির বদ্ধ
দ্বারগুলি ক্রমশ খুলে যাবে। সেই উন্মুক্ত দ্বারের মসৃণ পথ
ধরেই তুমি লাভ করতে পারবে নিরংকুশ শক্তির অধিকারী
এক ও অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহর বিশুদ্ধ পরিচয়।"

(সূত্র ঃ সৃষ্টির রহস্য– ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

****

Pdf by Syed Abul Kwayes

উনত্রিংশ অধ্যায়

আহলে সুন্নাত অ-জামাআতকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরুন

প্রিয় ভাই! ও প্রিয় বোন !! এই ফিৎনার যুগে ঈমান টিকিয়ে রাখা ভীষণ দুস্কর। সংস্কারের নামে নব নব ফির্কা জন্ম নিচ্ছে। আল কুরআনের ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ এবং কিছু চটকদার বাংলা-ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকা পাঠ করেই এক একজন নিজেকে ইসলামের সংস্কারক এবং ইমামে আযম আবূ হানীফার চেয়ে বড় ইমাম ভাবতে আরম্ভ করে দেয়। মামুলি জ্ঞানার্জন করেই যশস্বী মুফাসসির, আয়িম্মা ও হাদীস-বিশেষজ্ঞগণের সমালোচনা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। কেউ বলেন, কেবল কুরআনকেই মানতে হবে। হাদীস এবং ইমামদের কথা মান্য করা শির্ক। কেউ বলেন, কেবল কুরআন এবং সাহীহ হাদীস মানতে হবে। অন্যান্য হাদীস এবং ইমামদের কথা মান্য করা শির্ক। এই হতভাগ্য খারিজীদের ফতোয়া অনুযায়ী, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পাঠ করাও শির্ক। মুসলিমগণকে মুশরিক, কাফির, বিদয়াতী, কবরপূজারী বলতে এদের হৃদয় কাঁপে না। এই ব্যধি অতীব ভয়াবহ। অতীব মারাত্মক। এই ফির্কাপরস্ত উগ্রপন্থা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল বের হবে যারা বয়সে হবে তরুন, বোকা-মুর্খের মত চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা থাকবে তাদের। তারা ভাল ভাল কথা বলবে। তাদের নামায রোযা ও সৎকর্মের সঙ্গে তুলনা করলে তোমাদেরটা তুচ্ছ মনে হবে। তারা পবিত্র কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, ৫৭৮, ৫৭৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩২২)। 'আদ্দারুস সুন্নাহ' গ্রন্থে হাদীসটির পর এই অংশটুকু আছে, "কিয়ামতের আগে পর্যন্ত এই দলের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং অবশেষে তারা দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে।"

বোনটি আমার! ভাইটি আমার !! এই বিভ্রান্তির ক্ষণে আহলে সুন্নাত অ-জামাআতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরুন। এটাই সওয়াদে আযম। বৃহত্তম

দল। ফির্কায়ে না-জিয়া (মুক্তিপ্রাপ্ত জামাআত)। এটাই সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাঈত, আয়িম্মা এবং আল্লাহর আউলিয়াগণের পথ। এই মাহাত্মাগণের পথই পুরস্কৃত পথ। এই মাহাআগণই হলেন আল্লাহ পাকের পুরস্কৃত বান্দাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সূরা ফাতিহাতে এরূপ দুয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন, "ইহদিনাস সিরাত্বল মুসতাকীম সিরাত্বল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম" অর্থাৎ "আমাদেরকে তাদের পথে চালাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ" (সূরাহ ফাতিহা)। আল কুরআনের অন্য আয়াতে এই পুরস্কৃত মাহাআগণকে আল্লাহ পাক চিহ্নিত করেছেন এভাবে– "তারাই হচ্ছেন সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন, তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং আল্লাহর সালেহ (নেক) বান্দাহগণ" । (সূরাহ নং ৪, আয়াত নং ৬৯)

মিষ্টি বোন আমার ! মিষ্টি ভাই আমার !! আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ সকলেই আহলে সুন্নাত অ-জামাআত (হানাফী বা শাফেঈ বা মালিকী বা হাম্বলী) ভূক্ত ছিলেন। কেউই আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের বাইরে ছিলেন না। তারা আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের পরিপন্থী ও বিরোধী লোকজনকে আহলে বিদয়াত বলে চিহ্নিত করতেন। কি পরিহাস! আজ পেট্রো ডলারের জোরে 'আহলে বিদাত'রাই আহলে সুন্নাত অ-জামাআতকে বিদয়াতী বলে প্রচার চালাচ্ছে। প্রিয় পাঠক! এটাই কিয়ামতের আলামত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই যুগ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন ঃ "কিয়ামত আসার পূর্বে প্রবঞ্চনার সময় আসবে। ঐ সময় বিশ্বস্তগণকে অবিশ্বস্ত মনে করা হবে এবং অবিশ্বস্তকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে। অনুপযুক্তদের কথাই তখন শোনা হবে।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ ও আহমদ বিন হাম্বল)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও সতর্ক করে বলেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ইলম প্রদানের পর তার বান্দাহগণের নিকট থেকে ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলেমদের ইন্তেকালের মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন কোন আলেমই থাকবেন না, তখন লোকজন অজ্ঞ মূর্খ জাহেলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তখন তাদের (নেতাদের) নিকট ফতোয়া চায়বে আর তারাও বিনা ইলমে ফতোয়া দিবে। অতঃপর নিজেরা গোমরাহ হবে; অন্যকেও গোমরাহ করবে।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, নবম খন্ড, বই নং ৯২, হাদীস নং ৪১০)

Pdf by Syed Abul Kwayes

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সতর্কবার্তার দিকে লক্ষ্য করুন এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করুন। মানবতার কান্ডারী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "ঐ সময় বিশ্বস্তগণকে অবিশ্বস্ত মনে করা হবে এবং অবিশ্বস্ত গণকে বিশ্বস্ত বিবেচনা করা হবে।" আজ দেখুন! বিশ্বস্ত ইমাম, মুহাদ্দীস এবং মুফাসসিরগণকে লোকে অবিশ্বস্ত মনে করছে এবং যারা ইসলাম সম্পর্ক সত্যিকারের অবিশ্বস্ত তাদেরকে লোকে বিশ্বস্ত মনে করছে। মানবতার কান্ডারী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "লোকে জাহেলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের নিকট লোকে ফতোয়া চায়বে। তারাও বিনা ইলমে ফতোয়া প্রদান করে লোকজনকে গোমরাহ করবে এবং নিজেরাও গোমরাহ হবে।" আজ দেখুন ! লোকে টাই-পরিহিত টি.ভি.-প্রচারক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারগণকে ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে নেতা হিসেবে গ্রহণ করছে এবং আহলে সুন্নাত অ-জামাআত ভুক্ত প্রকৃত ধর্মীয় পন্ডিতগণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করছে। আল্লাহু আকবার! অথচ ইসলামের প্রথম যুগে আহলে সুন্নাত অ-জামাআত বহির্ভূত ব্যক্তির রেওয়ায়েত গৃহীতই হোত না। যদি রেওয়ায়েতকারী আহলে সুন্নাত অ-জামাআত ভূক্ত হোত, তাহলেই রেওয়ায়েত গৃহীত হোত। যদি আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের পরিপন্থী বা আহলে বিদাহ হোত, তাহলে তার রেওয়ায়েত গৃহীত হোত না। (সূত্র ঃ সহী আল মুসলিম বি শারাহ আল নাববী–পৃঃ ২৫৭–মাকতাবা নাজার আল বাজ–রিয়াদ–প্রথম সংস্করণ)।

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!! আহলে সুন্নাত অ-জামাআত হল সওয়াদে আজম। বৃহত্তম জামাআত। ইমামগণের জামাআত। মুহাদ্দিসগণের জামাআত। মুফসসিরগণের জামাআত। আল্লাহর আউলিয়া বর্গের জামাআত। একাধিক হাদীসে এই 'সওয়াদে আযম বা জামাআতকে অনুসরণ করার ও মজবুত ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

হাদীস নং ১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " ইন্না উম্মাতি লা তাজতামিউ আলা দ্বলালাতীন, ফা ইযা রআয়তুম আল ইখতিলাফ ফা আলাইকুম বি আল সওয়াদ আল আযম" অর্থাৎ আমার উম্মত গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। সুতরাং, যদি তোমরা মতবিরোধ দেখতে

পাও, তাহলে অবশ্যই 'সওয়াদে আযম' (বৃহত্তম জামাআত) কে অনুসরণ করবে।" (সূত্র ঃ ইবনে মাজাহ–দ্বিতীয় খন্ড–হাদীস নং ৩৯৫০)

হাদীস নং ২ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " মান ফারাক্বা আল জামাআতা শিবরান মাতা মাইয়াতান জাহিলিয়াহ" অর্থাৎ যে কেউ জামাআত (বৃহত্তম দল) থেকে বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে জাহিলিয়ার উপর মৃত্যুবরণ করে"। (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, ইবনে আবি শায়বাহ)

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " মান আরাদ্বা মিনকুম বি হাবুহাত আল জান্নাতি ফাল ইউলযিম আল জামাআত" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বর্গের মধ্যে থাকতে চায়, সে যেন জামাআতকে (বৃহত্তম দল) আঁকড়িয়ে ধরে।" (সূত্র ঃ তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)

হাদীস নং ৪ ঃ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "এই উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। কেবল একটি জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশিষ্টগণ জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, "আমাদের জন্য (জান্নাতী) দলটি বর্ণনা করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তর দিলেন, "সওয়াদে আযম" (বৃহত্তম জামাআত)। (সূত্র ঃ মাজমা আল জাওয়ায়েদ। তাবারানী মুয়াজামাল কাবীর। তাবারানী–আল আওসাত। হাদীসটি সহীহ)

হাদীস নং ৫ ঃ অন্য সহীহ হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ পাকের হাত জামাআতের উপর রয়েছে। সুতরাং মুমিনদের 'সওয়াদে আযম' (বৃহত্তম দল) কে অনুসরণ কর। যারাই তাদের থেকে দূরে থাকবে, তারাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূত্র ঃ হাকীম ১/১১৬ – ইমাম হাকীমের মতে, হাদীসটি সহীহ। ইমাম জাহাবীও বলেন হাদীসটি সহীহ)।

হাদীস নং ৬ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " ইয়াদুল্লাহু আলাল জামাআতে ওয়া মান শাদ্দা শাদ্দা ইলান্নার" অর্থাৎ " আল্লাহর হাত জামাআতের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্যুত হয় সে জাহান্নামের দিকে যায়।" (সূত্রঃ তিরমিযী)

Pdf by Syed Abul Kwayes

হাদীস নং ৭ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " ইয়াদুল্লাহ আলাল জামাআহ।" অর্থাৎ "আল্লাহর হাত জামাআত (বৃহত্তম দলের) এর উপর রয়েছে। (সূত্র ঃ তিরমিযী–হাদীসটি হাসান)

হাদীস নং ৮ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " ইয়াদুল্লাহি আলাল জামাআত, ইত্তাবিউ আল সওয়াদ আল আযম ফা ইন্নাহু মান শাদ্দা শাদ্দা ইলান্নার" অর্থাৎ "আল্লাহর হাত জামাআতের উপর রয়েছে। বৃহত্তম জামাআতকে অনুসরণ কর। নিশ্চয় যারা এই জামাআত ত্যাগ করে, তারা নরকের দিকে যায়।" (সূত্র ঃ আল হাকীম)

হাদীস নং ৯ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, " আলাইকুম বিল জামাআতে ফা ইন্নাল্লাহা লা ইয়াজমাউ উম্মাতা মুহাম্মাদিন আলাদ দ্বালালাহ" অর্থাৎ "তোমরা জামাআতকে (বৃহত্তম দলকে) অনুসরণ কর কারণ আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর উম্মতকে ভ্রান্তির উপর ঐক্যমত করাবেন না।" (সূত্র ঃ ইবনে আবি শায়বাহ–হাদীস নং ৩৫৪)।

হাদীস নং ১০ ঃ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক দেখতে পাওয়া যাবে যারা লোকজনকে নরকের দ্বারের দিকে আমন্ত্রণ জানাবে। যারা তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে।" আমি (হযরত হুজায়ফা) বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ লোকদের সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। হযরত রসূলুল্লাহ বললেন, তারা আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি আমার জীবিতকালে এরূপ ঘটে, তাহলে আমি কি করব? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "মুসলিমদের জামাআত (বৃহত্তম দল) এবং তাদের নেতাগণকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যদি (ঐ সময়) মুসলিমদের এমন দল বা নেতা না থাকে তাহলে আমি কি করব ? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'ঐ সকল বিভিন্ন ফির্কা থেকে দূরে থাকো, যদি এমনকি তোমাকে গাছের শিকড় কামড়িয়ে থাকতে হয় (খাবার জন্য) তবুও ...." (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, পুস্তক নং ৫৬–হাদীস নং ৮০৩)

প্রিয় ভাই! ও প্রিয় বোন আমার!! সকল হাদীস-বিশেষজ্ঞ, সকল তফসীর-বিশেষজ্ঞ, সকল ওলী-আল্লাহ, সকল ইমাম এই জামাআতেরই অনুসারী

ছিলেন। কেউ ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ফিকাহ অনুসরণ করতেন। কেউ ইমাম শাফেইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ফিকাহ অনুসরণ করতেন। কেউ ইমাম মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ফিকাহ অনুসরণ করতেন। কেউ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ফিকাহ অনুসরণ করতেন। ইসলামের তৃতীয় সর্বোৎকৃষ্ট যুগের এই চার মহান ইমামের ফিকাহকে মেনে নিয়েছেন সকল যুগের সকল মনিষীগণ। করবেনই বা না কেন? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং এই যুগকে অন্যতম উৎকৃষ্ট যুগ বলে সার্টিফাই করেছেন। সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হল আমার যুগের উম্মত (সাহাবীগণ)। অতঃপর শ্রেষ্ঠ উম্মত তারা যারা সাহাবাবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে (তাবেইগণ)। অতঃপর শ্রেষ্ট উম্মত তারা যারা দ্বিতীয় যুগের উম্মত তথা তাবেঈগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে (তাবে–তাবেঈনগণ)। অতঃপর এমন জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদান করলে তা গ্রহণ করার উপযুক্ত হবে না। আমাদের জন্য বিশ্বস্ত হবে না। অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। এক কথায় তাদের মধ্যে কেবল অসৎ ও অসঙ্গতীপূর্ণ আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকবে।" (সূত্র ঃ বুখারী শরীফ–ফাযায়েলে সাহাবা–হাদীস নং ৩৬৫০)

প্রিয় ভাই! ও প্রিয় বোন আমার !! আমরা যে মনিষীগণের হাদীস-সংকলনের উপর নির্ভর করে ইসলামী জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করি, সীয়াহ সিত্তাহর সেই সংকলকগণ সকলেই আহলে সুন্নাত অ-জামাআত ভুক্ত ছিলেন। সকলেই মুকাল্লিদ ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে হাদীস ফির্কার সর্বশ্রেষ্ঠ স্কলার নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী স্বীকার করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (সূত্র ঃ আবজাদুল উলুম–নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী–পৃঃ ৮১০)। কোন ইমামকে মান্য করা বা তাকলীদ করা যদি শির্ক হয়, তাহলে ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কি শির্ক করেছেন? অনুরূপভাবে, উক্ত নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী স্বীকার করেছেন যে, সীয়াহ সিত্তাহর দুই ইমাম, ইমাম নাসাঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ইমাম আবূ দাউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাম্বলী ছিলেন (সূত্র ঃ আবজাদুল উলূম–পৃঃ ৮১০)। নবাব ভূপালী আরও স্বীকার করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

Pdf by Syed Abul Kwayes

(সূত্র ঃ আল হিত্তার –পৃঃ নং ১৮৬) । কোনও ইমামকে অনুসরণ করা যদি শির্ক হয়, তাহলে ইমাম মুসলিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম নাসাঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম আবূ দাউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখগণ কি সকলেই মুশরিক ছিলেন? এছাড়াও নিম্নোক্ত মহান মুহাদ্দিসগণ তকলীদ করতেন ঃ–

১) ইমাম তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফেঈ
২) ইমাম ইবনে মাযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফেঈ
৩) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– হানাফী
৪) ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– হানাফী
৫) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– হানাফী
৬) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– হানাফী
৭) ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাভী– হানাফী
৮) ইমাম ইবন আব্দুল বার্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– মালিকী
৯) ইমাম বাইহাকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১০) ইমাম ইবনে আসাকির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১১) ইমাম আব্দুর রায্যাক– হাম্বালী
১২) ইমাম ইয্যুদ্দিন আবুল ফাতহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১৩) ইমাম ইবনে সালাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১৪) ইমাম যাইনুদ্দিন আল ইরাকী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১৫) ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১৬) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ
১৭) ইমাম দারকুতনী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– শাফিঈ

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! বিদয়াতী খারিজীগণ সরলপ্রাণ মুমিনগণকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বালী হল এক একটি ফির্কা। এটা নির্জলা মিথ্যা। এগুলো হল এক একটি ফিকাহ এবং একে অপরের পরিপূরক। চারটি ফিকাহই আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের অন্তর্ভূক্ত। এদের মধ্যে কোন বৈরীতা নেই। এদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ নেই। কখনও এদের মধ্যে মুনাযিরাহ হয় না। কখনও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয় না। শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাম্বলী কিফাহ অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাকে সকল ফিকাহর ইমাম, মুহাদ্দীস ও মাশায়েখগণ নিজেদের শিক্ষক স্বীকার করেন। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাফিঈ স্কলার

শাইখ আবু বকর (কেরল) এবং আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মালিকী স্কলার শাইখ সৈয়দ আলাভী আল মালিকী (সৌদি আরব) উভয়েই চতূর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হাযরাত শাইখ ইমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজেদের শিক্ষক মনে করেন।

প্রিয় ভাই ! প্রিয় বোন !! যারা আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের বিরোধিতা করেন, এমনকি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহও স্বীকার করেছেন যে, আহলে সুন্নাত অ-জামাআতই হল সঠিক পথ। (সূত্র ঃ আকীদাত–ইল–ওয়াসীতীয়াহ, পৃঃ ১৫৪)। আহলে হাদীস আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটলাবী স্বীকার করেছেন যে, তকলীদ (অর্থাৎ যে কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ)-ই হল আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। (সূত্রঃ ফাতওয়ায়ে মাহমুদীয়া– ১/৩৮৬)। মাওলানা বাটলাবী আরও স্বীকার করেন যে, "দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, যে সকল লোক মূর্খতা সত্বেও মুতলাক তাকলীদকে পরিহার করে চলে, তারা অবশেষে ইসলাম থেকেই হাত ধুয়ে বসে। তাদের মধ্যে কিছু খ্রীষ্টান হয়ে যায় এবং কিছু হয়ে যায় লামযহাবী। ধর্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না।" (সূত্র ঃ সাবীলুর রশদ–আহলে হাদীস আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটলাবী –পৃঃ নং– ১২)

ইয়া আল্লাহ ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। আপনার প্রিয় মাহবূব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পথে। সাহাবায়ে কেরামের পথে। আহলে বাইতের পথে। ওলী-আউলিয়াগণের পথে। দুশ্চিন্তার বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় অন্ধকার বিদূরিত হোক। রাহমাতুল্লীল আলামীনের নূরানী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হোক সকল দিগন্ত। গড়ে উঠুক আদর্শ ইসলামী সমাজ। আমীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন! আসস্বলাতু অস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

::::::::::::::::*****:::::::::::*****:::::::::::*****:::::::::::::::::

Pdf by Syed Abul Kwayes

নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীগুলি অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে

১) মানবাধিকার, সন্ত্রাস ও ইসলাম– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২) স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩) তওহীদ ও শির্ক - মূল- সাইয়েদ আহমদ সাঈদ কাযমী, অনুবাদ মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪) ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে কাফের অ্যাখা প্রদানের প্রতিবাদ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫) গৃহ না মসজিদ– নারীদের নামাযের উত্তম স্থান কোনটি ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৬) হাদীসের আলোকে নারী ও পুরুষের নামাযের পার্থক্য– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৭) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাসনূন সময়– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৮) আযান ও ইকামতের সঠিক পদ্ধতি– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৯) মুনাযিরাহ বৈষ্ণবনগর (মূলভাষণ–মুফতী মোতিউর রহমান)– অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১০) হাদীসের আলোকে রফায়া য়্যাদাইনের বিধান– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১১) হাদীসের আলোকে নাভীর নীচে হাত বাঁধার বিধান– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১২) হাদীসের আলোকে 'আমীন' নীরবে পাঠ করার বিধান– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৩) মুক্তাদি কি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ? – মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৪) ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৫) সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৬) হাদীসের আলোকে পবিত্র রওযা যিয়ারত– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৭) তিন মসজিদ ব্যতীত কি যিয়ারতে যাওয়া হারাম ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৮) বিরুদ্ধবাদীদের ফতোয়ার আলোকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলার বৈধতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

১৯) গুলামীয়ে রসূল ও তাওহীদ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২০) আল্লাহ ও রসূল কি একসঙ্গে বলা শির্ক ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২১) হাদীসের আলোকে জানাযার নামাযের নিয়ম– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২২) ঈদের নামায ছয় তকবীরে পাঠ করার স্বপক্ষে একগুচ্ছ হাদীস– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৩) নামাযে পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়ানো বিদআত– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৪) হাদীসের আলোকে মৃতদের শ্রবন ক্ষমতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৫) হযরত রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসার তাৎপর্য– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৬) তকলীদের অপরিহার্যতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৭) হাদীসের আলোকে দরূদ শরীফের মাহাত্ম্য- মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৮) কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরে হযরত রসূলুল্লাহর স্বশরীরে জীবিত আছেন– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

২৯) ওসীলা অস্বীকার করা ইসলামদ্রোহীতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩০) কুরআন ও হাদীসের আলোকে নবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সাহায্য চাওয়ার বৈধতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩১) কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহর ইলমে গাইব– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩২) হযরত রাসূলুল্লাহর হাযির–নাযির থাকার তাৎপর্য– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৩) খারিজী উগ্রপন্থি ফতোয়ার বেড়াজালে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৪) ওসূলে হাদীসের আলোকে সহীহ-হাসান-যাইফ বনাম জাল হাদীস – মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৫) ঈমান কি ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৬) কিয়াম ও সালামের বৈধতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৭) হাদীসের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীনের হাত-পা চুম্বন– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৮) হাদীসের আলোকে ঈসালে সওয়াবের বৈধতা ও আত্মবিশ্লেষণ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৩৯) কবর যিয়ারত বনাম কবর পূজা–খারিজী বিদয়াতী অপপ্রচারের জবাব– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

Pdf by Syed Abul Kwayes

৪০) আল্লাহ-প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪১) হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহর শাফাআত– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪২) কুরআন ও হাদীসের আলোকে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৩) তাসাউফ ও সুফীবাদের বিরুদ্ধে খারিজী ফতোয়াবাজির জবাব– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৪) হাদীসের আলোকে বিদআতের সংজ্ঞা ও সঠিক বিশ্লেষণ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৫) ইবনে তাইমিয়ার তওবা, স্বীকারোক্তি ও স্ব-বিরোধীতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৬) হযরত রসূলুল্লাহকে নিরক্ষর বলা ইসলাম দ্রোহীতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৭) আমি আহলে হাদীস থেকে সুন্নী কেন হলাম?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৮)ইয়াযিদ কি মাগফুর ? সহীহ বুখারীর নামে খারিজীদের মিথ্যাচারিতা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৪৯) অনন্য মনিষী আলা হাযরাত ঈমাম আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫০) ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কি মুশরিক ছিলেন ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫১) ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত সৌদি রাজতন্ত্রের ইসলাম দ্রোহীতার ইতিহাস– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫২) "মিন দুনীল্লাহ" এর অর্থ, তফসীর ও তাৎপর্য– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৩) "ওয়া মা উহীল্লা বিহি লিগয়রীহী" এর অর্থ, তফসীর ও তাৎপর্য– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৪) আল্লাহ ব্যতীত কি অন্য কাউকে আহ্বান করা শির্ক– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৫) একজনের আমল কি অন্যজনের উপকারে আসে ?– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৬) কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাউহীদ বনাম শির্ক– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৭) হাদীসের আলোকে আহলে বাইতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৮) হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৫৯) উরসের বৈধতা ও আত্মবিশ্লেষণ– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৬০) হযরত রসূলুল্লাহর পিতামাতা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর আকীদা– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৬১) আসুন! আহলে সুন্নাত অ-জামায়াতকে আঁকড়িয়ে ধরি– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

৬২) "ইয়াকা নায়বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাঈন"–এর তফসীর– মুহাম্মাদ এ.কে.আজাদ

Pdf by Syed Abul Kwayes